প্যারিস ফ্যাশন উইকে বাংলাদেশের তৌহিদা তাসনিম পৃষ্ঠা ১৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

21 September 2023, Thursday, 7th Year, Issue 340, 40 Pages

ফাতেম হাম্মামির অপেক্ষার ছয় বছর পৃষ্ঠা ১৭

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৬ আশ্বিন ১৪৩০, ৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪০, পৃষ্ঠা: ৪০

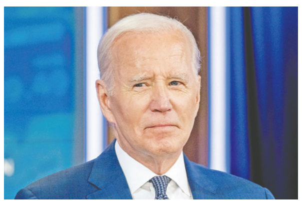

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

আমেরিকার গণতন্ত্র ঝুঁকিতে

বলেছেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেছেন আসছে বছরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, কারণ আমেরিকার গণতন্ত্র ঝুঁকিতে রয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চান, এ কারণে আবারও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছেন জো বাইডেন। যদিও তাঁর বয়স ইস্যুটি হরহামেশাই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

জো বাইডেনের বয়স এখন ৮০ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের এযাবৎকালের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট তিনি। তাই তাঁর বয়স নিয়ে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

আগামী নির্বাচন অংশগ্রহনমূলক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই!

বাংলাদেশের রাজনীতি

একতরফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে নির্বাচন পরবর্তী সরকার গ্রহণযোগ্যতার সংকটে পড়বে।

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের আসছে জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। রাতে নয়, ভোট দিনেই হবে। তবে নির্বাচন অংশগ্রহনমূলক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনে কাউকে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করা হবে না। মামলা হামলা বা অন্য কারণে যারা নির্বাচনে আসবে না, তাদের পাশ কাটিয়েই এ নির্বাচন হবে। এমন নির্বাচনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও এর পরিণাম নিয়ে সরকার ভাবিত নয়। সরকারের কাছে এখন ক্ষমতা ধরে রাখাই অগ্রাধিকার এবং সে অগ্রাধিকারের পথেই হাঁটছে ক্ষমতাসীন সরকার।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

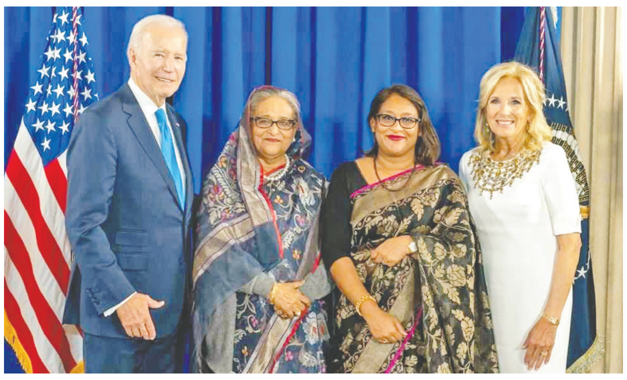

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী তনয়া সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। ১৯ সেপ্টেম্বর মংগলবার। নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

নিউইয়র্কে নথিপত্রহীন অভিবাসী

ডেমোক্র্যাটরাই বলছে মেয়র অ্যাডামসের মন্তব্য বিপজ্জনক

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্কে নথিপত্রহীন অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সম্পর্কে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের মন্তব্যগুলি বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে। এটি অন্যান্য অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সহ সিটির জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

তৃণমূল বিএনপিকে দাঁড় করানোর জোর চেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক

১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূল বিএনপির কাউন্সিল। এই কাউন্সিলে দলটির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম। আর মহাসচিব করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেলা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

ধনীদেশগুলোকে সৎ হতে হবে

জলবায়ু প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

জলবায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা শীর্ষ সম্মেলনের উচ্চ স্তরের বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আসন্ন সংকট এড়াতে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং আসন্ন সংকট এড়াতে তাদের ন্যায্য অংশীদারীত্বের বিষয়ে সৎ থাকবে বলে আমরা আশা করি।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ইসিওএসওসি চেম্বারে 'জলবায়ু ন্যায্যতা প্রদান: ত্বরান্বিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অভিযোজন ও সবার জন্য প্রাথমিক সতর্কবার্তা বাস্তবায়ন' শীর্ষক জলবায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা শীর্ষ সম্মেলনের উচ্চ স্তরের বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে (ইউএনজিএ) যোগ দিতে ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে যান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে অভিযোজন এবং আগাম সতর্কতায় বিনিয়োগ করা সঠিক।

তিনি বলেন, "আমরা আশা করি আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা জলবায়ু ন্যায্যতা প্রদানের জন্য এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাবে। জাতিসংঘ মহাসচিবের দুটি উদ্যোগে সমর্থন দিতে বাংলাদেশ এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছে।'

জলবায়ু ন্যায্যতার একজন প্রবক্তা হিসেবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এই এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কোনো গঠনমূলক পদক্ষেপের প্রতি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

META INFO TECH

MIT CAREER TRAINING

Are you ready to make $100,000 a year in six-month program?

★ Are you happy with your current job?
★ Are you maximizing your earning potentials?
★ Do you currently have opportunity to work from home?

If your answer "NO" to any of these questions then our team of expert is ready to help you.

74-37th Ave, #4th Floor, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372

YOUR CAREER IS JUST ONE PHONE CALL AWAY!

718-218-3230

instagram.com/MetaTechNY
facebook.com/MetaTechNY
www.metainfotech.us

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

AUTHORIZED e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC
Direct Deposit

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

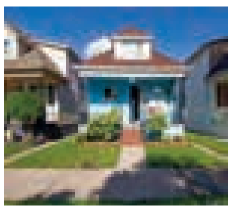

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

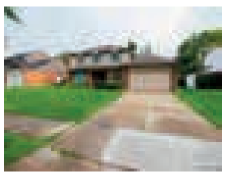

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

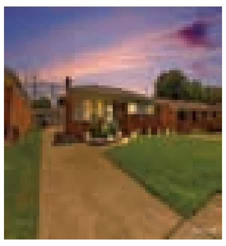

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

!! জব জবহেল্প জব !!
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি , এ জব
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.বিডি পাসপোর্ট/রবায়ত
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্টাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. রেইক রেকুটি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)----------(শনিবার-বৃহস্প তিবার)------------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------------রবিবার -------------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------------মঙ্গলবার ----------------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ------------------ ---------শনিবার-----------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(আমগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় পুরস্কৃত হলেন আরিফ

রাজনীতি

মেয়র থাকলেও আরিফুল হক চৌধুরী দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন। সিলেটে দলীয় কর্মসূচি পালনে ভূমিকা রাখছেন।

সিলেট প্রতিনিধি

আরিফুল হক

১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক পত্রে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের ১০ নেতাকে পদোন্নতির বিষয়টি জানানো হয়। আর ওই পত্রে আরিফুল হক চৌধুরীকে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা করা হয়। সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় দলের কাছ থেকে পুরস্কার পেলেন সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। মে মাসে তিনি নির্বাচন না করার ঘোষণা দেন। এরপর থেকে আরিফকে নিয়ে গুঞ্জন ছিল সিলেটে। সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক পদে তাকে নিয়ে আলোচনা ছিল।

বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন আরিফুল হক চৌধুরী। ছাত্রদল থেকে বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিনি। ছিলেন সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক। এরপর মহানগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক, আহ্বায়ক হয়ে মহানগরের সভাপতি হন। এর আগে জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৩ সালের সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপি'র সমর্থন নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

এরপর ২০১৮ সালের সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে মেয়র পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। গত জুনে সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। সমর্থন ছিল মেয়র পদে নির্বাচন করার। কিন্তু বিএনপি এই সরকারের অধীনে সব ধরনের নির্বাচন বর্জন করায় বেকায়দায় পড়েন। এ নিয়ে নানামুখী চাপের মুখে পড়েন তিনি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচন না করার।

১৮ মে সিলেটের রেজিস্ট্রারি মাঠে সভা থেকে নির্বাচন না করার ঘোষণা দেন। তখন থেকেই দলের ভেতরে পদোন্নতি নিয়ে গুঞ্জন দেখা দেয়। সিলেট বিএনপি'র নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন- আরিফুল হক চৌধুরী এখনো মেয়র থাকলেও তিনি দলে পুরোপুরি অ্যাক্টিভ হয়েছেন। এমনকি ঢাকার কর্মসূচিতে তার সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। সিলেটে দলীয় কর্মসূচি পালনে তিনি ভূমিকা রাখছেন। শনিবার দলের পক্ষ থেকে পদোন্নতির ঘোষণা দেয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন- দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দলের দেয়া দায়িত্ব পালনে পূর্বের ন্যায় এবারো জাতীয়তাবাদী আদর্শের বাতিঘর বিএনপি'র সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা পাবো প্রত্যাশা করি। তিনি বলেন- দলের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তার সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। দলকে চাঙা করার পাশাপাশি রাজপথের আন্দোলনে ভূমিকা রাখবেন বলেও জানান। শনিবার বিকালে সিলেট নগরীতে আরিফের অনুসারীরা আনন্দ মিছিল করেছে। ওই আনন্দ মিছিল থেকে দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এদিকে আরিফুল হক চৌধুরী ছাড়া সিলেটে আরও কয়েকজন উপদেষ্টা রয়েছেন। তবে স্থায়ী কমিটির সদস্য, সহ-সভাপতি, যুগ্ম মহাসচিব পদে সিলেট বিভাগের কোনো নেতা নেই।

দলীয়ভাবে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর পদোন্নতির খবরে বিকাল ৩টায় তার অনুসারীরা নগরের কুমারপাড়া এলাকায় জড়ো হন। ওখানে তারা মিষ্টিমুখ করেন। পরে সেখান থেকে বিএনপি নেতা সালেহ আহমদ খসরু ও দিনার খান হাসু নেতৃত্বে মিছিল বের করা হয়। তার আগে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সালেহ আহমদ খসরু বলেন- তারেক রহমান সিলেট বিএনপিকে শক্তিশালী করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের জননন্দিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এদিকে র‍্যালিটি নগর প্রদক্ষিণ করে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

এ কে আবদুল মোমেন

ডেরেক শোলেটের সঙ্গে বৈঠক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেনের

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কাউন্সেলর ডেরেক শোলেট ৭৮তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে।

ডেরেক শোলেট তার এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি টুইট বার্তায় সোমবার অনুষ্ঠিত এ বৈঠকের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন।

শোলেট বৈঠকের পরে টুইট বার্তায় বলেন, 'আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার গুরুত্বের ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছি।'

পরে নিউইয়র্কে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ডা. মোমেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের অত্যন্ত উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সম্পর্ককে আরও জোরদার ও মজবুত করতে চান।' একজন বন্ধু অন্য বন্ধুকে পরামর্শ দিতে পারে- উল্লেখ করে মোমেন বলেন, 'আমরা তাদের অনেকগুলো পরামর্শ গ্রহণ করেছি। যদি পরামর্শ বাস্তবসম্মত হয়-তবে আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করব।'

শোলেট চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা সফর করেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য ও মানবিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠকগুলোতে শোলেট রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং দেশে মানবাধিকার সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গঠনে সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

জীবাশ্ম জ্বালানিমুক্ত জলবায়ু ন্যায্যতার দাবীতে র‍্যালী

সিলেট

আব্দুল করিম কিম, *সিলেট*

জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধ এবং জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে সিলেটে ১৫ সেপ্টেম্বর সাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন। সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় এই কর্মসুচীর আনুষ্ঠানিক উদবোধন ঘোষণা করেন সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড জহিরুল হক।

ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, ব্রতি, সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার, প্রাধিকার ও গ্রীণ এক্সপ্লোর সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সাইকেল র‍্যালীতে প্রায় শতাধিক তরুণ জলবায়ূ কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধনকালে আয়োজন করা হয় সমাবেশ। সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার ও বাপা সিলেট-এর সাধারন সম্পাদক আব্দুল করিম কিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড জহিরুল হক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সভাপতি ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিষ্টার জামিল আহমেদ চৌধুরী, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ল এন্ড জাষ্টিস বিভাগের প্রধান এসোসিয়েট প্রফেসর গাজী সাইফুল হাসান, প্রাধিকারের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি, গ্রীণ এক্সপ্লোর সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ, সিলেট সাইক্লিং ক্লাবের ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর রেজওয়ান আহমেদ সামি।

জীবাশ্ম জ্বালানিমুক্ত জলবায়ু ন্যায্যতার দাবীতে সিলেটে সাইকেল র‍্যালী আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে পাঁচ সংগঠনের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রাধিকারের সভাপতি ও তরুণ জলবায়ু কর্মী মোঃ. মাহাদী হাসান। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, "আগামী সেপ্টেম্বরের ১৮ থেকে ২৬ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন ও ২০ তারিখ ইউএনএসডিজি ক্লাইমেট অ্যাম্বিশন সামিট অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিত্বের ফলে যে কোন আন্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন অন্যতম বৈশ্বিক প্লাটফর্ম। এছাড়াও, গত বছর জাতিসংঘ মহাসচিবের ঘোষিত ইউএনএসডিজি ক্লাইমেট অ্যাম্বিশন সামিট'২৩ জলবায়ু নীতি নির্ধারণে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে আসতে পারে। তবে, এ সকল সামিটে ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর অবস্থান জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তেনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহের দাবি সত্ত্বেও ২০২৩ সালের কপ-২৭ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পর্যায়ক্রমে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর জ্বালানি ব্যাবস্থা হতে বেরিয়ে আসতে একমত হতে ব্যার্থ হয়। পূর্বে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে চাইলেও অর্থনৈতীক ও ব্যাবসায়ীক স্বার্থ রক্ষায় বহু দেশের বিরোধিতায় সে সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ধনী দেশগুলোর বিরোধীতার ফলে এসসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংস্থাগুলো কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নিতে পারে নি।

সভাপতির বক্তব্যে আব্দুল করিম কিম জানান, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন ও ইউএনএসডিজি ক্লাইমেট অ্যাম্বিশন সামিটে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে করতে গণমাধ্যম, বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তন, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধের ব্যাপারে অবগত করা, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার রোধের ব্যাপারে জোরালো আহ্বান, দাবির বিষয়টিকে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেয়া এবং জীবাশ্ম জ্বালানি বিরোধী জলবায়ু ন্যায্যতার দাবীতে জনমত তৈরির উদ্দ্যেশ্যে বিশ্বব্যাপী আয়োজনের অংশ হিসাবে ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে দিনব্যাপী অসংখ্য কর্মসুচী পালন করা হচ্ছে। সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার বাসিয়া ব্রিজে বিকাল ৩টায় রিকশা র‍্যালী ও জৈন্তাপুর উপজেলার সারিঘাটে নৌ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাভাষা শিক্ষনে ১০ হাজার ডলার ব্যয় করা হবে: হাকিম আরিফ

আমেরিকায় দ্বিতীয় প্রজন্ম

মো: তফাজ্জল হোসেন

'যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের মাঝে বাংলাভাষার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে বাংলা ভাষা শিখানোসহ তা ধারন ও লালনে উৎসাহিত করতে দশ হাজার ডলার ব্যয় করা হবে। আমাদেরকে এই ডলার অনুদান হিসেবে দিয়েছেন মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড সোসাইটি ইউএসএ চ্যাপ্টার।' কথাগুলো বলছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : উত্তর আমেরিকা অভিবাসীদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকিম আরিফ আরো বলেন , বিশ্বে প্রায় সাত হাজার মাতৃভাষা রয়েছে। অনেক ভাষা মরে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বে যতদিন বাঙ্গালি থাকবে, বাংলাদেশি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বাংলাভাষা মরবে না। বর্তমানে পৃথিবীর ১৭৫ টি দেশে দেড় কোটি অভিবাসী বসবাস করে। প্রথম প্রজন্মে বাঙ্গালি বাংলা ভাষায় পঠন, লিখন চালু রাখেন; বিপত্তিটা শুরু হয় দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে, তারা কথা বুঝে কিন্তু ঠিক মত বলতে পারেনা। বাংলায় পড়তে এবং লিখতেও জানে না। এ ভাবে চললে প্রবাসে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তৃতীয় প্রজন্ম থেকেই বাংলা ভাষা বিলীন হয়ে যাবে।

জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজার হলরুমে অভিবাসী বাঙ্গালি নাগরিক সমাজ যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক গবেষক নুরুল বাতেন। লেখক ও সাংবাদিক শামীম আল আমিন এবং নাট্যকার তোফাজ্জল লিটনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্কে নব নিযুক্ত কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা। আলোচক হিসেবে ছিলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহা , কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর সিনিয়র প্রোগ্রামিং লাইব্রেরীয়ান সেলিনা শারমিন।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা বলেন, নিউইয়র্কে বাঙালি জনসমাজে এটাই আমার প্রথম অনুষ্ঠান। এখানকার অভিবাসীদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দরদ দেখে আমি অভিভুত। দ্বিতীয় প্রজন্মের মাঝে ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো আমরা।

গবেষক নুরুল বাতেন বলেন, কানাডার দুজন অভিবাসীর উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন কানাডার অধিবাসী রফিকুল ইসলাম। তিনি ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কে এসে দেখেছিলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জাতিসংঘের সামনে আন্তর্জাতিকভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। সেখান থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছেন বলে নানান বক্তব্যে বলেছেন। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহা এখানে উপস্থিত আছেন। তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যে উদ্যোগ গ্রহণ করবে তার সঙ্গে সার্বিকভাবে থাকার জন্য।

সিলেটে জমজমাট জিপিএ-৫ সংবর্ধনা

সিলেট প্রতিনিধি

শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। সকাল আটটার কিছু পর থেকেই সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এলাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। সেখানে ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

সকালে একটু পরপর যেনো রঙ বদলাচ্ছিল। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাকরা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন। শনিবার সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের মূল আয়োজন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গান আড্ডায় মেতে উঠেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা। আয়োজনে পরিবেশন হওয়া লোকগানে কণ্ঠ মেলান শিক্ষার্থী, অতিথি ও অভিভাবকেরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলো সিলেটের নিজস্ব প্রতিবেদক সুমনকুমার দাশ। কৃতী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিতে বক্তব্য দেন সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মো. আশরাফুল আলম ও প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক সোহরাব হাসান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মো. আশরাফুল আলম তার বক্তব্যে বলেন, ' আজকের যারা কৃতী শিক্ষার্থী তারা সবাই এককেজন আলো। এ শিক্ষার্থীরাই দেশকে আলোকিত করবে।' শিক্ষার্থীদের তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভালো করার আহবান জানিয়ে বলেন, 'শুধু পুথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের প্রতিটা পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেতে হবে। সততা, দেশপ্রেম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজিকসহ সব দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ পেতে হবে।' দেশকে আলোকিত করতে সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করার আহবান জানান তিনি।

প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক সোহরাব হাসান তার বক্তব্যে বলেন, 'প্রথম আলো সব সময় ভালোর সঙ্গে থাকে। অ্যাসিড-সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কাজ করে আসছে।' তরুণ বন্ধুরাও এমন আন্দোলনে সহযাত্রী হবেন বলে আশা প্রকাশ করে তিনি প্রথম আলো সবার ও দেশের জয় দেখতে চায় বলে মন্তব্য করেন।

তরুণরা মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আজকের কৃতী শিক্ষার্থীরা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলবে। সুন্দর বাংলাদেশের অভিযাত্রী হবে আজকের কৃতী শিক্ষার্থীরা।' এসময় তিনি প্রথম আলো এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

প্রথম আলো বন্ধুসভা সিলেটের সহসভাপতি হিমাদ্রী শর্মা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারহানা হকের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট এমসি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র চন্দ, মদন মোহন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান রাজীব আহমেদ, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক প্রণবকান্তি দেব প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে থেকেই সেখানে জড়ো হতে শুরু করে কৃতী শিক্ষার্থীরা। সংবর্ধনার নিবন্ধনের কার্ড হাতে সারিবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীরা মূল অনুষ্ঠান স্থলের প্যান্ডেলের পাশের বুথ থেকে ক্রেস্ট ও স্ন্যাকস সংগ্রহ করে। এসময় অনেক দিন পর স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করতে দেখা যায় কৃতী শিক্ষার্থীদের। একে অপরকে কাছে পেয়ে সহপাঠী-বন্ধুদের যেন উচ্ছ্বাসের শেষ ছিল না। এই উৎসবের ক্ষণ একসঙ্গে উপভোগ করার বিরল মুহূর্ত মুঠোফোনের ক্যামেরাবন্দী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখা গেল অনেক শিক্ষার্থীদের। তাদের হইহুল্লোড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। চলে ছোট ছোট দলে আড্ডা। এ সময় সবার মুখে ছিল খুশির ঝিলিক। অনুষ্ঠান স্থলে স্থাপিত সেলফি স্ট্যান্ডে বন্ধুদের সঙ্গে সেলফি তোলায় ব্যস্ত সময় পাড় করছিল অনেক শিক্ষার্থী। অনেকে আবার অভিভাকদের সঙ্গে ছবি তোলছিল।

সম্পাদকীয়

কচুরিপানার আগমন অভিশাপ হয়ে, আজ তা আশির্বাদ

বাংলাদেশের জলাশয়ে এখন যে কচুরিপানা ভাসতে দেখা যায়, দেড়শো বছর আগেও এর কোন অস্তিত্ব এ অঞ্চলে ছিল না। বাংলায় এই উদ্ভিদটির আগমন ঘটেছিল অভিশাপ হয়ে। যা সামলাতে তৎকালীন প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়েছিল।

বাংলাদেশে খাল, বিল, নদী বা যেকোন আকারের জলাশয়ে সবুজ পাতার মাঝে হালকা বেগুনি কচুরি ফুল খুব সাধারণ দৃশ্য। আর নানাজনের নানা কাজে লাগে কচুরিপানা - অল্প বয়েসীরা হয়ত এর ফুল দিয়ে খেলে, কিন্তু আবার কচুরিপানা থেকে তৈরি হস্তশিল্প রপ্তানি করে বাংলাদেশ বছরে আয় করে কোটি টাকা।

প্রায় দেড়শো বছর আগেও এই কচুরিপানা এ অঞ্চলে কেউ চিনতো না - এটি এখানে জন্মাতো না। কিন্তু আগমনের পরই কচুরিপানা নানাভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের, এমনকি নির্বাচনী ইশতেহারে কচুরিপানা নিধনের প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভূক্ত করতে হয়েছিল এক সময়।

কচুরিপানার বাংলায় আগমন ঘটেছিল ১৮৮৪ সালে। তবে এই আগমনের ইতিহাস নিয়ে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়।জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, ১৮শ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল থেকে কচুরিপানা নিয়ে আসা হয়েছিল। মূলত আমাজন জঙ্গলের জলাশয়ে থাকা উদ্ভিদ এটি। কচুরিপানার হালকা বেগুনি রঙের অর্কিড-সদৃশ ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জর্জ মরগান নামে এক স্কটিশ ব্যবসায়ী ব্রাজিল থেকে বাংলায় কচুরিপানা নিয়ে আসেন। অন্য আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের একজন পাট ব্যবসায়ী অস্ট্রেলিয়া থেকে এই কচুরিপানা বাংলায় এনেছিলেন। আবার কলকাতা বোটানিক গার্ডেনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কচুরিপানা ব্রাজিল থেকে প্রথম বাংলায় এসেছিল ১৮৯০-এর দশকের আশেপাশে কোন সময়ে।

কচুরিপানা প্রকৃতগতভাবে খুবই সহনশীল এবং দ্রুত বর্ধনশীল এক উদ্ভিদ। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই একটিমাত্র উদ্ভিদ যা মাত্র পঞ্চাশ দিনে তিন হাজারের বেশি সংখ্যায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। এ উদ্ভিদ পানিতে ঘণ্টায় তিন মাইল গতিতে ভ্রমণ করতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখি এদের বিস্তারে সাহায্য করে।

বিস্ময়কর এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে, বাংলায় আগমনের পর কচুরিপানা এ অঞ্চলে বহু ভোগান্তি আর যন্ত্রনাও জন্ম দিয়েছে। বাংলার জলাশয়ে মুক্তভাবে ভাসমান এই বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, ১৯২০ সালের মধ্যে প্রায় প্রতিটি নদ-নদী, খাল-বিল কচুরিপানায় ছেয়ে যায়। যা সেসময় কৃষিখাতে দুর্দশা ডেকে আনে। এতে বড় ধাক্কা লাগে তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে। ১৯২৬ সালের এক কৃষি প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবছর শুধুমাত্র কচুরিপানার কারণে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আমন ধান নষ্ট হয়। সেসময়ে পণ্য আনা-নেয়া বা বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান রুট ছিল নদী পথ, অথচ কচুরিপানার কারণে অনেক সময়ই জলাশয়ে চলাচলও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আবার কচুরিপানা পচে পানির নীচে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়তো, এর ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায়। এতে একদিকে পানির নিচের জলজ উদ্ভিদ মরতে শুরু করে, সেইসাথে প্রচুর মাছও মরে যায়। মানুষের জন্য এই পানি ব্যবহার করা অনিরাপদ হয়ে উঠেছিল। জেলেরাও কচুরিপানার জন্য জাল ফেলতে পারতেন না। এসব কারণে তখনকার গণমাধ্যমে কচুরিপানাকে 'বিউটিফুল ব্লু ডেভিল' এবং 'বেঙ্গল টেরর' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। বিস্তার ঠেকাতে ইংরেজ প্রশাসকদের কাছে নালিশ। লিখিতপত্রে তাদের বক্তব্য ছিল যে, এ উদ্ভিদের বিস্তার ঠেকানো না গেলে রাজস্বে টান পড়বে।

এরপর ইংরেজ প্রশাসকেরা অর্থনীতি বাঁচাতে কচুরিপানা নিধনের উপায় খুঁজে বের করতে গবেষকদের কাজ করার আহবান জানান। সে সময় পূর্ব বাংলার কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক এবং ওয়াটার হায়াসিন্থ কমিটির সেক্রেটারি কেনেথ ম্যাকলিন ঢাকা এগ্রিকালচারাল ফার্মে, কচুরিপানার রাসায়নিক উপাদানের উপর ১৯১৬ সালে একটি গবেষণা করেন। তখন মি. ম্যাকলিন সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কচুরিপানা বাণিজ্যিকভাবে জৈব সার, পশু খাদ্য বা রাসায়নিক উপাদান তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কচুরিপানার জৈব সার মাটির জন্য উপকারী। এই সার প্রয়োগে বেশি পরিমাণে উন্নত মানের ফসল উৎপাদন সম্ভব।

উনিশ শতকের কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে ৪০০০ বর্গমাইল জলাশয়, বিশেষ করে ব-দ্বীপ এলাকা কচুরিপানায় ছেয়ে যায়। 'বেঙ্গল হায়াসিন্থ বিল ১৯৩৩' এর তথ্য অনুযায়ী কচুরিপানার কারণে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন অর্থমূল্যে ছয় কোটি টাকারও বেশি। কচুরিপানা এই অঞ্চলে মহা-দুর্ভিক্ষের কারণ বলেও মনে করা হয়, যার কারণে ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

কচুরিপানা নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম তার শেষ সওগাত কাব্যগ্রন্থে ২২ লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এরকম -

"ধ্বংস কর এই কচুরিপানা,
(এরা) লতা নয়, পরদেশী অসুরছানা।
এদের সবংশে করো করো নাশ,
এদের দগ্ধ করে করো ছাই পাঁশ।
(এরা) জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা।
ধ্বংস করো এই কচুরিপানা।"

এমন পরিস্থিতি তৎকালীন প্রশাসন দ্বিধায় পড়ে যায় যে, তারা এই উদ্ভিদ নির্মূলে কাজ করবে না এর লাভজনক ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক উপায়ের ওপর জোর দেবে।

এ নিয়ে ১৯২১ সালে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।ওই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিদ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। পরের এক বছরে তারা সাত দফা বৈঠক করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব বাংলায় কচুরিপানা মানুষের জন্য হুমকিতে পরিণত হয়েছে। এজন্য তারা কচুরিপানার ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং এর অর্থনৈতিক ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেন। কিন্তু কচুরিপানার বিস্তার ঠেকাতে কী করা হবে সে বিষয়ে তারা সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এজন্য তারা প্রাদেশিক সরকারের হাতে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেন।

এরপর ১৯৩৬ সালে 'কচুরিপানা-বিধি' জারি করে তৎকালীন সরকার।

কচুরিপানা-বিধি অনুযায়ী, নিজ জমি বা দখলি এলাকায় কচুরিপানা রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কচুরিপানা পরিষ্কার অভিযানে সবার অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জেলা প্রশাসকরা স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে কচুরিপানা দমন কর্মসূচি হাতে নেন। সেসময় দেশপ্রেম ও উৎসাহ নিয়ে সাধারণ মানুষ এই কাজে যোগ দেয়। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কচুরিপানা উৎখাত শুরু হয়।

এদিকে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সবগুলো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাকে কচুরিপানা মুক্ত করার অঙ্গীকার ছিল। নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের জন্য কচুরিপানার বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালিয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। কচুরিপানার সমস্যা ১৯৪৭ সালের দিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি। পরের দশকে দেশের অনেক নদীনালা আবার নাব্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ পানি প্রবাহ বেড়ে যায় যা জলাশয় কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে গতি ফিরেয়ে আনে।

যে কচুরিপানা একসময় নিধন করতে মানুষ মাঠে নেমেছিল, প্রায় শতবর্ষ পরে এখন তা অর্থকরী ফসলে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এটি সার হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। আজকাল কচুরিপানা থেকে বায়োমাস তৈরি করে ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে বায়ো-ফার্টিলাইজার প্রস্তুত করা হচ্ছে। যেহেতু এই উদ্ভিদে প্রচুর নাইট্রোজেন উপাদান রয়েছে তাই এটি বায়োগ্যাস উৎপাদনেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নিচু এলাকাগুলোয় এই কচুরিপানা স্তূপ করে ভাসমান বেড বানিয়ে সবজি চাষ হচ্ছে।

বাংলাপেডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, কচুরিপানা হাওর অঞ্চল এবং সংলগ্ন এলাকাতে ঢেউয়ের আঘাত থেকে ভিটে-মাটি রক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

তবে এই মূহুর্তে কচুরিপানা সবচেয়ে বড় অবদান রাখছে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটিরশিল্পে। এর ডাটা শুকিয়ে ঝুড়ি, আসবাবপত্র, হ্যান্ডব্যাগ, দড়ি, ফুলের টব, কাগজ, মাদুরসহ নানা ধরণের গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরি হচ্ছে, যা পরিবেশবান্ধব ও প্লাস্টিক সামগ্রীর বিকল্প হতে পারে।বাহারি এসব পণ্যের সিংহভাগ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। অর্থাৎ এক সময়কার জলজ অভিশাপ এখন পরিণত হয়েছে জলজ সম্পদে।

৮০-তে আসতে চাইলেই সব দোষ?

ফজলুল কবির

বয়স নিয়ে নানা আলোচনার মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ক্যামেরুনের বর্তমান প্রেসিডেন্টের বয়স ৯৩ বছর। এতটা না থাকলেও বিশ্বের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনেতার বয়স এখন ৮০ পেরিয়ে। আর সত্তরোর্ধ্ব রাষ্ট্রনেতার হিসাবে বসলে কোনো থই পাওয়া যাবে না। এ তো থাকতেই পারে। জনতা তো নেতা হিসেবে একজন অভিজ্ঞ মানুষকেই চায়। এই চাওয়া থেকেই তারা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে হয়তো একজন বয়সী মানুষকে নির্বাচন করে। তাহলে এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

প্রশ্নটি হঠাৎ করেই যে সামনে এসেছে তাও নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই এ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এটা এতটাই যে সম্প্রতি আমেরিকায় এ নিয়ে জরিপও হয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, এ প্রশ্নের কেন্দ্রে আছেন জো বাইডেন, স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বর্তমান বয়স ৮০ বছর। তাঁর চেয়ে বেশি বয়সী রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ। দুজনেরই বয়স ৮৭ বছর। এর মধ্যে শেষোক্ত দুজনকে নিয়ে তেমন হল্লা নেই। প্রথমজন প্রেসিডেন্ট হলেও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের মধ্যে অনেকটাই নির্জীব এক নেতা, যাকে জনতা বেছে নিয়েছে কিনা, তা নিয়েও নানা আলোচনা আছে। আর দ্বিতীয়জনকে আক্ষরিক অর্থেই নির্জীব বলা যায়, যেখানে রাজতন্ত্র চলছে। কারণ, সৌদি আরবের কার্যত শাসক (ডি-ফ্যাক্টো) হলেন তাঁর ছেলে মোহাম্মদ বিন সালমান। ফলে জো বাইডেনই যে এই বয়স নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বলা হচ্ছে, ২০২৪ সালে আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যারা লড়বেন, তাঁদের সবারই বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। এ নিয়ে মার্কিন জনপরিসরে বেশ আলোচনাও চলছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, রাজনীতিকদের কেন অবসরের বয়সসীমা থাকবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নেই। কোনো দেশের আইনসভার সদস্য হওয়ার বা প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর মতো পদে আসীন হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়সের একটা সীমা কোথাও কোথাও থাকলেও উচ্চসীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার চর্চা নেই। আমেরিকায়ও নেই। তবে আলোচনাটা আছে।

এই আলোচনার কারণ জো বাইডেন নিজেই। তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর বা এ ধরনের গুঞ্জন তাঁর ওভাল অফিসে প্রথম প্রবেশের পর থেকেই বেশ চাউর হয়েছে। এখন যখন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবেন কিনা, সে বিষয়ে নানা সমীকরণ চলমান, তখন তো এ নিয়ে হইচই হবেই। এতে আবার রসদ জোগাচ্ছেন একমেবাদ্বিতীয়ম ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি কিনা নিজেও বয়সী এবং পুনরায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার খায়েশ রাখেন।

ফলে গোটা আমেরিকাতেই এখন জোর আলোচনা চলছে যে, কত বছর বয়স হলে কোনো রাজনীতিকের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ নিয়ে নানা তত্ত্বও সামনে আসছে।

আমেরিকায় অবসরের বয়স ৬৫ বছর। সে হিসাবে জো বাইডেন (৮০) বা ডোনাল্ড ট্রাম্প (৭৭) দুজনই অবসর সীমা পেরিয়ে গেছেন। শরীরও তাঁদের বসে নেই। বর্তমান প্রেসিডেন্টের যদি হোঁচট খাওয়ার প্রবণতা থাকে তো সাবেক প্রেসিডেন্টের ছিল গুরুত্বপূর্ণ সভায় ঘুমিয়ে পড়ার প্রবণতা। এ নিয়ে হাস্যরসও কম হয়নি।

থাক সেসব আলোচনা। দেখা যাক, বয়স হলে আসলেই কী হয়, বিশেষত মগজে। কারণ একজন নেতার জন্য মানসিক সক্ষমতা থাকাটা সবচেয়ে জরুরি। তা না হলে দেখা যাবে, শুধু বয়সের কারণেই হয়তো কোনো নেতা অহেতুক চটে যাচ্ছেন কিংবা জরুরি সময়ে নির্লিপ্ত বসে আছেন।

> আমেরিকায় জো বাইডেনের বয়স নিয়ে যে হল্লা হচ্ছে এবং যা সময়ের সাথে বিশেষত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষণ এগিয়ে আসার সাথে সাথে বাড়তে থাকবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। বাইডেন প্রশাসন ও তাঁর দল বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করে, তা দেখার বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানদের বয়স নিয়ে যে আলোচনা উঠে গেল এই অজুহাতে, তা কিন্তু দিন দিন শক্ত ভিত পাচ্ছে।

স্নায়োবিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বলছে, একজন মানুষের বয়সের সাথে সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানসিক সক্ষমতা থাকবে কি থাকবে না, তা আসলে অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বয়স কোনো বিষয় নয়। সেটা আসলেই একটা সংখ্যা কেবল। কিন্তু তাঁরা তো ব্যতিক্রম।

দেখা যাক বরং বয়সের সাথে সাথে মানুষের মস্তিষ্কে কী ঘটে? গবেষণার বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সাধারণত স্বাস্থ্যবান মানুষের অগ্রমস্তিষ্কের সক্ষমতা প্রতি দশকে ৫ শতাংশ হারে কমতে থাকে। এই অগ্রমস্তিষ্ক আসলে কী করে? মস্তিষ্কের বাকি অঞ্চলগুলোর সাথে সমন্বয় করে এটি আসলে জটিল সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। একই সঙ্গে লক্ষ্য নির্ধারণ, সমস্যা সমাধানের মতো কাজগুলোর সাথেও এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কবে থেকে কমতে শুরু করে এই অগ্রমস্তিষ্কের সক্ষমতা? উত্তর হলো ৩০ বছরের পর থেকে। একটু কি হতাশ লাগছে? লাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ, চালু বয়ানের বিপরীতে যাচ্ছে তথ্যটি। চালু বয়ানটি হলো-লাইফ স্টার্টস আফটার ফরটি। নানা দিক থেকে বিষয়টি সত্য মনে হলেও মস্তিষ্কের সক্ষমতা বিচারে যে ভুল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণেই শিক্ষা, চর্চা, কর্মজীবনের শুরু ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় জীবনের শুরুর ২৫ বছরের মধ্যে করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এও বহু পুরোনো আমল থেকেই।

তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মস্তিষ্কের আর কতটাই-বা সাধারণ জনতা ব্যবহার করে! খুব বেশি নয়। তাই নিঃশেষ হওয়া নিয়ে অত ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। মূল বিপত্তি বাধে সত্তর বছরের পর থেকে। আগের দশকগুলোয় এই ক্ষয় রোধ সম্ভব হলেও বা এর প্রভাব থেকে বাঁচা গেলেও সত্তরের পর থেকে এর প্রভাব পড়ে ভীষণভাবে। তখন থেকেই মস্তিষ্কের সক্ষমতা কমতে থাকে তুলনামূলক দ্রুত গতিতে। এ কারণেই দেশে দেশে ৬৫ বছরকে অবসরের বয়সসীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর নিউরোপলিটিকস বিভাগের পরিচালক মার্ক ফিশার বিবিসিকে বলেন, ৬৫ বছরের পর থেকে মানুষের মস্তিষ্কের সক্ষমতা কমার প্রভাব তার কাজে পড়তে থাকে। এ কারণে ৬৫ বছর পর্যন্ত বয়সকে নির্বাহী কাজের জন্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যায়।

কিছু দেশে অবশ্য অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর ধরা হয়। এটি অবশ্য দেশে দেশে আলাদা। কারণ, এর সাথে ওই সব দেশের মানুষের গড় আয়ু জড়িত। পাশাপাশি বেকারত্বের হার, স্বাস্থ্যসেবার মান ইত্যাদি অনেক বিষয়ও এর সাথে সম্পৃক্ত। সে ভিন্ন আলোচনা।

আমেরিকায় জো বাইডেনের বয়স নিয়ে যে হল্লা হচ্ছে এবং যা সময়ের সাথে বিশেষত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষণ এগিয়ে আসার সাথে সাথে বাড়তে থাকবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। বাইডেন প্রশাসন ও তাঁর দল বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করে, তা দেখার বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানদের বয়স নিয়ে যে আলোচনা উঠে গেল এই অজুহাতে, তা কিন্তু দিন দিন শক্ত ভিত পাচ্ছে। আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে শুরু করে পশ্চিমা বহু দেশের জনপরিসরে এখন মৃদুভাবে হলেও দাবি উঠছে যে, যদি নেতার ন্যূনতম বয়স ঠিক করা যায়, তবে একটা উচ্চসীমাও নির্ধারণ করা জরুরি। কারণ, না হলে বয়সী নেতার খেয়াল-খুশির ফাঁদে পড়তে পারে দেশ। শেষ পর্যন্ত এই দাবির পালে হাওয়া লাগে কিনা, নাকি অন্য অজস্র দাবির মতো এও তলিয়ে যায়, তা দেখতে ও বুঝতে অপেক্ষা করতে হবে বহু দিন। সে পর্যন্ত এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অবান্তর হবে না যে, বয়সে কিন্তু অভিজ্ঞতাও হয়। আর নেতৃত্বে অভিজ্ঞতার মূল্য কে অস্বীকার করবে?

বই পড়ার মৃত্যু ও বর্তমান সময়

অংগ্যজাই মারমা

মৃত্যুসংবাদ! হ্যাঁ, মৃত্যুর কথাই বলছি। ৮০০ কোটি জনসংখ্যার এই পৃথিবীতে প্রতিদিনই লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আজ যে বিষয়ের অবতারণা করছি, সেই মৃত্যু কোনো ব্যক্তির মৃত্যু নয়। তা হলো, আমাদের বই পড়ার মৃত্যু। শুনতে খারাপ লাগলেও তারপরও এটাই সত্য। ইদানীং আমাদের পুস্তকের মৃত্যু ঘটছে। কারণ এখন মানুষ আর বই পড়ে না। আপনার কখনো মনে পড়ে আপনি সর্বশেষ যখন বই হাতে নিয়েছিলেন, কিছু সময় ব্যয় করেছেন কোনো মোবাইল হাতে না নিয়ে বা টেলিভিশনে আটকে না পড়ে?

ইদানীং আপনার কি এমন কোনো সময় কেটেছে, যখন শুধু পড়া এবং পড়ার মধ্যে বুঁদ হয়ে বইয়ের পাতা ওলটানো হয়েছে? এমন সময় কি পার করেছেন যে মুহূর্তের জন্য মোবাইল বা টেলিভিশনের সঙ্গে আপনি গাঁটছড়া বাঁধেননি? যদি আপনি এঁদের কেউ না হন, তবে আপনি সৌভাগ্যবান।

বইয়ের দোকানগুলো সাম্প্রতিককালে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিকেলের আলোর সঙ্গে কোনো ভালো উপন্যাস বা চায়ের কাপের সঙ্গে কোনো কবিতার বই হাতে নেওয়া আর হয়ে ওঠে না। এখন আমরা মুখ গুঁজে রাখি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে বা টিভির পর্দায়, অনলাইন কোনো প্ল্যাটফর্মে।

পৃথিবীর মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরোনো বইয়ের সন্ধান মেলে ৮৬৮ সালে, যা একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত বই হলো বাইবেল। ২০০০ সালের পর সবচেয়ে বেশি ব্যবসাসফল বই হলো হ্যারি পটার। পৃথিবীতে মানুষের জনকল্যাণকর ভূমিকায় সৃষ্ট কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় অবদান ছাপাখানায় বইয়ের মুদ্রণ। আপনি কি একজন গোয়েন্দা হতে চান? আপনি কি একজন বিজ্ঞানী হতে চান? আপনি কি একজন ডাক্তার হতে চান? আপনি কি একজন সাহিত্যিক হতে চান? আপনি যা-ই হতে চান না কেন তার জন্য গুরুর দ্বারস্থ যত না হবেন, তার চেয়ে বেশি সাহায্য করবে আপনার বই। নাকি আপনার কল্পনায় কোনো ভৌতিক জগৎ তৈরি করতে চান? এসব প্রশ্নেরও রসদ জোগাবে বই। চলে যাবেন হ্যারি পটার, ঠাকুর মার ঝুলির জগতে।

কিন্তু চিন্তার জগৎ তৈরির বদলে এসব বইয়ের মধ্য দিয়ে এখন তার বিপরীতে আমাদের আকর্ষণীয় জায়গা হয়ে গেছে মোবাইল। যদি এসবের আপনি কেউ না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ। সম্ভবত আপনি তাঁদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি। আপনি এ ধরনের একটি নতুন জগতের অংশীদার নন, যাঁরা নিয়মিত শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় টেক্সট করা এবং নোটিফিকেশন চেক করার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। এখন আর বাচ্চারা নিয়মিত খায় না, তারা যত বেশি না খায়, তার চেয়ে বেশি মোবাইল স্ক্রিনের সঙ্গে আবদ্ধ। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সারা বিশ্বের মাত্র ৩৬ শতাংশ মানুষ বই পড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই হার নিতান্তই কম এবং পৃথিবীর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভীতিকর।

সেখানে ভারত একটু ব্যতিক্রম, যেখানে করোনা মহামারির পরে বই পড়ার সংখ্যা বেড়েছে। তবে তা-ও শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন-সম্পর্কিত। সুকুমার বৃত্তির চর্চা বা আনন্দ লাভের জন্য বই পড়া—তা অতি নগণ্য। বই পড়ার প্রবণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বাজারও তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গেছে, প্রকাশনা সংস্থাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউসকেও নানা ধরনের সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। জাপানে ৩০ শতাংশের মতো বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

মূলত মানুষের পড়ে আনন্দ লাভের চর্চা হারিয়ে গেছে। এর বিপরীতে অনেকে ই-বুক পড়ছে, নতুবা অডিও বুক শুনছে। হাতে বাঁধানো বই খুব একটা হাতে নিচ্ছে না। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে হাতে বাঁধা বইয়ের সঙ্গে মানুষের একটা আত্মিক সম্পর্কের বাঁধন রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে মানুষ খুব জটিল ধাঁধাগুলো উদ্ধার করে, বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে, সাহিত্য রস আস্বাদন করে। ইতিহাস, বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্যিক চিন্তাধারা এসব আজ মুছে গেছে ইমোজির বিস্তার এবং চিপসেটের বিকাশের মধ্য দিয়ে।

প্রশ্ন হলো, বই পড়া কি আসলেই মরে গেছে? যুগ হলো যেখানে ছবি তোলা এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার, সেখানে বাঁধানো বই হাতে নিয়ে চিন্তার চর্চা কি নির্জীব হয়ে পড়ছে?

ইউক্রেন যুদ্ধের শেষ কোথায়

এ কে এম শামসুদ্দিন

সম্প্রতি বিবিসির ‘সানডে’ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল মার্ক আলেকজান্ডার মিলি বলেছেন, শীত শুরু হওয়ার আগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক হারে পাল্টা হামলা চালানোর জন্য ইউক্রেনের হাতে ৩০ থেকে ৪৫ দিন সময় আছে। তিনি স্বীকার করেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারে এযাবৎ চালানো পাল্টা হামলায় প্রত্যাশার চেয়ে খুব কমই সফলতা এসেছে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। হাতে যে কদিন সময় আছে, তাতে পরিকল্পিত পাল্টা হামলার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মার্ক মিলি তাঁর দেওয়া আগের একটি বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘আমি যুদ্ধের একেবারে শুরুতে বলেছিলাম, এই যুদ্ধ ধীরগতিতে এগোবে, যুদ্ধে টিকে থাকা কঠিন হবে এবং অনেক দিন ধরে চলবে। শুধু তা-ই নয়, এই যুদ্ধে অনেক লোকবল ক্ষয় হবে। এখন ঠিক সেটিই হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে পরাজিত ও উচ্ছেদ করতে ৪ জুন থেকে ‘কাউন্টার অফেনসিভ’ অপারেশন শুরু করেছে। বিবিসির একই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষাপ্রধান স্যার টনি রাডাকিন বলেছেন অন্য কথা। তিনি বলেছেন, ইউক্রেন এ যুদ্ধে জয়ের পথে রয়েছে। রাশিয়া বরং ইউক্রেনের কাছে পরাজিত হচ্ছে। রাডাকিনের কথা অনেকের কাছেই হয়তো অবাস্তব মনে হতে পারে। তবে রাডাকিন তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, যুদ্ধে রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। তাদের সে লক্ষ্য পূরণ হয়নি। ভবিষ্যতেও তা পূরণের সম্ভাবনা নেই। অতএব এ কারণেই ইউক্রেন বিজয়ী হতে চলেছে।

অপর দিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বক্তব্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন এখনো আশা করছে যে পশ্চিমাদের দেওয়া অস্ত্র-গোলাবারুদ, সাঁজোয়া যান দিয়ে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ তারা শুরু করেছে, তা রাশিয়ার বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। পুতিন আরও বলেন, বাস্তব সত্য হলো, কাউন্টার অফেনসিভ কৌশল শুরুর পর থেকে গত তিন মাসে ইউক্রেনের প্রায় ৭১ হাজারের বেশি সেনাসদস্য ও কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন। পুতিন চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনের পরিণতি সম্পর্কে আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি সবকিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার পরই শান্তি আলোচনায় ফিরবেন। পশ্চিমা সামরিক বিশেষজ্ঞরাও ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছেন না। তাঁরা মনে করেন, ইউক্রেনের রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো সামর্থ্য নেই। বাস্তবতা হলো, ইউক্রেনীয়দের কাছে আকাশপথে যুদ্ধ করার মতো

ইউক্রেনের দখল করা অঞ্চলে রাশিয়ার দখলদারি জোরদার হচ্ছে। ছবি: এএফপি

শক্তি নেই। ইউক্রেন ন্যাটো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সাহায্যের ওপর নির্ভর করে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো ইউক্রেনকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য দিয়েছে। এত বিপুল সহায়তা দেওয়ার পরও রাশিয়া যে ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে, ইউক্রেন তার সামান্যই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, দিনে দিনে এ যুদ্ধে ইউক্রেনের বিশাল জনবল ও সম্পদ ক্ষয় হচ্ছে।

দিন যতই গড়াচ্ছ ইউক্রেনের দখল করা অঞ্চলের ওপর রাশিয়া তাদের দখলদারি যেন আরও জোরদার করছে। রাশিয়া ইতিমধ্যে দখলে নেওয়া চারটি ভূখণ্ডে শক্ত ও কার্যকর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। অপরদিকে ইউক্রেনের যে সামরিক শক্তি, তা দিয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে পুনরুদ্ধার করা খুব সহজ হবে না। সম্প্রতি রাশিয়ায় যে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে

গেল, এর মধ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বরের গণভোটের মাধ্যমে আত্তীকরণকৃত ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরঝিয়া ও খেরসনেও

নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনের ফলাফল পুতিন সরকারের জন্য যে আরও একটি বিজয়, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাশিয়া প্রমাণ করতে চাইছে যে এই দখল করা চারটি অঞ্চল চিরদিনের জন্য রাশিয়ার ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও এই চারটি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ রুশ বাহিনী এখনো নিজেদের দখলে নিতে পারেনি। পশ্চিমা সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ফলাফল রাশিয়ার কবজা থেকে ভূমি পুনরুদ্ধারে ইউক্রেন সরকার ও পশ্চিমা বিশ্ব যে লক্ষ্য স্থির করেছে, তা থেকে সরাতে পারবে না।

ইউক্রেন যুদ্ধ আরও দীর্ঘ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তারই অংশ হিসেবে ইউক্রেনে ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ অস্ত্র পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

১০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তার অংশ হিসেবে ইউক্রেনে অত্যাধুনিক এম-১ আব্রামস ট্যাংক পাঠিয়েছে। এই ট্যাংক ব্যবহারের জন্য ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ গোলা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পারমাণবিক অস্ত্র ও বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধকরণের প্রক্রিয়ার সময় উপজাত হিসেবে এই ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। এই ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ গোলাগুলো বেশ শক্তিশালী। বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত যে আধুনিক ট্যাংক আছে, সেগুলো সুরক্ষার জন্য বর্ম ব্যবহার করা হয়। এই গোলা সেই বর্ম ভেদ করতে সক্ষম। এই ইউরেনিয়াম অবশ্য পারমাণবিক বিক্রিয়া করতে পারে না। এগুলো প্রকৃতি থেকে পাওয়া ইউরেনিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয় নয়। তবে এই ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব বেশি। তাই ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম ট্যাংক, মর্টারের গোলা ও বন্দুকের অগ্রভাগে স্থাপন করে লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এগুলো লক্ষ্যবস্তুর সংস্পর্শে এসে আগুন ধরিয়ে দিতেও সক্ষম।

২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এই গোলা ব্যবহার করেছিল। ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামের অল্পবিস্তর যে তেজস্ক্রিয়া হয়, তার প্রভাবে মানুষের ত্বকে জ্বালাপোড়া ও কিডনির সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। মনে করা হচ্ছে, ইরাকের নাসিরিয়াহ শহরে শিশুদের জন্মগত ত্রুটির সঙ্গে এই অস্ত্র ব্যবহারের সংযোগ থাকতে পারে। মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র যত সহজে ইরাকে এই বিতর্কিত গোলাবারুদ ব্যবহার করে পার পেয়ে গেছে, ইউক্রেনে তা হয়তো সম্ভব হবে না। ইউক্রেনকে ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ গোলা সরবরাহের পদক্ষেপকে নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। জাতিসংঘও এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ইউক্রেনকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ব্যাপারে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্ককে। বর্তমানে ডেনমার্কের কাছে ৪৩টি এফ-১৬ রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩০টি ব্যবহারযোগ্য, অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের ২৪টি অপারেশনাল এফ-১৬ রয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ প্রথমে ৬টি এবং পরে আরও ১৩টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ইউক্রেনে পাঠাবে ডেনমার্ক; অর্থাৎ মোট ১৯টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করবে দেশটি।

পশ্চিমারা ইউক্রেনকে এই যুদ্ধবিমান দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃশ্যত কোনো পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এফ-১৬ সরবরাহের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের কোনো ফল নেই। এতে কেবল তাদের হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ছে। এভাবে সহায়তার মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে পশ্চিমারা। এফ-১৬ সরবরাহের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো উত্তেজনা বাড়ানোর রাস্তা বেছে নিয়েছে। রাশিয়া বলেছে, কোনো দেশ যদি ইউক্রেনকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দেয়, তাহলে তারা বিরাট ঝুঁকির মুখে পড়বে। তবে ইউক্রেনের আকাশে যদি এফ-১৬ জঙ্গিবিমান দেখা যায়, তাহলে সামরিক কায়দায় তা মোকাবিলা করবে রাশিয়া। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য আভাস দিয়েছে, ইউক্রেন যেসব যুদ্ধবিমান পাবে তা শুধু আত্মরক্ষামূলক কাজেই ব্যবহার করা যাবে এবং রাশিয়ার ভূখণ্ডের ভেতরে কোনো আক্রমণ চালানোর সক্ষমতা বা এ রকম কোনো সহায়তা—কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্র দেবে না।

লেখার প্রথমেই এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম। যুদ্ধের এ পর্যায়ে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করার সময়ও হয়নি। এই মুহূর্তে জয়-পরাজয়ের বিষয়টি থমকে গেলেও যুদ্ধ কিন্তু থেমে নেই। আগের তুলনায় যুদ্ধের তীব্রতা কম হলেও, প্রায় দেড় বছরে উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। যদিও এ যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়ার হিসাব-নিকাশ অন্য রকম ছিল। তারা মনে করেছিল, দিন যত গড়াবে, ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা মিত্রদের সমর্থন ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। একসময় হয়তো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আর সেই সুযোগে রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দখল করে নেবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে এর উল্টোটা। ইউক্রেনের প্রতিরোধ যুদ্ধে পশ্চিমারা বেশ ভালোভাবেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যদিও এ যুদ্ধে ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তেমন ধরনের সহযোগিতা করেনি। তবে ইউক্রেনের মাটি থেকে রাশিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন, ততটুকু সহযোগিতা তারা করে যাচ্ছে। পশ্চিমারা মনে করছে, এই যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে হতাহতের ঘটনা অনেক বেশি। তারা মনে করে, রাশিয়া এখন পর্যন্ত একটা দিশাহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মানে যুদ্ধ জয় করা নয়। এর আগে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এক দশক ধরে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েও সফলতার মুখ দেখেনি; বরং সেই যুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থার এমন চরম অবনতি হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমারা এবারও হয়তো সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে রাশিয়াকে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং রাশিয়া যেন একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

প্রযুক্তির অভিঘাতে বাঙালির সংস্কৃতি

অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে বদলে গেছে বিশ্ব। বদলে গেছে বাংলাদেশের সমাজচিত্র। চিরকালের বাংলা ও বাঙালির আমূল পরিবর্তনের প্রেরণা ও প্রেক্ষিত যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, তার বহু ধারায় বিস্তৃতি বা উপজাত আজ স্বীকৃত সত্য। বিজ্ঞানের এই অবাধ ও দরাজ বিকাশ, উত্তরণ ও ব্যাপ্তি প্রশংসনীয়। তবে তা সর্বত্রই অমিয় ও স্বপ্রশংস তা বলা যায় না। এটি ঋত যে, কোথাও সে দীপ্ত ও পূজিত। আবার কোথাও পীড়িত। অভিঘাতের অবিজ্ঞান সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অজস্র উপজাতের মধ্যে উল্লেখ্য হলো ইউটিউব, ইমো, ভাইবার, ফেসবুক ইত্যাদি। এগুলো বহুল ব্যবহৃত, প্রচারিত ও সমালোচিত উপজাত। মানুষ এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আনন্দে ও প্রয়োজনে। সানন্দে ব্যবহার করছে। এতে প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। বিজ্ঞানের সহযাত্রী হিসেবে মানুষ প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রমই অস্বাভাবিক। যারা এই অস্বাভাবিকতা করেন তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল, অনগ্রসর ও অন্ধকারের মানুষ বলা হয়।

এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞান সাধারণত কখনই সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মানুষের প্রতিপক্ষ নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানবকল্যাণেই প্রয়োগ হয়েছে। এমনকি আবিষ্কার হয়েছেও মানবহিতার্থে। তবে দু-চারটে ব্যতিক্রমও আছে। ব্যতিক্রম কখনো সাধারণ নমুনা নয় বলে তা বিচার্য নয়। সে কারণে মানুষ ও মানুষের মঙ্গলে-কল্যাণে-ব্যবহৃত বিজ্ঞানের আবিষ্কার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপজাত ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদিও কোনোভাবে নেতিবাচক আবিষ্কার নয়।

কিন্তু আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা মানবকল্যাণের আবিষ্কার ইউটিউব, ফেইসবুককে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। কারণ এর মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি নানানভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এই আবিষ্কারের জন্য নয় ব্যবহারকারীদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে আমাদের সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য, গৌরব ও সৌরভ হারাতে বসেছে। বিষয়টি আলোচনায় অকপট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাঙালি সংস্কৃতি সহস্র দুয়ের প্রাত্যহিক শীলনের ফলাফল। পাল শাসনামলে একটু স্থিত হয় সংস্কৃতি। তখন বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি রাজ্যজনপদের অধিবাসীরা নিজস্ব সংস্কৃতির পরম্পরায় নিজেদেরকে বাঙালি ভাবতে অভ্যস্ত

হয়। তাই দেখা যায় চর্যাপদের কবি ভুসুকা পব নিজেকে বাঙ্গালি বলে দাবি করেন। চর্যাপদে বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির যে রূপ আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তাই বাঙালি সংস্কৃতির প্রাথমিক রূপ। এই সংস্কতি গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কর্ণাটক সেনাদের দ্বারা পশ্চিম ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন ও মধ্যযুগের আরব-তুর্কি-পারস্য-আফগানদের আরব্য সংস্কৃতির আধিপত্য বাঙালি সংস্কৃতি আত্মীকরণ ও প্রতিরোধ করে এগিয়েছে। ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হয়েও তাদের সংস্কৃতির অনেক কিছু আপন অঙ্গে মাখিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানি শাসনামলে তাদের সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করে বাঙালি সংস্কৃতি আপন অস্তিত্বের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল ১৯৭১ সালে। সেই ঠিকানাকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি চলছে।

বলা বাহুল্য যে, সংস্কৃতি রূপান্তরধর্মী। সংস্কৃতির রূপান্তর হয় স্থান, কাল, পাত্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সে রূপান্তরকে অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু কখনোই সে সংস্কৃতি সমূলে উৎপাটিত হয় না বা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে না। আরেকটি কথা, সংস্কৃতি প্রধানত উত্তরাধিকারনন্ধ। পরম্পরায় তা সম্প্রসারিত হয়। সংস্কৃতি সকল সময় সমাজের অন্তর ও অন্তর বিরোধ মোকাবেলা করে এগোয়। সেই প্রত্ন বাংলায় যে বাঙালি সংস্কৃতির উন্মেষ হয়েছিল, সেই সংস্কৃতি যুগে যুগে দ্বান্দ্বিকতার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে এবং নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়ে টিকে থেকেছে। মাঝে মাঝে কখনো দ্বান্দ্বিকতার তীব্রতায়, বৈরিতার প্রাবল্যে ও বিরুদ্ধতার নিষ্ঠুরতায় বাঙালির সংস্কৃতি অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। বল্লাল সেন, বখতিয়ার খিলজি, মৈকলে, প্রমুখ বাঙালির সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতি আপন বৈভবে-ঐশ্বর্যে-শক্তিতে তা প্রতিরোধ করে অগ্রসর হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি যাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলা হচ্ছে তার ব্যবহারকারীদের নেতিবাচক কর্মফল বাঙালির সংস্কৃতিকে সংকটাপন্ন করে তুলছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আজ গ্রাসিত। সে গ্রাস জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। কতিপয় দৃষ্টান্তে বোঝা যাবে বিষয়টি।

আজ প্রায় সব বয়সীর হাতে যে স্মার্ট মোবাইল ফোন, তার মধ্যে অধিকাংশই ফেসবুক ব্যবহারকারী। এই ব্যবহারকারীরা এতই ফেসবুকে আসক্ত যে, তারা তাদের নিজকর্মে ভীষণ মনোযোগী। গৃহিণী গৃহে, শিক্ষার্থী শিক্ষায়, চাকুরিজীবী চাকুরিতে, ব্যবসায়ী ব্যবসায়, ডাক্তার ডাক্তারিতে, উকিল ওকালতিতে অমনোযোগী। অর্থাৎ পেশাজীবী, কর্মজীবী, বৃত্তিজীবী ও বেকার সকলে ফেসবুক, ইউটিউব, ইমো, ভাইবার তীব্রভাবে আসক্ত ও মনোযোগী। তারা তাদের আপন কর্মে উদাসীন। এই আসক্ত প্রকৃত কর্মবিমুখ মানুষরা এই উপজাত প্রযুক্তির মাধ্যমে যা দেখছে আর উপজাত বণিকরা যা প্রস্তুত করে যেসব দেখাচ্ছে তার একটি বড় অংশ বাঙালির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। নৈতিকতাহীন ও মূল্যবোধ বিচ্ছিন্ন সেসব দেখে-শুনে মানুষ যা ভাবছে ও করছে তা অনিবার্যভাবে বাঙালির সংস্কৃতিকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বাঙালির সংস্কৃতি সূচনালগ্ন থেকেই মূল্যবোধ শাসিত। যে মূল্যবোধ নীতি, জ্ঞান ও সুন্দরের দ্বারা লালিত। বংশ পরম্পরায় চর্চিত যে মূল্যবোধ মানবিকতা ও শ্রেয়বোধ দ্বারা প্রাণিত। ইউটিউব, ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্তৃক প্রদর্শিত বহু বিষয় যা ব্যবহারকারীরা দেখছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালির প্রচলিত মূল্যবোধগুলোকে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। পাশাপাশি সংস্কৃতিকে করছে বিপন্ন। বাংলাদেশে একটি প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে যারা বাঙালির চিরায়ত মূল্যবোধ বিচ্ছিন্ন। যারা শিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করে শ্লীলতাকে এড়িয়ে নতুন ভাব ও মানসে পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কতিপয় কুরুচিপূর্ণ বিষয় চিত্র দ্বারা প্রভাবিত এ প্রজন্ম বাঙালির সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হয়ে সংস্কৃতির সঙ্গে বৈরিতা করছে।

লাভ, লোভ, কাম ও মোহ এই চার তাড়না তাড়িত জনগোষ্ঠীর জন্মে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাম্প্রতিক সময়ে এদের বিস্তৃতির অন্যতম প্রধান কারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এ মাধ্যমে প্রদর্শিত বিষয়, চিত্র ও প্রলোভন মানুষকে লোভী করছে। মানুষ লাভ ছাড়া কিছু করতে চায় না। তারা কামান্ধ হয়ে ধর্ষক, লম্পট, ব্যভিচারী হচ্ছে। তারা মোহবিষ্ট হয়ে শ্রম-বিমুখ হয়ে পড়ছে। এই নতুন ধারার মানুষেরা হচ্ছে মধ্যবিত্ত। যারা বাঙালির সংস্কৃতির ধারকও বাহক ছিল। এই ধারক ও বাহক মধ্যবিত্ত এখন ইউটিউব, ফেসবুক আসক্ত। তারা প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তাদের আত্মকুন্ডায়ন প্রকৃত অর্থে বাঙালির সংস্কৃতির লালন ও পৃষ্ঠপোষকতাকে বিঘ্ন করে সংস্কৃতিকে মুমূর্ষ করে তুলেছে।

মহামতি কার্ল মার্কস বলেছেন, সামাজিক বাস্তবতা মানুষের চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। কথাটি সত্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করেছে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানবমানস বা চৈতন্য বাঙালির সংস্কৃতি বিকাশের অন্তরায়। তার বাঁধা ও বিঘ্নের বাঙালির সংস্কৃতি বিবর্ণ ও বিপন্ন।

এ কথা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপজাত প্রযুক্তি ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে অবদান রাখছে না। বরং তার অবদানকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে যেমন লুম্পেন পুঁজিপতি ও রাজনীতিক থাকে যারা লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সমাজ-সংস্কৃতি-মানুষকে ভুলে যায়। তারা পুঁজির ধর্মে মুনাফা লোভী হয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানব বিরুদ্ধ হয়। এই এরাই ইউটিউব, ফেসবুককে মানবকল্যাণ বিমুখ করে, মূল্যবোধ ধ্বংস করে বাঙালির সংস্কৃতিকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে তাদের ধিক। তবে প্রযুক্তিকে স্বাগত জানাই।

বাইডেনের সেলফিতে পরিস্থিতি বদলাবে না

তারেকুল ইসলাম

সম্প্রতি ভারতে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দেন। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে তার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎটা যেহেতু অনানুষ্ঠানিক তাই বাইডেন তার স্বভাবসুলভ আচরণ অনুযায়ী একটি সেলফি তোলেন। এই সেলফি গোটা আওয়ামী শিবিরে বয়ে আনে উল্লাস। এ সেলফি ঘিরে রীতিমতো প্রচারযুদ্ধ চলে। অথচ বিশ্বরাজনীতিতে এ ধরনের হাসিমুখের সেলফি কিংবা ফটোর বিশেষ কোনো প্রভাব নেই।

লিবিয়ার সাবেক স্বৈরশাসক গাদ্দাফির পতনের এক বছর আগেও ইতালিতে আয়োজিত জি-৮ সম্মেলনে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও মুয়াম্মার গাদ্দাফি সৌহার্দ্যপূর্ণ করমর্দনসহ একসঙ্গে ডিনার করেন। এ ছাড়া ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির সঙ্গেও গাদ্দাফির ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের বিষয়টি সবার জানা। এমনকি ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সারকোজিকে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য গাদ্দাফি পাঁচ মিলিয়ন ইউরো দেন বলে অভিযোগ ওঠে। ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পর সারকোজিকে সেই অভিযোগে বিচারের মুখোমুখিও হতে হয়। অথচ সেই সারকোজি প্রেসিডেন্ট থাকাবস্থায় ফ্রান্সকে দেখা গেল গাদ্দাফির উৎখাতে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর আগ্রাসনে অংশ নিতে।

সুতরাং, বিশ্বরাজনীতি বড়ই কঠিন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে যাদের ধারণা আছে, তারা জানেন বাইডেনের এক সেলফিতে আমেরিকার নীতি পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা ভাবার বিষয়।

যাই হোক, বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এখন আন্তর্জাতিক ইস্যু। গোটা পশ্চিমা বিশ্ব তাকিয়ে আছে বাংলাদেশে একটি মডেল নির্বাচন হবে এই আশায়। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে। চীন ও রাশিয়ার সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এই চাপ মোকাবিলা করতে পারছে না সরকার। বিশেষ করে বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে ভারতকে সরকারের পাশে আগের মতো প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে না। বরং জি-২০ সম্মেলনের আগে ভারতীয় দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ ভারতের সিকিউরিটি স্টাবলিশমেন্টের বরাতে জানিয়েছে, জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদানের সময় ভারত তাকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে দুটো বার্তা দিতে পারে: ১. বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবশ্যই অবাধ ও সুষ্ঠু হতে হবে; ২. আওয়ামী লীগকে তার দল থেকে চীনপন্থি ও ইসলামপন্থিদের প্রতি অনুরাগীদের বাদ দিতে হবে। পত্রিকাটি আরও বলেছে, বার্তা দুটি বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বিশদ ঐকমত্যের (a broad consensus) ইঙ্গিত দেয় (২১শে আগস্ট ২০২৩)। এমতাবস্থায় বাইডেনের এক সেলফিতে পরিস্থিতি বদলে যাবে- এমনটি মনে করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তা ছাড়া জি-২০ সম্মেলনের ঠিক আগেই রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ ঢাকায় এসে যুক্তরাষ্ট্রকে শাসিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সেই সুরে সুর মিলিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ল্যাভরভের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। সুতরাং, বাইডেনের সেলফি নিয়ে ডামাডোল বাজিয়ে হয়তো দলীয় নেতাকর্মীদের সাময়িকভাবে চাঙ্গা করা গেছে, কিন্তু মূল বাস্তবতা ও পরিস্থিতি আড়াল করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ারের পাশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের হাঁটু গেড়ে বসার ছবি বৃটেনে সুনাককে সমালোচনার মুখে ফেলেছে। বয়স্কজনের সামনে এ ধরনের বিনয়াবনত হওয়াটা প্রাচ্যের একটি স্বাভাবিক কালচার। কিন্তু অনুমতি ছাড়া কারও এ ধরনের আটপৌরে ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তোলা উচিত নয়। অথচ হীন রাজনৈতিক প্রচারণার স্বার্থে সেই ছবি তুলে ভাইরাল করে দেয়া হলো। লক্ষণীয়, সমালোচনার মূল লক্ষ্যবস্তু তুলে ধরে বৃটেনের জনপ্রিয় ট্যাবলয়েড পত্রিকা ডেইলি মেইল লিখেছে, 'Rishi Sunak faces backlash over image showing him kneeling in front of Bangladesh PM Sheikh Hasina whose government has been targeted by wave of violent protests calling for free and fair elections amid reports of human rights abuses.' (অর্থাৎ, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে ঋষি সুনাকের হাঁটু গেড়ে বসার ছবি নিন্দার মুখে পড়েছে। এমন একজনের সামনে তিনি হাঁটু গেড়ে বসেছেন, যার সরকারের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চলছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্ট হচ্ছে)। আওয়ামী লীগের মতো একটি পোড় খাওয়া ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলকে আজ সামান্য সেলফি বা ফটোকে খড়কুটো হিসেবে আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে। এটাও বিশ্বাস করতে হবে? তবে, সন্দেহ নেই, বৈধতার সংকটই আওয়ামী সরকারের এই রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের কারণ।

গণতান্ত্রিক বৈধতার সংকটের কারণে চীন, রাশিয়া ও ভারত ছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্ষমতাসীন দলের আর কোনো বন্ধু দেখা যাচ্ছে না। তবে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও শ্রীলঙ্কার রাজাপাকসে পরিবারের পতনের সময় চীন এগিয়ে আসেনি। ফলে চীনের ওপর ভরসা করা কঠিন। আর ইউক্রেনে যুদ্ধরত রাশিয়া এতটাই বেকায়দায় রয়েছে যে, লিপ সার্ভিস ছাড়া বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ দেশটির পক্ষ থেকে আশা করা

সরকারি নির্দেশনায় রাজনৈতিক মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিরোধী নেতাকর্মীদের আবারো জেলে ঢুকিয়ে তাদের মাঠশূন্য করার পাঁয়তারা দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া, মানবাধিকার সংগঠন অধিকার'র সম্পাদক আদিলুর রহমান শুভ্র ও পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানকে দুই বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এতে মার্কিন দূতাবাস উদ্বেগ জানিয়ে বলেছে, 'এই রায় মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালনের সদিচ্ছাকে আরও দুর্বল করে দিতে পারে।'

দুরূহ। অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব ঠেকানোর নীতিতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে এবার একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নীতিগতভাবে শক্ত অবস্থান নেয়ায় এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে অব্যাহত চাপের মধ্যে রাখায় ভারত বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হচ্ছে। মিডিয়ায় মাঝেমধ্যে বাইডেনকে বাংলাদেশ বিষয়ে মোদির বার্তা দেয়ার হাইপ তোলা হলেও বাস্তবে সেরকম কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি। এ ছাড়া ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার তৃতীয় বৃহত্তম উৎস বাংলাদেশ। ফলে আরেকটি বিতর্কিত নির্বাচনের জেরে বাংলাদেশের ওপর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক স্যাংশন আসলে ভারতও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

লক্ষণীয়, বাইডেন প্রশাসন তার নতুন পররাষ্ট্রনীতির আলোকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূকৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। দু'বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর কেলি কেইডার্লিং ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিককে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বাংলাদেশকে এখন নতুন চোখে দেখে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক কূটনীতির দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর উপ-সহকারী সচিব। ওই সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, 'The Biden administration has decided, bureaucratically inside the State Department, to separate India from five other South Asian countries to deepen US relationships with them, and there will be devoted officials for that purpose.' (21 November 2021, the Daily Star). (অর্থাৎ, বাইডেন প্রশাসন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভেতরে আমলাতান্ত্রিকভাবে অন্য পাঁচটি দক্ষিণ এশীয় দেশকে ভারত থেকে আলাদা করার এবং ওই দেশগুলোর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আরও গভীর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে নিবেদিত কর্মকর্তারা সক্রিয় থাকবে)।

সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তিত নীতি ও কৌশলের কারণেই ভারতের পক্ষে সম্ভব নয় আগের মতো বাংলাদেশের ব্যাপারে যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নেয়ার। খোদ দেশটির মোদি সরকারও নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক নির্যাতন, বিরোধী রাজনীতিক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস ইত্যাদি নানা ইস্যুতে মোদি সরকার ঘরে-বাইরে চাপে রয়েছে। ফলে মোদি কোন মুখে বাইডেনের কাছে বাংলাদেশের কর্তৃত্ববাদী শাসনের পক্ষে ওকালতি করবেন! তা ছাড়া সদ্যসমাপ্ত জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে ভারত সফর শেষে বাইডেন ভিয়েতনামে পৌঁছেই সংবাদ সম্মেলনে ভারতের গণমাধ্যম, মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতা ইস্যুতে মোদির সমালোচনা করেন। ওয়াশিংটন থেকে অভিযোগ করা হয়, মোদি-বাইডেন দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর বাইডেনকে ভারতে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতের মাটিতে বসে বাইডেন এসব সমালোচনা করলে বিরোধী রাজনীতিকরা আরও উজ্জীবিত হতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই বাইডেনকে একক সংবাদ সম্মেলন করার সুযোগ দেয়নি মোদি সরকার।

যাই হোক, ভারতের বৃহৎ সংবাদ সংস্থা পিটিআই 'লাইফ সাপোর্টে বাংলাদেশের গণতন্ত্র' শীর্ষক তাদের এক প্রতিবেদনে লিখেছে, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখন অনেকটাই রাশিয়ার মতো; একদল অলিগার্ক প্রচুর আর্থিক সুবিধা ভোগ করছে এবং বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনই সম্ভবত বাংলাদেশের কর্তৃত্ববাদী অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারবে এবং বৃহত্তর জবাবদিহিতার পথ সুগম করবে' (১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৩, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া)। কিন্তু আমাদের ক্ষমতাসীন দল একটি প্রকৃত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে। তারা ক্ষমতায় থাকতে এতটাই মরিয়া যে- যুক্তরাষ্ট্র, ইইউসহ আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়টি এখন আর শুধু দেশীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে এখন বৃহদাকারে মার্কিন ফরেন পলিসি ও মিয়ানমারকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ার নয়া ভূরাজনীতি জড়িয়ে পড়েছে।

কয়েকদিন আগে ঢাকা-লন্ডন ৫ম কৌশলগত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সংলাপে বৃটেনের পক্ষে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট অফিসের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি স্যার ফিলিপ বার্টন। সংলাপে বৃটেনের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচনের তাগিদ দিয়েছে এবং প্রয়োজনে বৃটেন এক্ষেত্রে সহায়তা দিতেও প্রস্তুত আছে বলে জানায়। এ ছাড়া, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার স্বার্থে এবং এদেশে তাদের বিনিয়োগের গ্যারান্টিস্বরূপ তারা একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চায়। অন্যথায়, বিদ্যমান বিনিয়োগ হ্রাসকরণসহ দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেছে। সংলাপ শেষে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমরা তাদের বলেছি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে আমরা সক্ষম।' গত বুধবার সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, 'আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' সঙ্গত কারণে প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই স্বাধীন ও সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে ইসি'র কেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির দরকার পড়লো?

সংবাদমাধ্যমে জানা যায়, সরকারি নির্দেশনায় রাজনৈতিক মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিরোধী নেতাকর্মীদের আবারো জেলে ঢুকিয়ে তাদের মাঠশূন্য করার পাঁয়তারা দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া, মানবাধিকার সংগঠন অধিকার'র সম্পাদক আদিলুর রহমান শুভ্র ও পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানকে দুই বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এতে মার্কিন দূতাবাস উদ্বেগ জানিয়ে বলেছে, 'এই রায় মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালনের সদিচ্ছাকে আরও দুর্বল করে দিতে পারে।' মানবাধিকারকর্মী ও বিরোধীদের কোণঠাসা করে জাতীয় নির্বাচন কখনো সুষ্ঠু ও অবাধ হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। গত বুধবার ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এক সম্মিলিত প্রস্তাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

সব ক্ষেত্রে যদি এমন অ্যাকশন হতো

মহিউদ্দিন খান মোহন

দেশজুড়ে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পুলিশের এডিসি হারুন অর রশিদ। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের দুজন নেতাকে বেদম পিটিয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন। ঘটনার কথা বোধকরি এখন আর জানতে কারও বাকি নেই। গণমাধ্যমগুলোতে সে কথা বিস্তারিতই এসেছে।

ঘটনার সূত্রপাত ইবরাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে। ৯ সেপ্টেম্বর রাতে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি নিজেও এডিসি, গিয়েছিলেন সেখানে চিকিৎসার্থে। হাসপাতালের চারতলায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডিএমপির রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) হারুন অর রশিদ। এ সময় ওই নারী পুলিশ কর্মকর্তার স্বামী রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব সেখানে এলে এডিসি হারুনের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এ সময় রাষ্ট্রপতির এপিএস ফোন করে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকে সেখানে ডাকেন। তাঁরা আসার পরে এডিসি হারুন শাহবাগ থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ছাত্রলীগের দুই নেতা ও রাষ্ট্রপতির এপিএসকে থানায় নিয়ে যায়।

অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ হাসপাতাল থেকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন নাঈম এবং বিজ্ঞানবিষয়ক সম্পাদক ও শহীদুল্লাহ হলের সাধারণ সম্পাদক শরীফ আহম্মেদ মুনীমকে ধরে মারতে মারতে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় এবং সেখানে বেধড়ক মারধর করে তাঁদের গুরুতর আহত করা হয়। এডিসি হারুনসহ অন্তত ১০ জন পুলিশ সদস্য এতে অংশ নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের এক নেতা গিয়ে তাঁদের দুজনকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা। শাহবাগ থানায় এডিসি হারুন এবং তাঁর সহকর্মীরা ছাত্রলীগের নেতাদের এতটাই নির্মম প্রহার করেন, একজনের কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায়।

এ ঘটনার কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে তোলপাড় শুরু হয় সরকারের ওপরমহলে। ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠনের পাশাপাশি এক দিনের মধ্যে দুইবার বদলি করা হয় এডিসি হারুনকে। পরে তাঁকে করা হয় বরখাস্ত। এক দিন পরেই তাঁকে আবার রংপুর রেঞ্জের ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনা থেকে দুটি বিষয় প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এক. নৈতিক অবক্ষয়ের ব্যাধি পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপকভাবেই সংক্রমিত হয়েছে। দুই. বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের পিটিয়ে পুলিশের পাকানো হাত এখন খোদ শাসক দলের কর্মীদেরও রেহাই দিচ্ছে না। এ যেন সেই ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব।

নানা ঘটনায় এটা প্রমাণিত যে পুলিশ প্রশাসনের ভেতর কতিপয় সদস্যের মধ্যে অনৈতিকতা ভয়ংকরভাবে বাসা বেঁধেছে। এডিসি হারুন এবং নারী পুলিশ কর্মকর্তা সানজিদা আফরিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা একরকম ওপেন সিক্রেট ছিল বলে উল্লেখ করেছে একাধিক দৈনিক। ১৩ সেপ্টেম্বর আজকের পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সানজিদা আফরিন এডিসি হারুনের পক্ষ নিয়ে ঘটনার জন্য তাঁর স্বামীকে দায়ী করেছেন। একই দিনের বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এডিসি হারুনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কারণে দীর্ঘদিন ধরে কলহ চলছিল সানজিদা ও তাঁর স্বামী আজিজুল হকের মধ্যে। সমস্যা সমাধানের জন্য পারিবারিকভাবে কয়েক দফা চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। ঘটনার দিন হারুন-সানজিদার অবস্থান জানতে পেরে আজিজুল হক উল্লিখিত ছাত্রনেতাদের সেখানে ডেকে নেন এবং এডিসি হারুনের ওপর চড়াও হন।

এডিসি হারুন অর রশিদ

শুনতে কটু লাগলেও এটা বলা বোধকরি অতিশয়োক্তি হবে না, বিরোধী নেতা-কর্মীদের পিটিয়ে হাত মকশো করে পুলিশের কেউ কেউ এখন বেপরোয়া। তাঁরা দেখেছেন, ক্ষমতার এ ধরনের অপব্যবহারে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্রয় এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বাহবা মেলে।

উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে আমরা সামাজিক মাধ্যমে একজন বিতর্কিত চিত্রনায়িকার জন্মদিনে এক পুলিশ কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠভাবে কেক খাওয়ার ভিডিও ফুটেজ দেখেছি। অবশ্য ওই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। কোনো শাস্তি হয়েছে কি না, কেউ জানে না। আলোচ্য ঘটনায় এডিসি হারুনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এডিসি সানজিদা এখন পর্যন্ত অধরা। অনেকেই মনে করেন, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য এডিসি সানজিদার বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এদিকে আজকের পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রশাসন ক্যাডারের চাপে শুধু এডিসি হারুনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব আজিজুল হকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁরা দাবি করছেন, এডিসি হারুনের পাশাপাশি আজিজুল এবং ছাত্রলীগের নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রপতির এপিএস যদি এডিসি হারুনকে প্রহার এবং ছাত্রলীগ নেতাদের উসকে দিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই অন্যায় করেছেন। তবে, এটা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, কখন কোন পরিস্থিতিতে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন।

সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, ছাত্রলীগ না হয়ে যদি অন্য কোনো ছাত্রসংগঠনের নেতাদের পুলিশ এমন বর্বরোচিতভাবে পেটাত, তাহলে সেই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এমন ত্বরিত অ্যাকশন নেওয়া হতো কি না। কেননা, অতীতে পুলিশের অনেক সদস্যের এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমরা দেখেছি। এমনকি জাতীয় সংসদের একজন সম্মানিত হুইপকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলেও সেই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি; বরং ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে আজ তিনি উচ্চাসনে রয়েছেন।

খবরে বলা হয়েছে, এডিসি হারুন এর আগেও বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দলের সমাবেশ-মিছিলে হামলা চালানো থেকে শুরু করে নানা ধরনের অঘটন ঘটিয়েছেন। পিটিয়ে জখম করেছেন মানুষকে। তাঁর বাড়াবাড়ির কারণে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওই সব ঘটনা ঘটানোর দায়ে এডিসি হারুনকে কখনো জবাবদিহি করতে হয়নি। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা তা দেখেও না দেখার ভান করেছেন। উপরন্তু পুলিশের পক্ষে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যেন মিছিল-সমাবেশে হামলা এবং লাঠিপেটা করা পুলিশের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু আজ যখন হাত পড়েছে নিজেদের গায়ে, তখনই তাদের অবস্থান বদলেছে।

শুনতে কটু লাগলেও এটা বলা বোধকরি অতিশয়োক্তি হবে না, বিরোধী নেতা-কর্মীদের পিটিয়ে হাত মকশো করে পুলিশের কেউ কেউ এখন বেপরোয়া। তাঁরা দেখেছেন, ক্ষমতার এ ধরনের অপব্যবহারে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্রয় এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বাহবা মেলে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পেটালে যদি পুলিশকে জবাবদিহি করতে হতো, তাহলে আজ ছাত্রলীগের নেতারা একই ঘটনার শিকার হতেন না।

পাদটীকা: ঘটনা নিয়ে মহল্লার চায়ের দোকানের আড্ডায় একজন মন্তব্য করলেন— ছাত্রলীগ নেতাদের পেটানোয় এডিসির বিরুদ্ধে যে রকম ত্বরিতগতির অ্যাকশন হয়েছে, সব ক্ষেত্রে যদি এমন হতো, তাহলে দেশের চিত্রটাই বদলে যেত।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে শেখ রেহানার জন্মদিন পালন

শেখ শফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ রেহানার ৬৯তম জন্মদিন পালন করেছে ব্রঙ্কসবাসীর পক্ষ থেকে বঙ্কসবাসী আওয়ামী পরিবার। ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস স্ট্রালিং বাংলাবাজারের এশিয়ান ড্রাইভিংয়ের সামনে অংকিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ রেহানার ৬৯তম জন্মদিন পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা ও অভিনন্দন জানানো।অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তোফায়েল আহমদ চৌধুরী,লেইছ চৌধুরী,আব্দুল মুহিত,শেখ শফিকুর রহমান ও জামাল আহমদ।

জন্মদিনের আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান লেইছ চৌধুরী,কুমিল্লা মেঘনা সমিতির মোহাম্মদ আবু দাউদ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল আহমদ, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যাংকার মন্‌জু চাকদার, উপদেষ্টা মাসুক আহমদ তালুকদার, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ভিপি গোলাম রব্বানি বেলাল,তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক রেজাউল হকরুহেল, সদস্য আবুল কাসেম, মোঃ রাসেল প্রমূখ।

অক্টোবরে আন্দোলন আরও উত্তাল হবে: জোনায়েদ সাকি

ঢাকা অফিস

এক দফা দাবিতে সমাবেশ ও পদযাত্রার আয়োজন করে গণতন্ত্র মঞ্চ। ছবি: আজকের পত্রিকাগণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেছেন, সরকার ভয় পেয়ে ইতিমধ্যে ক্ষমতা ছেড়ে পালানোর সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছে। অক্টোবরে আন্দোলন আরও উত্তাল হবে। সরকার যদি তফসিল ঘোষণার চেষ্টা করে তাহলে জনগণ আপনাদের গলায় গামছা বেঁধে ক্ষমতা থেকে নামাবে।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে বিরোধী দলগুলোর চলমান যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত সমাবেশ ও পদযাত্রা কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন সাকি।

জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘এই সরকারকে আরেকটু ধাক্কা দিলেই তারা পড়ে যাবে। রাজপথে নামুন, এই সরকারকে আমাদের সমুচিত জবাব দিতে হবে।’

সরকারের পতনও হয়নি, শেখ হাসিনাকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়নি

কৃষিমন্ত্রীর মন্তব্য

ঢাকা অফিস

বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি করলেও সংবিধানের বাইরে নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, ‘বিএনপি দীর্ঘদিন যাবৎ দাবি আদায়ে পদযাত্রা, বিক্ষোভ, সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করেই যাচ্ছে। কিন্তু কোনোটাতেই সফল হয়নি। সরকারের পতনও হয়নি, শেখ হাসিনাকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়নি।’

মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২৩-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগে ইনস্টিটিউটের সেন্ট্রাল স্ট্রেস রিসার্চ কমপ্লেক্সের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা কানাডার সিনেটের সালমার

ঢাকা ডেস্ক

সালমা আতাউল্লাজান

টরন্টোর স্থানীয় সময় ১৫ সেপ্টম্বর শুক্রবার বিকেলে এক বৈঠকে মিলিত হোন সিনেটর কানাডা সফররত তথ্য ও কানাডার পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের মানবাধিকার কমিটির চেয়ার সালমা আতাউল্লাজান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সিনেটর কানাডা সফররত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদের কাছে।

বৈঠকে সিনেটর তাঁর বাংলাদেশ সফরগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ দমন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জনে যে সাফল্য দেখিয়েছে তা অনন্য।

প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দানের জন্যও তিনি শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন এবং শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

বৈঠকে তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সিনেটর আতাউল্লাজান মন্ত্রীকে জানান, আগামী বছরের প্রথম ভাগেই তাঁর বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা রয়েছে।

কানাডা পার্লামেন্টের ইমিগ্রেশন ও নাগরিকত্ববিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারপারসন সালমা জাহিদের সঙ্গে পৃথক এক বৈঠক করেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। বৈঠকে মন্ত্রী বাংলাদেশিদের জন্য কানাডার ভিসা অফিস ঢাকায় স্থানান্তর ও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কানাডার স্টুডেন্ট ডিরেক্ট স্ট্রিমে (এসডিএস) প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দানের জন্যও তিনি শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন এবং শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল

বিমান পরিচালনা করতে চায় ১২ বিদেশি এয়ারলাইন্স

ঢাকা ডেস্ক

আগামী ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছে সিভিল এভিয়েশন। বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে ফ্লাইট পরিচালনা করতে চায় ১২টি বিদেশি এয়ারলাইন্স। ইতিমধ্যে সিভিল এভিয়েশনসহ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়ে লিখিত আবেদন করেছে এসব এয়ারলাইন্স। চলতি বছরের শেষের দিকে দেশের বৃহত্তর টার্মিনাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলেও আগামী বছর পুরোদমে কার্যক্রম শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিভিল এভিয়েশন সূত্র জানায়, ৪টি বাংলাদেশি সংস্থা এবং বিদেশি ২৮টি সংস্থাসহ মোট ৩২টি বিমান পরিচালনাকারী সংস্থা নতুন টার্মিনাল থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবে।

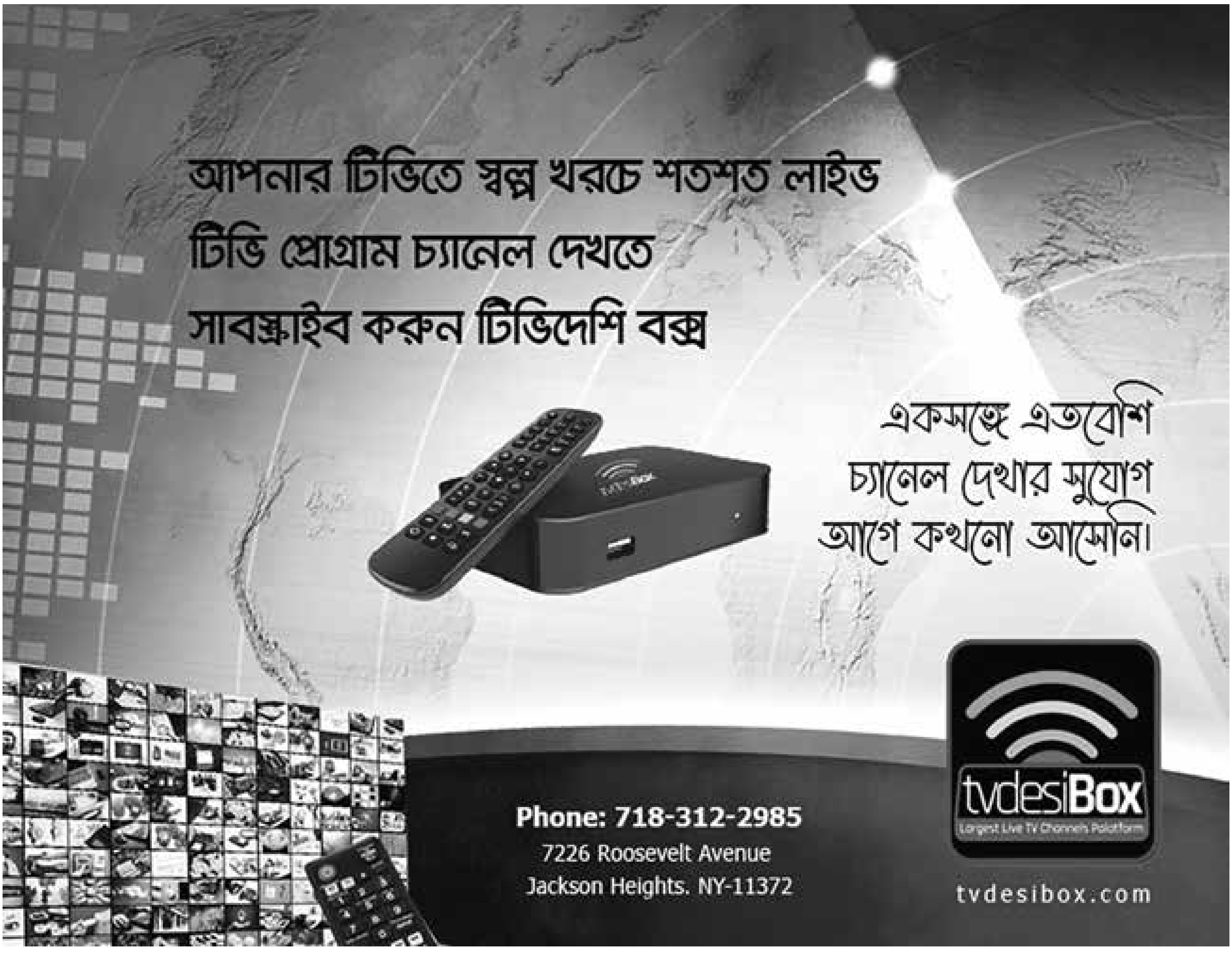

ওমরাহ পালনে নারীদের পোশাক বিধি ঘোষণা সৌদি সরকারের

ঢাকা ডেস্ক

সৌদি আরবে চলমান ওমরাহর মৌসুমকে কেন্দ্র করে সৌদি সরকার ওমরাহ পালনে নারীদের পোশাক সম্পর্কিত নিয়ম ঘোষণা করেছে। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় টুইট করে বলেছে, নারী ওমরাহ পালনকারীরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিজের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরতে পারবেন। পোশাকটি অবশ্যই ঢিলেঢালা হতে হবে, কোনো ধরনের অলংকার থাকা যাবে না এবং নারীর দেহ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখতে হবে।

দুই মাস আগে শুরু হওয়া এ বছরের মৌসুমে প্রায় ১ কোটি মুসলিম ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় ভ্রমণ করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব। করোনা মহামারির কারণে তিন বছর হজ পালনে বিধিনিষেধ থাকার পর এ বছর প্রায় ১৮ লাখ মুসলিম হজে অংশ নেন।

এবার ওমরাহ যাত্রীদের ভিসা সহজ করেছে সৌদি আরব। ব্যক্তিগত, ভিজিট এবং টুরিস্ট ভিসায় ওমরাহ পালনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভিসার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে অনলাইনেই। এ ছাড়া ওমরাহ ভিসার মেয়াদ ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। জল, স্থল ও আকাশপথে আসার ওমরাহ যাত্রীরা এখন আরও বেশি দিন সৌদি আরবে অবস্থান করতে পারবেন।

সৌদি কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, গালফ কো–অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) সদস্য দেশগুলোতে অবস্থানরত যে কোনো পেশার বিদেশি নাগরিকেরা টুরিস্ট ভিসায় সৌদি আরবে যেতে পারবেন এবং এ সময় ওমরাহ পালনে বাধা নেই।

এ ছাড়া সৌদি আরবের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, মাহরাম (রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়) পুরুষকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়াও নারী ওমরাহ করতে পারবেন।

এবার রংপুরে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা অফিস

নোবেল বিজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনূসসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে রংপুর শ্রম ট্রাইব্যুনাল আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই মামলা করেন গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশনের অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ খামার ব্যবস্থাপক ফারুকুল ইসলাম। আদালতের বিচারক এ কে এম ফজলুল হক মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শুনানির তারিখ ধার্য করেছেন। মামলার অভিযোগে জানা গেছে, ড. মোহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মঞ্জুরি, গ্র্যাচুইটি, অর্জিত ছুটির অর্থ বাবদ বাদীর পাওনা রয়েছে ৯ লাখ ৭৫ হাজার ১২৫ টাকা। ক্ষতি পূরণের দাবিতে এই মামলা করা হয়।

বাদীপক্ষের আইনজীবী শামিম আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলার ১ নম্বর বিবাদী ড. ইউনূস বাদী ফারুকুল ইসলামকে ৯ লাখ ৭৫ হাজার ১২৫ টাকা পরিশোধ না করে বিভিন্ন সময় চাপ প্রয়োগে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন।

‘এই সরকার না থাকলে এসপিদের চাকরি থাকবে না’

ঢাকা অফিস

ইফতেখার আলম

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় না থাকলে পুলিশ সুপারদের (এসপি) চাকরি থাকবে না। জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) অন্য কোনো জায়গায় বদলি করে দেয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সহপ্রচার সম্পাদক ইফতেখার আলম ওরফে খোকন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের একটি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ইফতেখার ওই মন্তব্য করেন। তার সাক্ষাৎকারের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওই সাক্ষাৎকারে কাউন্সিলর ইফতেখার আলম বলেন, দলের এসপি জানে, এই সরকার না থাকলে আমার চাকরি থাকত না। ডিসি মনে মনে জানে, এ সরকার না থাকলে আমারে ট্রান্সফার (বদলি) করে দিব।

১১ই সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেন। ওই বাজেট ঘোষণার অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার তার কথা শোনেন না। তারা দুই সংসদ সদস্যের কথা শোনেন। কাউন্সিলর ইফতেখার আলম এই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আজকে সারা নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগকে বকতাছে। শেখ হাসিনাকে নিয়ে উচ্চবাচ্য, নারায়ণগঞ্জের বিএনপি কথা বলতাছে। মেয়র কন, বড় বড় নেতা কন, এত বড় বড় পোস্ট লইয়া বইয়্যা রইসে, বলতাছে, এসপি হুনে (শোনে) না আমার কথা, ডিসি হুনে না। হুনব কিয়ের লাইগ্যা।

আপনাকে পাস করাইলে কী লাভ হয় দেশের? দলের কী লাভ হয়? আজ দলের এসপি জানে, এই সরকার না থাকলে আমার চাকরি থাকত না। ডিসি মনে মনে জানে, এই সরকার না থাকলে আমারে ট্রান্সফার (বদলি) করে দিব, কোন জায়গায় কোন শাস্তি দিব। আপনার (সেলিনা হায়াৎ আইভী) ভেতরে তো ভয় নেই, এই সরকার না থাকলে আপনার কিছু হইব?

তিনি মহানগর কৃষক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক পদেও আছেন। নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। আরেক প্রশ্নের জবাবে ইফতেখার আলম বলেন, অন্য আওয়ামী লীগের নেতারা বাংলাদেশে থাকতে পারলে শামীম ওসমান থাকতে পারব না কেন? দেশ ছাইড়া পালায় আত্মগোপন করে কারা? যাদের সঙ্গে কারও কোনো লিয়াজোঁ নেই। যাদের সঙ্গে যাদের সর্ম্পক নেই, কট্টর। আমি আওয়ামী লীগের কট্টর, এটার ভেতরে কোনো আপস নেই। যদি অন্যান্য আওয়ামী লীগের নেতারা বাংলাদেশে থাকতে পারে, শামীম ওসমান থাকতে পারব না কেন?

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

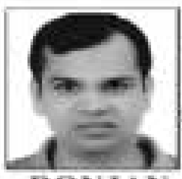
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটা টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মেকআপ ইন নিউইয়র্ক-এর অপেন ডোর ২০ সেপ্টেম্বর

কুলসুম আক্তার সুমী

বিশ্বব্যাপী রূপচর্চা বিষয়ক পণ্য ও সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে রূপচর্চা বিষয়ক শো 'মেকআপ ইন নিউইয়র্ক ২০২৩'- ২০ও ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের জেভিস সেন্টারে। এতে ১৫ টি দেশের ১৪৩ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে যার মধ্যে ৩০ শতাংশ নতুন অংশগ্রহণকারী রয়েছে। দেশগুলো হল কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, হংকং, ইতালি, জাপান, লুক্সেমবার্গ, পেরু, পোল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, থ্যাইল্যান্ড ও স্বাগতিক আমেরিকা।

উদ্যোক্তাদের মতে শো'তে অংশগ্রহণের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন করেছে। যার মধ্যে প্রখ্যাত ত্বক ও রূপচর্চা বিষয়ক ব্রান্ড যেমন, শিসেইডো, টার্টে বিউটি কেয়ার প্রোডাক্টস, ভিক্টোরিয়ার মিস্টিরিয়াস এক্সিলেন্স, ম্যাকিনটোশ বিউটি কেয়ারপ্রোডাক্টস, এস্টি লাউডার, সিসিলি প্যারিস, ইউনিলিভার, হাউস ল্যাবস, গ্লসিয়ার, ক্লিনিক, বাথ এন্ড বডি ওয়ার্কস, বেনিফিট কসমেটিকস, এ্যানেস্থেসিয়া বেভারলি হিলস, শ্যানেল, লরিয়েল, কেন্ডো ব্রান্ডস, এবাউট ফেস, ইলিয়া বিউটি, ভিক্টোরিয়া ব্যাকহাম বিউটি, রেয়ার বিউটি, জেফরি স্টার কসমেটিকস, ডল-১০ বিউটি, টাবি টড বাথ কোং ইত্যাদি।

এই শো'তে রূপচর্চা বিষয়ক প্রদর্শনী ছাড়াও আরো অনেক আকর্ষণীয় ইভেন্ট থাকবে। মেকআপ ইন নিউইয়র্ক ২০২৩ এ ইউলিনা আইওসা'কে শো এ্যামবাসেডর হিসেবে স্বাগত জানানো হবে। প্রফেশনাল স্কিন কেয়ার প্রতিষ্ঠান 'ক্লিনিক্যালস্কিন' এর যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা আইওসা একজন প্রকৃত সৌন্দর্য সমঝদার ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক ত্বক পরিচর্যা ও মেডিক্যাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ। তিনি একজন প্রখ্যাত ব্রান্ড আর্কিটেক্ট যিনি লরিয়েল, পিয়েরে পেবরি ডেমো কসমেটিকস, টপিক্স ফার্মাসিউটিক্যালস এর মত নামকরা সব কোম্পানীতে কাজ করেছেন। তাঁর রয়েছে অসংখ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা এবং এ সংক্রান্ত প্রচুর প্রকাশনা।

দুই দিনের এই শো'তে আইওসা 'ভোক্তা বাজার ও আধুনিক সৌন্দর্য প্রক্রিয়ার মূলে বিজ্ঞান ও দক্ষতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া উঠতি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিদের মেন্টর হিসেবে পরামর্শ দিবেন। আইটি কম্পিটিশনের একজন প্যানেল সদস্য হিসেবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবেন।

সম্মেলন-শো'তে অনুষ্ঠিত হবে সৌন্দর্য বিষয়ক সম্মেলন, যাতে রূপচর্চা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী, আমেরিকান প্রসাধনী বাজারের উপর এমওসিআর'র প্রভাব, বস্তু বাজার, উপকরণ নির্ভর সৌন্দর্য, ভোক্তার সন্তুষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হবে।

কর্মশালা-সম্মেলনের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের হাতে কলমে শেখানোর জন্য বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা হবে; যেমন এ্যান্টি এজিং স্কিন কেয়ার, মার্কেট ট্রেন্ড ইত্যাদি।

ট্রেন্ডস অন স্টেজ-প্রথমবারের মত সাতটি টপ ট্রেন্ড ও বিউটি এক্সপার্ট স্টেজে তাদের ভিশন ও বিউটি ট্রেন্ড প্রদর্শন করবে। বিউটি টক-'মেকআপ ইন নিউইয়র্ক ২০২৩' এ আরো থাকবে বিউটি টক নামক আকর্ষনীয় একটি সেগমেন্ট।

কুমিল্লায় খালেদা জিয়ার ৩ মামলার শুনানি

ঢাকা অফিস

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বাসে আগুন দিয়ে আটজনকে হত্যা এবং কাভার্ডভ্যান পোড়ানোর ঘটনায় পৃথক তিনটি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শুনানি হয়েছে। আজ বুধবার সকালে কুমিল্লা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এই তিন মামলার শুনানি হয়।

জেলা ও দায়রা জজ মো. হেলাল উদ্দিনের আদালতে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষের আইনজীবীরা তাঁর উপস্থিতির জন্য সময় আবেদন করেন। বিজ্ঞ বিচারক সময় আবেদন মঞ্জুর করলেও শুনানির পরবর্তী তারিখ তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি।

শুনানিতে মামলার অন্যতম আসামি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা শওকত মাহমুদ হাজির ছিলেন।

কুমিল্লার আদালতে উপস্থিত বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সাংবাদিকদের বলেন, 'এ জুলুমবাজ সরকার বিরোধী শক্তিকে দমন করতে বেগম খালেদা জিয়াসহ অনেক সিনিয়র নেতাদের নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দিয়েছেন। ঘটনার সময় বেগম জিয়াকে তাঁর বাড়িতে বালুর ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, এ ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা আগে আমাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমাদের এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে নিয়মিত এ মামলার হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি।'

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের মিয়াবাজারের জগমোহনপুরে আইকন পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

জাতিসংঘের ৭৮ তম সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে ব্রঙ্কসে শোভাযাত্রা

প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ব্রঙ্কসে আনন্দ সমাবেশ

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ৭৮ তম সম্মেলনে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর আগমন উপলক্ষে আনন্দ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে স্টালিন বাংলাবাজারের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে আয়োজিত আনন্দ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী। যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হোসেনের পরিচালনায় অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য সাবেক চেয়ারম্যান লেইছ চৌধুরী, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত ,যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারন সম্পাদক সিরাজউদ্দীন আহমদ সোহাগ।

বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সেলিম রেজা, যুবলীগ নেতা সাদিকুর রহমান, জামাল আহমদ, নুরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, নুরুল আম্বিয়া প্রমূখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দরা বিএনপির প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারন করে বলেন যদি

জাতিসংঘের সামনে তারা কোন অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করে তবে আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশগ্রহন করেন। সমাবেশ থেকে বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

আদম তমিজী হককে আ.লীগ থেকে বহিষ্কার

ঢাকা ডেস্ক

আদম তমিজী হক

১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, আদম তমিজী হক নিজের বাংলাদেশি পাসপোর্ট পুড়িয়ে ফেলছেন। সেই ভিডিওতে আদম তমিজী হক বলেন, 'আওয়ামী লীগের একজন নেতা ছিলাম আমি। আওয়ামী লীগ আমার ১ হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। আমাকে দেশছাড়া করেছে। আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল খাটানোর চেষ্টা করছে। যে কারণে আমি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বর্জন করলাম। এ দেশের নাগরিকত্ব আর চাই না। কারণ, এ দেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।' এছাড়া ফেসবুক লাইভে তিনি সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর মালিকানাধীন হক গ্রুপের টঙ্গীর কারখানা দখলের অভিযোগ তোলেন।

এই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। অনেকে বিব্রত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপরই মহানগর আওয়ামী লীগ তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার। তিনি জানান , দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে আদম তমিজী হককে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কাছে সুপারিশ পাঠানো হচ্ছে। ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বিভিন্ন এলাকায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার টানিয়েছিলেন ব্যবসায়ী আদম তমিজী হক । এ ছাড়া তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার আগ্রহ জানিয়েও পোস্টার টানিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার: জি এম কাদের

ঢাকা অফিস

জি এম কাদের

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে—এমন মন্তব্য করে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, 'সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সরকারি দলের পক্ষে কথা বলছে। তারা সরকারি দলের সভা-সমাবেশে যোগ দিচ্ছে। সরকারকে ভোটের ব্যাপারে সাহায্য করছে।'

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে জাপার চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে জাতীয় পেশাজীবী সমাজের এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জি এম কাদের বলেন, 'সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি দলের নেতা-কর্মী এবং মন্ত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সরকার ও সরকারি দল এক হয়ে রাষ্ট্রকে দখল করার মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে।'

ব্রুকলীনে সিএমবিবিএ আয়োজিত পথমেলা

উত্তর আমেরিকার অফিস

বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ব্রুকলীনে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলায় বলেছেন, এই মেলা কেবল ব্যবসা কিংবা সঙ্গীত বাদ্যের নয়। এই মেলা ভালোবাসার। আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি, এটিই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। এ মেলা আমাদের শেখায় আমাদের দেশপ্রেম দুটি ধারায় চলমান, একটি বাংলাদেশ আরেকটি আমেরিকা।

তিনি ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ব্রুকলীনে ওই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। মেলার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন আহ্বায়ক মামুন উর রশীদ ও আশরাফুল হাসান বুলবুল। চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুর রব চৌধুরীর সভাপাতিত্বে মেলায় সম্মাণিত অতিথি ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস। তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের পুলিশ বিভাগে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে এই নগরীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ এক পরিবেশ রচনার পেছনে রয়েছে তাদের ভূমিকা। তিনি বলেন, আমি খুবই আশাবাদী, এখানে জুম্মাহর দিনে মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে। স্কুলে মুসলিম কমিউনিটির শিশুদের জন্য হালাল খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা হবে, এর সঙ্গে থাকবে বৃত্তিসহ নানা সুবিধা। তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির বহুমুখি অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন ও বাণিজ্যিক স্বচ্ছতা। এসব ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েই তারা নিউ ইয়র্ক নয় শুধু গোটা আমেরিকায় তাদের স্বকীয় জাতিসত্তার সাক্ষর রাখছে।

পথমেলার সার্বিক সমন্বয় করেন মো. মহিউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, আজিম উদ্দিন প্রমুখ।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, দেশপ্রেম ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জন্মভূমির প্রতি আমাদের আনুগত্য সবার আগে। আমরা যদি জন্মভূমির প্রতি অনুগত না থাকি, অনুভূতিশীল না থাকি তাহলে আমরা সেই বিহারিদের চরিত্র ধারণ করবো, যারা একাত্তরে বাংলাদেশের আলোবাতাস পেয়েছে, সব সুযোগ সুবিধা নিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের বিরোধীতা করেছে। আজ আমরা আমেরিকায় আছি। আমেরিকার বহুমুখি সেবা ও কল্যাণ আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের মধ্যে যারা আমেরিকার সমালোচনা করে, তারা ওই বিহারির মতো, পরজীবী।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সঙ্গে তার জন্মগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছি। ১৯৫৪ সনের আগে আমরা যারা সন্দ্বীপে জন্মেছি আমরা প্রত্যেকে নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। ১৯৫৬ সালের পর সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে আমরা চট্টগ্রামের মানুষ হই। বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার মধ্য দিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি পেয়েছি। যে মানুষটি আমাদের ছাত্রজীবনে বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার অপরিহার্যতা বুঝিয়েছেন, শিখিয়েছেন, তিনি আমার নেতা, সিরাজুল আলম খান নোয়াখালীর মানুষ। স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করে বাঙালিকে জাগ্রত করেছেন, জানান দিয়েছেন আমরা আর পাকিস্তানী নই, তিনি হচ্ছেন আ শ ম আব্দুর রব।

নিউইয়র্কে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি’র বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১০ সেপ্টেম্বর রোববার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি’র বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের কর্মকর্তা লিয়াকত আলী, সুধাংশু কুমার মন্ডল ও রেজা আব্দুল্লাহর পরিচালনায় এবং সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়ালাত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস ছালাম, গীতা পাঠ করেন কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল এবং বাইবেল পাঠ করেন ইসটন টিটু কুইয়া। রঙিন বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি ডা. আব্দুস সবুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, রাজনীতিক আব্দুর রহিম বাদশা, বনভোজনের গ্র্যান্ড স্পন্সর ও মার্কস হোম কেয়ারের ম্যানেজার আলমাছ আলী, মিলিনিয়াম টিভির সিইও নূর তফাদার, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি সামাদ মিয়া জাকের, প্রফেসর সৈয়দ জহির উদ্দিন আজাদ চেয়ারম্যান, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন (বিবিএ) এর সভাপতি কামাল উদ্দিন, এ্যাডঃ মিয়া জাকির, ছালে আহম্মদ মানিক, ডা. আব্দুল কাদের, বিজয় কৃষ্ন সাহা, সালেহ উদ্দিন সাল (পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি ইনক), বখতিয়ার রহমান খোকন (নিরব রেস্টুরেন্ট), জালাল চৌধুরী (এবি হোম কেয়ার), কামরুল হাসান (হাসান ট্যাক্সি সার্ভিস), সুমন চৌধুরী (ফোন ক্লাব), সার্জেন্ট বিলাল উদ্দিন এনওয়াইপিডি, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম মিজানুর রহমান, আন্তর্জাতিক বাংলাভাষা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি আবুল খায়ের আকন্দ, সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ ইনক’র সাধারণ সম্পাদক মাইজুর রহমান জুয়েল, সাখাওয়াত হোসেন উজ্বল (শাপলা ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েট নিউইয়র্ক ইনক), লিয়ন শেখ (মেডিকেয়ার চয়েজ), আবু কায়সার চিশতী, মোস্তাক আলম চৌধুরী (সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, জাগুয়া, বরিশাল), আশ্রাব আলী মন্ডল সাধারণ সম্পাদক, ওয়াটসন জামে মসজিদ, মোঃ আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক, প্যালাম বে নিউ আল মদিনা জামে মসজিদ। আপ্যায়নে ছিলেন তহিদুল ইসলাম, শামীম আহম্মেদ, সেলিম রেজা, নূরুল ইসলাম মিলন ও সাহিন আলম। উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হালিম মুন্সি, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জন কান্ত রয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, কর্পোরাল আব্দুল মতিন, কামাল উদ্দিন, আক্তারুজ্জামান হ্যাপি, বিল্লাল ইসলাম, কবি আবু তাহের চৌধুরী, সুবেদার সফিক উল্লাহ, নাসির উদ্দিন চিনু চেয়ারম্যান, শ্যামল কান্তি চন্দ, আজিজুল হক। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন হুমায়ুন কবির, জীবন বিশ্বাস, খবির উদ্দিন ভূঁইয়া।

নাটক, কবিতা, গানে অংশগ্রহনকারীদের আনন্দে মাতিয়ে রাখেন কবি আবু তাহের চৌধুরী, এমডি সুবেদার ইব্রাহীম, আনোয়ার হোসেন খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ নাসির, বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, জীবন বিশ্বাস, হীরা লাল দাস।

বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ

লোকসান গুনতে হবে সপ্তাহে প্রায় সোয়া ১১ কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক

নিজস্ব দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯ উড়োজাহাজ দিয়ে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট চালাতে চায় ঢাকা - নিউজ রুটে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। ১৭ বছর বন্ধ থাকার পর আবাত এই রুটে ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বিমান। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন দপ্তর থেকে ‘ফরেন এয়ার ক্যারিয়ার পারমিট’ পেতে সম্প্রতি আবেদনও করেছে এই সংস্থাটি। বিমান নিউইয়র্কে সবশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করেছিল ২০০৬ সালের ৫ আগস্ট। লোকসানের কারণে এই পথে ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুনরায় ফ্লাইট চালু করা হলেও বিমানকে সপ্তাহে প্রায় সোয়া ১১ কোটি বা বছরে ৫৮৪ কোটি টাকার বেশি লোকসান দিতে হবে বলে বিমানের আবেদনের নথি থেকেই জানা গেছে।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তুরস্কের ইজমির বিমানবন্দর হয়ে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে চলাচল করবে বিমানের ফ্লাইট। বোয়িং ৭৮৭-৯ উড়োজাহাজে ২৯৮ জন যাত্রী এবং ১ হাজার ৫০০ কেজি মালপত্র বহন করা যাবে। পারমিটের জন্য গত ৫ সেপ্টেম্বর বিমানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান জনসন, রজার্স অ্যান্ড ক্লিফটন এলএলপি আবেদন জমা দিয়েছে।

বিমানের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এই রুটে রাউন্ড ট্রিপে যাত্রী ধরা হয়েছে ৪৭৬ জন, ভাড়া পড়বে প্রায় ৮০০ ডলার। এর সঙ্গে কার্গো ও বাড়তি ব্যাগেজের আয় ধরে ঢাকা-নিউইয়র্ক রুট থেকে সপ্তাহে মোট রাজস্ব আয় হবে ২১ লাখ ১৭ হাজার ২৩৫ ডলার। সব মিলিয়ে ব্যয় হবে ৩১ লাখ ৪১ হাজার ২৪ ডলার। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে বিমানের লোকসান হবে ১০ লাখ ২৩ হাজার ৭৮৯ ডলার বা প্রায় ১১ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এক বছরে এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ কোটি ৩২ লাখ ৩৭ হাজার ১০ ডলার অর্থাৎ ৫৮৪ কোটি ৪১ লাখ টাকার বেশি।

লোকসানের কারণে বন্ধ হওয়ার আগে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান মোট ৭৯টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছিল।

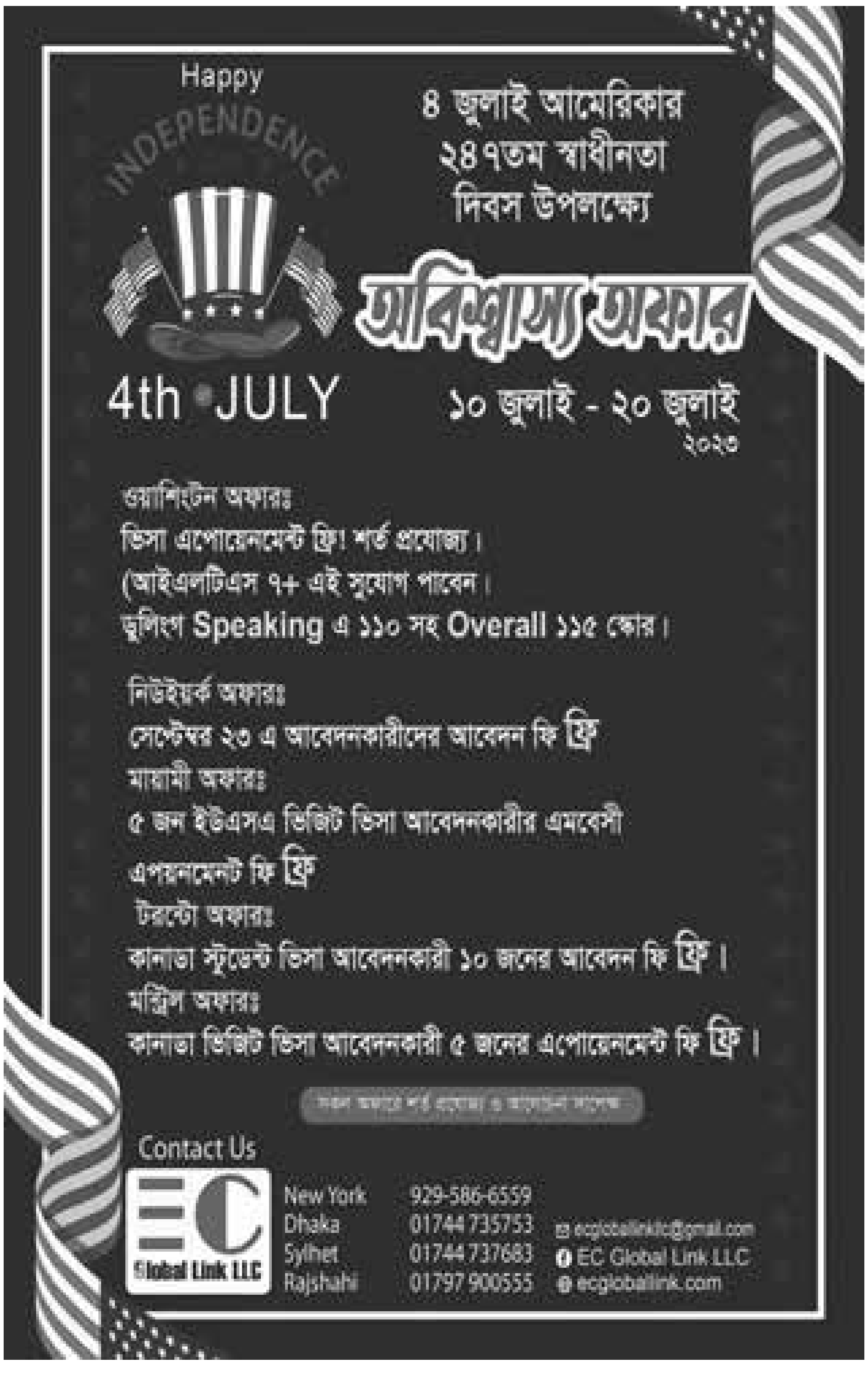

সৌদি আরবে লটারিতে ৩ কোটি টাকা জিতলেন বাংলাদেশি যুবক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৌদি আরবে এই সপ্তাহের 'মাহজোজ' লটারি জিতে নিয়েছেন মো. শামীম নামে এক বাংলাদেশি যুবক। এর ফলে তিনি ১০ লাখ দিরহাম পাবেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় তিন কোটি টাকা।

বুধবার গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে একটি বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেন শামীম। আরব আমিরাতভিত্তিক ওই লটারি জয়ের ঘটনাটি শামীমের জন্য খুব বিস্ময়কর ছিল। র‍্যাফল ড্রয়ের নম্বরসহ মাহজোজ লটারি কর্তৃপক্ষ যখন মোবাইল ফোনে নোটিফিকেশন পাঠায়, সেই মুহূর্তটিতে শামীম একা ছিলেন। মেসেজ দেখে তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করেননি যে লটারি জিতেছেন।

এ অবস্থায় তিনি তাঁর মাহজোজ অ্যাকাউন্টে লগইন করেন এবং লটারির ড্র-সম্পর্কিত কোনো খবর আছে কি না খুঁজতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিশ্চিত হন যে লটারি জয় করেছেন।

লটারি জয়ের অনুভূতি জানাতে গিয়ে শামীম বলেন, 'লটারি জয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আমি ধাক্কা খেয়েছি এবং বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ি।'

শামীম আরও বলেন, 'মাহজোজ অ্যাকাউন্টে আমি যখন আমার মোট অর্থের পরিমাণ দেখি, তখন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার টাকার পরিমাণে এতগুলো শূন্য এর আগে কখনো যোগ হয়নি। বিপুল পরিমাণ এই টাকা জয়ের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' শামীমের ভালোবাসার মানুষেরা সব বাংলাদেশে থাকেন। তাই লটারি জয় নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশে ফোন করে তাঁদের খবরটি জানান তিনি।

তবে বাংলাদেশের কোন এলাকায় শামীমের বাড়ি গালফ নিউজের খবরে তা জানানো হয়নি।

ড. নূরুন নবীর সঙ্গে যুক্তরাজ্য নির্মুল কমিটি ও সত্যবাণীর সাক্ষাৎ

লন্ডন প্রতিনিধি

লন্ডন সফররত একুশে পদকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী লেখক গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুক্তরাষ্ট্র একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির উপদেষ্টা ড.নূরুন নবী ও তার সহধর্মিনী ড. জিনাত নবীর সাথে যুক্তরাজ্য নির্মুল কমিটির সভাপতি, সত্যবাণী সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা ও তার সহধর্মিনী সৈয়দা ফেরদৌসী পাশা কলির আয়োজনে তাদের লন্ডনের বাড়িতে এক মতবিনিময় ও নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয় ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী সুধীজনরা অংশ নেন। মতবিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু অদ্যাবদি উগ্রবাদ ও দেশ বিরোধী অপশক্তির বিভিন্ন অপতৎপতা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। মতবিনিময়ে উঠে আসে স্বাধীনতা বিরোধীদের দেশবিরোধী অপপ্রচারের কৌশল বিশেষ করে যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকায় উগ্রগোষ্ঠী পরিচালিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং চ্যারিটির ব্যানারে রাষ্ট্র বিরোধী অপতৎপরতা তাদের আন্দোলনের ধরন ইত্যাদি। নৈশভোজ আ্‌ড্ডায় প্রাধান্য পায় ইউরোপ আমেরিকায় এই অপশক্তির উৎস অনুসন্ধান চিহ্নিতকরন ও তাদের প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।এই আড্ডায় অংশ নেন সত্যবাণীর কন্ট্রিবিউটকলি, যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মিশনের সাবেক প্রেস মিনিষ্টার সত্যবানীর উপদেষ্টা সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, সর্বইউরোপীয় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সেক্রেটারী ও সত্যবাণীর কন্ট্রিবিউটিং এডিটর আনসার আহমেদ উল্লাহ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক কলামিষ্ট মতিয়ার চৌধুরী, যুক্তরাজ্য নির্মুল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংস্কৃতিকর্মী স্মৃতি আজাদ, যুক্তরাজ্য নির্মুল কমিটির সহসভাপতি ও সত্যবাণীর বার্তা সম্পাদক সাংবাদিক নিলুফা ইয়াসমিন হাসান, যুক্তরাজ্য নির্মুল কমিটির সহসভাপতি জামাল খান, যুক্তরাজ্য সিবিপি'র সাবেক নেতা সৈয়দ আব্দুর রকিব, সেভেন মার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি সাবেক কাউন্সিলার নূরুদ্দিন আহমদ, সত্যবাণীর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সৈয়দা ফেরদৌসী পাশা কলি, যুক্তরাজ্য নির্মুল কমিটির সাবেক সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় কর্মরত ফয়জুল হক ও তার স্ত্রী নাসরিন হক, গার্ডেন প্রেমী সৈয়দা বিলকিস মনসুর, ব্যবসায়ী সৈয়দ আসাদ হক ও তার স্ত্রী সৈয়দা নাসিহা হক লুসি প্রমুখ।

তেলাপিয়া মাছ খেয়ে হাত-পা হারালেন নারী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের এক নারী আধা সেদ্ধ তেলাপিয়া মাছ খেয়ে ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনে শরীরের চার হাত-পা হারিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক পোস্ট এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাজার থেকে তেলাপিয়া মাছ কিনে সেটিকে আধা সেদ্ধ করে এক বিশেষ খাদ্য উপকরণ বানিয়েছিলেন চল্লিশ বছর বয়সী লরা বাজারাস। কিন্তু সেই খাবার খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। একে একে তার সব অঙ্গ বিকল হয়ে যেতে থাকে। এক মাস হাসপাতালে থাকার পর তার অস্ত্রোপচার করা হয়। অবশ্য ওই নারীর অসুস্থতার কারণ তেলাপিয়া মাছ নয় বলে জানানো হয়েছে। ওই মাছে থাকা একটি প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়া আসলে দায়ী।ওই ব্যাকটেরিয়ার নাম 'ভিব্রিও ভালনিফিকাস'। কোনো কোনো সামুদ্রিক খাবারে এই ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী নারীর আত্মীয়রা জানিয়েছেন, মাছ খাওয়ার কিছু সময় পরই অসুস্থবোধ করতে থাকেন তিনি। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

কিন্তু ধীরে ধীরে ওই নারীর একের পর এক অঙ্গ বিকল হয়ে যেতে থাকে। তার হাত ও পায়ের আঙুল ক্রমশ কালো হয়ে যায়, ভেন্টিলেশনে রেখেও তার শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।প্রাণঘাতী ওই ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ সংক্রমণ বিশেষজ্ঞ নাতাশা স্পটিসউড জানিয়েছেন, সমুদ্রের পানিতে এই ব্যাকটেরিয়া থাকে। সামুদ্রিক খাবার খাওয়ার আগে তাই ভালো করে ধুয়ে ও রান্না করে খাওয়া উচিত। অথবা এই ব্যাকটেরিয়া যুক্ত কোনো মাছ বা খাবার খেলেও এই রোগ হতে পারে। আর যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তাঁদের জন্য এই ব্যাকটেরিয়া মারাত্মক ঝুঁকির বলেও জানান এই বিশেষজ্ঞ।

বিশ্ব কবিমঞ্চের সৈয়দ মুজতবা আলী'র জন্মবার্ষিকী পালন

আজিজুল আম্বিয়া, *যুক্তরাজ্য*

বিশ্ব কবিমঞ্চ এর আয়োজনে বহুভাষাবিদ আন্তর্জাতিক পন্ডিত ড. সৈয়দ মুজতবা আলী'র ১১৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকাল ৫টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সাথে ছিল কবিতা পাঠ, গান ও মুজতবা আলী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বিশ্ব কবিমঞ্চ এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক কবি পুলক কান্তি ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক কবি আনজীর লিটন। প্রধান অতিথি ছিলেন

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও নির্মাতা গাজী রাকায়েত হোসেন, প্রধান আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল। এছাড়া সম্মানিত অতিথি ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক কৃষ্ণ কান্ত বিশ্বাস।

আলোচনা করেন প্রফেসর ইন্দুপ্রভা দাস, ব্যারিস্টার আবু সালেহ আব্দুল্লাহ, লেখক চারুউত্তম বড়ুয়া, এডভোকেট গোলাম কিবরিয়া।

আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী লায়লা আফরোজ এবং বাদল সাহা শোভন। কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ করেন নাহার আহমদ, লিলি শেঠ, উম্মেল খায়ের, মোঃ মাহবুবুর রহমান, মৌটুসী খন্দকার, সিলেট নামা পাঠ করেন জালাল খান ইউসুফী, কবি কিবরিয়া আল্লামা, দিপন সরকার, চামিলি সিনহা। সংগীত পরিবেশ করেন মেহেদী পারভেজ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বহুমাত্রিক লেখক আব্দুল মতিন এর পক্ষে শাহিদা ইসলাম শিমু

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশ করেন চামেলী সিনহা চারু। সঞ্চালনায় ছিলেন রূপালী বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হয়। গাজী রাকায়েত হোসেন (চলচ্চিত্র মাধ্যমে) কবি আনজীর লিটন (শিশু সাহিত্যে) কৃষ্ণ কান্ত বিশ্বাস(ভ্রমণ সাহিত্যে) ড. আজিজুল আম্বিয়া (প্রবাসে ভ্রমণ সাহিত্যে) সুমা দাস (প্রবাসে কবিতায়)। উল্লেখ্য এই অনুস্ঠান লোক সমাগম ছিল স্মরণীয়। আয়োজকদের প্রধান কবি পুলক কান্তি ধর জানান , তাদের এই

সাহিত্যকর্ম চলতে থাকবে। এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

শেষ হল দুইদিনব্যাপী বাংলাদেশ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব

লন্ডন

এ কে এম আবদুল্লাহ

সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য এর উদ্যোগে- লেখক-পাঠক,প্রকাশক, সাংবাদিক, সাহিত্যপ্রেমী ও শুভানুধ্যায়ীদের উৎসব মুখর ভিড়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে— দুদিনব্যাপী ১১তম বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩। ১০ সেপ্টেম্বর রোববার ইস্টলন্ডনের দ্যা আর্ট প্যাভিলিয়ন, মাইল এন্ড- পার্কে উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় দুইদিনব্যাপী বাংলাদেশ বই মেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব। দুপুর ২.৩০ মিনিটে ফিতা কেটে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এসময় উপস্থিত ছিলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞানী একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ড. নুরুন নবী, ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হযরত আলী খান, বিজ্ঞানী ড. জীনাত নবী, তাইসির মাহমুদ (জেনারেল সেক্রেটারি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব) সহ পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি- সাহিত্যিক এবং প্রকাশক, লেখক পাঠক, সাংবাদিক সহ সাহিত্যপ্রেমী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সদস্য-সংগঠন উদিচী ও সত্যেন সেন স্কুলের শিল্পীদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী পর্ব। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কবি এ কে এম আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে, সভাপতি কবি ময়নূর রহমান বাবুল, আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান। এ সময় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন 'লন্ডনে এমন ব্যাপক পরিসরে বই মেলার উদ্বোধনী করতে পেরে সত্যিই আমি আনিন্দিত বাংলাদেশের বাইরে এত সুন্দর আয়োজন আমাকে মুগ্ধ করেছে'। ড. নুরুন নবী বলেন, ' আমি এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত। বহির্বিশ্বে এ ধরনের বিশাল বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দিত। আমি মুক্তধারার বইমেলা আয়োজনের সাথে জড়িত। এত ব্যাপক আয়োজন কতটুকু কষ্টসাধ্ তা বুঝতে পারি। এরপরও দেশের বাইরে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই"। উদ্বোধনী পর্ব শেষে অতিথিরা মেলায় বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন সহ বাংলাদেশ থেকে আগত প্রকাশনীস্টল পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত প্রকাশকদের সাথে কথা বলেন। মেলায় ১৭টি স্টল এবং স্টেজের সৃজনশীলতায় ভূয়াসী প্রশংসা করেন উল্লেখ্য, ১১তম বাংলাদেশ বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ২১টি প্রকাশনা। মেলায় প্রায় ১৯টি প্রকাশিত বই ২টি লিটলম্যাগের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া মূল মঞ্চে সংগঠনের প্রকাশনা "তৃতীয় বাংলা" ২য় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পুরোদিন জুড়ে সাহিত্য- সংস্কৃতি প্রেমীদের পদচারনায় মুখরিত ছিল মেলা প্রাঙ্গন। উপস্থিত সকলেই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই খুশি বলে অনুভুতি প্রকাশ করেন।

দুদিনব্যাপী বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবে ছিল আলোচনা, শিশুদের পরিবেশনা, মোড়ক উন্মোচন, নৃত্য,কবিতা আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতাপাঠ, সংগীত সহ নানা আয়োজন। "বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্য চর্চার সাম্প্রতিক প্রবণতা" এবং "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিলাতের নারী সমাজের ভূমিকা" শির্ষক দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার পুরো মেলাকে অনন্য করে তোলে। অ্যাপাসেন লার্নার্স কালচারালাল গ্রুপের পরিবেশনা (লার্নিং ডিসিবিলিটি শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনা) ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসিত। এই পরিবেশনা মেলায় নিয়ে আসে এক নতুন মাত্রা।এধরনের অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দেয়ায় সকলেই ভূয়াসী প্রসংশা করেন।আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন ড. নুরুন নবী (বীর মুক্তিযোদ্ধা,বিজ্ঞানী, লেখক), রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা(বরেণ্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী),হযরত আলী খান(ডেপুটি হাইকমিশনার), ড. জিনাত নবী(বিজ্ঞানী, লেখক), সুলতান মাহমুদ শরীফ,সৈয়দ (বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবীদ), সামাদুল হক(সাংবাদিক , ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলা টিভি), ফরিদুর রহমান(বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিন্তাবীদ, মুক্তিযোদ্ধা) অরণ্য আনোয়ার (নাট্য নির্মাতা, স্ক্রিপ্ট রাইটার), মাহমু হাসান (এমবিই), সালেহা চৌধুরী (বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক), শাগুফতা শারমিন তানিয়া(কথা সাহিত্যিক), বুলবুল হাসান(সাংবাদিক), সেজুতি মনসুর(ইয়াং রাইটার) প্রমুখ। আলোচনা পর্বটি পরিচালনা করেন বাচিক শিল্পী মুনিরা পারভিন। সংগঠনের পক্ষ থেকে এবছর সম্মাননা পদক (সাহিত্যে) কবি, সাংবাদিক জনাব হামিদ মোহাম্মদকে প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পীদের আবৃত্তি এবং বিভিন্ন শহর থেকে আসা কবিদের স্বরচিত কবিতাপাঠ সবাই মুগ্ধ করে রাখে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীর সাথে মুক্তযুদ্ধ বিষয়ক কথোপকথন অনুষ্ঠানে ৭জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ও স্মৃতিচারণ পুরো আয়োজনকে নান্দনিক করে তোলে। সমাপ্তি পূর্ব বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত প্রকাশকদের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট তোলে দেয়া হয়। প্রকাশকদের পক্ষ থেকে সময় প্রকাশনীর কর্নধার জনাব ফরিদ আহমদ মেলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন প্রবাসে এধরনের উৎসবমুখর বইমেলা দেখে আমি অভিভূত। বিভিন্ন পর্ব পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন- মিলটন রহমান, আমিনা আলী প্রমুখ।

হাউস অব লর্ডসে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে অঙ্গীকার বিষয়ে আলোচনা

আনসার আহমেদ উল্লাহ, *যুক্তরাজ্য*

সৈয়দ মোজাম্মেল আলীর সঞ্চালনায় ১৮ সেপ্টেম্বর হাউস অফ লর্ডস অ্যাটলি এবং রিড রুমে 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি কিংসক্লেরের লর্ড ড্যানিয়েল হান্নানের সভাপতিত্বে ছিল, যিনি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সুযোগের কথা বলেন । বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডা. মিজানুর রহমান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ গওহর রিজভী ও মার্টিন ডে এমপি। প্রধান বক্তা ডক্টর মিজানুর রহমান, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের সাবেক

চেয়ারম্যান, বলেন, "যখন সুবিধাবাদী বিদেশী শক্তি চরমপন্থাকে মূলধারায় নিয়ে আসে, তখন তা আমাদের গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলে। আসুন গণতন্ত্রের মৃত্যু ঠেকাতে হাত মেলাই। আমি দেশে ফিরে বলব যে যুক্তরাজ্য আমাদের সাথে আছে এবং আমাদের পাশে আছে।"

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর গওহর রিজভী বলেছেন, "আমি একটি অনুস্মারক দিতে চাই যে এখনও অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু আমরা গণতন্ত্র ও উন্নয়ন অর্জনের চেষ্টা করছি।"

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার, সাইদা মুনা তাসনীম, যুক্তরাজ্য এবংবাংলাদেশের মধ্যে শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্কের উপর জোর দিয়ে বলেন, "আমরা একই মূল্যবোধ অনুসরণ করছি, ধর্মনিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজকে লালন করছি। এই লড়াই ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির মধ্যে।"

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন নিরাপত্তা এনালিস্ট ক্রিস ব্লাকবার্ন, কমিউনিটি নেতা সুলতান শরীফ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৈয়দ বদরুল আহসান, ড রায়হান রশিদ, শিক্ষার্থী অর্পিতা, টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউটের উসামা হাসান সহ আরোও অনেকে। বক্তারা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষ আকাঙ্ক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করলেও, তারা স্বীকার করেছেন যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর জন্য দেশে কিছু মৌলবাদী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের কারণে এই সম্প্রীতি হুমকির মুখে পড়েছে।

প্যারিস ফ্যাশন উইকে যাচ্ছেন বাংলাদেশের তৌহিদা তাসনিম

রোকেয়া দীপা

আসছে ২৯ সেপ্টেম্বর, প্যারিসের হাইটেক মোডা প্যারিসের 'এসএআরএল সালোঁ ডি মিরোয়ারস'-এ বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন 'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ১৭'-এর তৌহিদা তাসনিম তিফা। তিনি অংশ গ্রহণ করবেন মেলাবেন দুবাইভিত্তিক ফিলিপিনো ডিজাইনার ক্রিস্টাল অ্যানের পোশাকে।

প্যারিসকে বলা হয় ফ্যাশন, স্টাইল আর আভিজাত্যের শহর। আধুনিক ফ্যাশনের রাজধানীও বলা হয় এই প্যারিসকে। আসন্ন প্যারিস ফ্যাশন উইকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন তিফা।

তিফার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্যারিস ফ্যাশন উইকের মতো ফ্যাশন উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারা মডেলদের স্বপ্ন। পুরোবিশ্ব থেকেই এখানে অনেকে অংশ নেন। বাংলাদেশি হিসেবে প্যারিস ফ্যাশন উইকের মতো বড় আসরে অভিষেক হতে যাচ্ছি, এতে বেশ গর্ববোধ করছি।'

তিফা আরো বলেন, 'মডেলিং নিয়ে অনেক বড় বড় স্বপ্ন আছে আমার। আরও ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে কাজ করতে চাই। দেশেও। তাই নিজেকে আরও ইমপ্রোভ করার, স্কিল ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি।'

বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে তৌহিদা তাসনিম তিফা। বাবা ব্যাবসায়ী আর মা আইনজীবী। তিফা শান্তা মারিয়াম থেকে এলএলবি সম্পন্ন করে এলএলএম অ্যাডমিশন ও বার কাউন্সিল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার পড়াশুনার প্রতিটি বিষয়ে সাহায্য করছেন তার আইনজীবী মা। পড়াশোনা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত সময় কাটছে তার, কিন্তু এর ফাঁকে মডেলিং থেমে নেই। জেন্টলপার্ক, ইয়েলো, টুয়েলভ, কিউরিয়াস, সেইলর -সহ বেশ কিছু নামিদামি দেশি ব্র্যান্ডের হয়ে কাজ করেছেন তিফা। ব্র্যান্ড ফটোশুট, ওভিসি, টিবিসি'তে প্রায় নিয়মিতই দেখা যায় তাকে।

তৌহিদা তাসনিম তিফা বাসায় থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। পোষা বিড়াল মিয়নের সঙ্গ তার ভীষণ প্রিয়। নেটফ্লিক্স এ মুভি দেখতে পছন্দ করেন আর নাচের প্রতিও সখ রয়েছে তার। অভিনয়ের প্রতিও দারুণ আগ্রহ তিফার। কয়েকটি টিভি ফিকশনে তার দক্ষতা দেখা গিয়েছে। মাবরুর রশিদ বান্নাহ পরিচালিত 'হোম টিউটর' নামের একটি নাটকে অভিনয় করেছেন তিফা। এর এই নাটকে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন টিভি পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো তবে তিনি অভিনয়ে নিয়মিত নন।

হেগে রাশিয়া ও ইউক্রেন আন্তর্জাতিক আদালতের মুখোমুখি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘের শীর্ষ আদালতের রাশিয়ার চলমান সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার আছে কি-না তা নিয়ে হেগের শান্তি প্রাসাদে দুই যুদ্ধরত দেশের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি হবেন। মস্কোর দাবি ২০২২ সালের আগ্রাসনের কারণ হিসেবে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে 'গণহত্যা' হয়েছে, এই সংক্রান্ত দাবির প্রেক্ষিতে রাশিয়া ও ইউক্রেন সোমবার থেকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের মুখোমুখি হবে।রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ আগ্রাসনের নির্দেশ দেয়ায় ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশপন্থীরা কিয়েভ শাসকের আক্রোশ ও গণহত্যার শিকারের যুক্তি দেখায়। আগ্রাসনের দু'দিন পর রাশিয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে ইউক্রেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা দায়ের করে। ইউক্রেন জোরালোভাবে অস্বীকার করে যুক্তি দেখায় যে, রাশিয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা গণহত্যার বিষয়টি ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনের পুরাপুরি লঙ্ঘন। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আইসিজে ইউক্রেনের পক্ষে থেকে রাশিয়াকে তার সামরিক পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। তবে রায়টি ছিল তথাকথিত একটি 'প্রাথমিক রায়।' আদালত প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু নিয়ে রায় দিতে সক্ষম কি-না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুলতুবি রয়ে যায়।রাশিয়ার মতে, আইসিজে'র এই বিষয়ে রায় দেয়ার এখতিয়ার নেই কারণ, ইউক্রেনের মামলাটি জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশনের আওতার বাইরে।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। রাশিয়ার চলমান সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার আদেশ দেওয়ায় আদালতের এখতিয়ার আছে কি-না তা নিয়ে তা সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে।রাশিয়া আগ্রাসনের পূর্বে কয়েক বছর ধরে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের সমর্থন করার অভিযোগ নিয়ে গঠিত ইউক্রেনের দায়ের করা একটি পৃথক মামলাও মোকাবেলা করছে আইসিজে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ

নিউইয়র্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ১৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সোমবার লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতে এটি আরও সুদৃঢ় হবে। নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়ার সাথে বাংলাদেশও একমত বলে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকারও একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী আরোও বলেন, রাতের অন্ধকারে ব্যালট ঢুকানোর অভিযোগ করা হয়, কিন্তু কেউ প্রমাণ দেয় নাই। তাই আমরা স্বচ্ছ ব্যালট বক্স তৈরি করেছি, যাতে দূর থেকে দেখা যায় ব্যালট বাক্সে কিছু আছে কিনা। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন আইনের মাধ্যমে চলে। তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকার চায় একটি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এবং ভায়োলেন্স মুক্ত নির্বাচন। এ জন্য সব দলের- মতের আন্তরিকতা দরকার।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বিএনপি'র আমলে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোট করা হয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে ব্যায়োমেট্রিক পদ্ধতির কারণে আঙ্গুল দিলেই ছবিসহ তথ্য চলে আসবে। ভুয়া ভোটের পসিবিলিটি আমরা কমিয়ে দিয়েছি। আমরা একটা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রেস ব্রিফিংয়ের শুরুতে তিনি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে বলে জানান।

-সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবারের বিয়োগান্ত ঘটনা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি পিতা, মাতাসহ পরিবারের সবাইকে হারিয়েছি। তিনি ও তাঁর বোন শেখ হাসিনা দেশে ছিলেন না বলে বেঁচে আছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জো বাইডেনকে আরও বলেন, পরিবারের সবাইকে হারানোর পর তাঁর আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই। দেশের ১৭ কোটি মানুষই তাঁর পরিবার। দেশের মানুষের চাওয়া পাওয়াই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দিতে বাংলাদেশের অনুরোধের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি তুলে ধরে বলেন, দারিদ্র ও ক্ষুধা নিরসনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা কলা-কৌশলের কারণে অতি

প্রচেষ্টা কলা-কৌশলের কারণে অতি দারিদ্রের হার ২০২২ সালে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০৬ সালে ছিলো ২৫.০১ শতাংশ। এবারের জাতিসংঘের অধিবেশনে ফ্রান্স-রাশিয়া-ভারত অংশ না নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটা ভালো দিক নয়, আমরা চাই বিশ্বের সব ক্ষমতাধর দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুক।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী পিটার সিয়ার্তোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের পার্শ্ব বৈঠকে উভয় মন্ত্রী এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এগুলো হলো-অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি, ২০২৪-২৬ সালের জন্য স্টাইপেনডিয়াম হাঙ্গারিকাম প্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক এবং ২০২৩-২৫ বছরের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক।

ফাতেম হাম্মামির অপেক্ষার ছয় বছর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পর্তুগিজ তারকা, ২০১৭ সালে খেলতেন রিয়াল মাদ্রিদে। ইরানের শিল্পী ফাতেম হাম্মামি নাসরাদি এঁকেছিলেন ঔ সময় রোনালদোর প্রতিকৃতি। তবে ফাতেম হাম্মামির এই প্রতিকৃতির একটা বিশেষত্ব ছিল।

ইরানের এই শিল্পী রোনালদোর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন পা দিয়ে। শরীরের ৮৫ শতাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন নারী শিল্পীর এমন দুর্দান্ত শিল্পকর্ম তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন তুলেছিল। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে ফাতেম লিখেছিলেন, 'খুশি হতাম যদি রোনালদো আমার কাজগুলো দেখত।' সেই জন্য ফাতেম হাম্মামিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ছয় বছর।স্বপ্নপূরণের জন্য এটুকু অপেক্ষা তো করাই যায় নাকি!

তার আকাঁ প্রতিকৃতি রোনালদো দেখেছেন, উপহার হিসেবে দুটি প্রতিকৃতি নিয়েও গেছেন।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে ইরানে এসেছিলেন রোনালদো। সেখানে ইরানের দল পেরসেপোলিসের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন এই পর্তুগিজ তারকা। গোল না করলেও পেরসেপোলিসকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের এবারের মৌসুমে শুভসূচনা করেছে রোনালদোর দল আল নাসর। ইরানের মানুষ রোনালদোকে এমনিতেই ভালোবাসেন। কতটা ভালোবাসেন, তা বোঝা গেছে রোনালদোকে দেওয়া অভ্যর্থনা দেখে। আর রোনালদোও তাঁদের মন জয় করে নিয়েছিলেন মাঠে নামার আগেই, ফাতেম হাম্মামির সঙ্গে দেখা করে।

গল্পের শুরুটা হয় ফাতেম হাম্মামি ইনস্টাগ্রামে রোনালদোর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশের পর। রোনালদো তেহরানে পা রাখার পরই পেরসেপোলিস অফিশিয়ালরা আল নাসরের অফিশিয়ালদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। এরপর তারাই রোনালদোর সঙ্গে ফাতেম হাম্মামির দেখা করার ব্যবস্থা করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এক হোটেলে রোনালদোর সঙ্গে দেখা হয় তার। সেখানে রোনালদোকে দুটি প্রতিকৃতি উপহার দেন ফাতেম হাম্মামি। যে উপহার নিয়ে হাসিমুখে ছবি তোলেন আল নাসর তারকা। রোনালদোও উপহার দেন আল নাসরের জার্সি এবং পর্তুগিজ এই কিংবদন্তি ৩৪ বছর বয়সী মেয়েটির মাথায় স্নেহসূচক চুমুও দেন।

ঊনবাঙালের ৪০ তম সভায় ডায়াস্পরা সাহিত্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

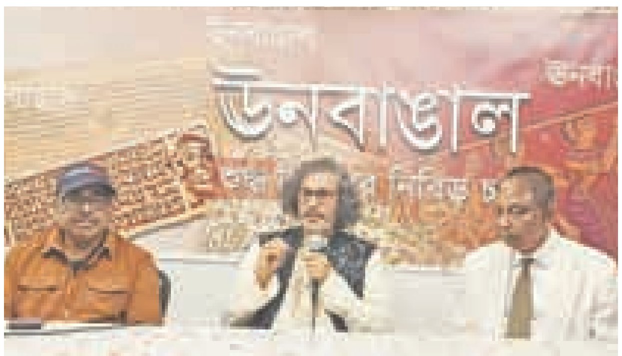

১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেলে জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ঊনবাঙালের ৪০ তম সাহিত্যসভা। সংগঠনের সভাপতি মুক্তি জহির অনুষ্ঠানের শুভসুচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংবাদিক তাসের মাহমুদের সঞ্চালনায় "ডায়াস্পরা সাহিত্য" নিয়ে আলোচনা করেন নির্ধারিত আলোচক কবি সৈয়দ কামরুল ও কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। সৈয়দ কামরুল ডায়াস্পরা সাহিত্যের তাত্বিক বিশ্লেষণ করে বলেন, যারা নানান কারণে জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে ভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে বাধ্য হন, তাদের মধ্য থেকে তৈরি হওয়া লেখকগোষ্ঠীই হচ্ছে ডায়াস্পরা সাহিত্যিক এবং তাদের রচিত সাহিত্যই ডায়াস্পরা সাহিত্য। তাদের রচনায় মাতৃভূমির যৌথ স্মৃতি, নস্টালজিয়া, ফেরার আকুলতা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। কাজী জহিরুল ইসলাম কসোভোর ডায়াস্পরা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা উল্লেখ করে বলেন, তাত্বিকভাবে সৈয়দ কামরুলের সাথে আমি একমত কিন্তু ইউরোপীয়রা এখন ভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করা জনগোষ্ঠীর কম্যুনিটিকে ডায়াস্পরা সমাজ হিসেবে বিবেচনা করে। তবে একথা ঠিক যে মাতৃভূমির স্মৃতি এবং সেখানে ফেরার যে আকুলতা এটিই ডায়াস্পরা সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। সঞ্চালক তাসের মাহমুদ ডায়াস্পরা শব্দটির একটি যথাযথ বাংলা শব্দ নির্মাণের জন্য কবিদ্বয়ের প্রতি অনুরোধ রেখে আলাপচারিতার সমাপ্তি টানেন।

ঢাকা থেকে আগত কবি ফেরদৌস সালামকে সভার বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তিনি বেশ কিছু সুখপাঠ্য কবিতা পড়ে শোনান।

ঊনবাঙাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত বাংলা ভাষার বিখ্যাত কিছু কবিতা আবৃত্তি করা হয় ৪০ তম সভায়। আহসান হাবিব পাঠ করেন আল মাহমুদের 'বিপাশার চোখ', মুন্না চৌধুরী পড়েন রফিক আজাদের 'প্রতীক্ষা', ফাহমিদা ওয়াদুদ পড়েন সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়', মাহফিল আলী পড়েন ফজল শাহাবুদ্দিনের 'অকস্মাৎ' এবং ফরিদা ইয়াসমিন পড়ে শোনান আল মাহমুদের 'কবিতা এমন'।

স্বরচিত কবিতা পাঠ পর্বের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কম্যুনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পানুরাগী মানুষ ফখরুল আলম এবং ঊনবাঙালের অন্যতম সংগঠক সৈয়দ ফজলুর রহমান।

স্বরচিত লেখা পাঠ করেন ওয়াহেদ হোসেন, সৈয়দ কামরুল, ফাহমিদা ওয়াদুদ, সৈয়দ রাব্বী, রেণু রোজা, কাওসার পারভীন চৌধুরী, সুমন শামসুদ্দিন, কাজী ফৌজিয়া, এস এম মোজাম্মেল, মোশাররফ হোসেন, ইমাম চৌধুরী, জান্নাত সুলতানা প্রমুখ।

রোমে বৃহত্তর নোয়াখালী বাংকার সমিতির আনন্দ ভ্রমণ

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

প্রতি বছরের ন্যায় এবার ও বৃহত্তর নোয়াখালী বাংকার সমিতি ইতালি দিন ব্যাপী একটি আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করেছে। রাজধানী রোমের অদূরেই একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আয়োজন টি ছিল বিনোদনে পরিপূর্ণ।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক সুমন মিয়ার আমন্ত্রণে এই সময় উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য হাজী আব্দুল ওহাব, মোঃ রায়হান কামাল, প্রধান উপদেষ্টা নুরুল আবছার, উপদেষ্টা হারুন উদ্দিন জামাল, তোফায়েল আহমেদ, মোঃ হারুন, একরামুল হক, হারুনুর রশীদ, প্রথম সদস্য সোহেল চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি আনোয়ার আজিম (সিমনে), সহ সভাপতি মোঃ মাসুদ, মোরশেদ আলম, রাসেল সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক পিন্টু, আলী মোহন, সিরাজুল হক (জামাল), মোঃ ইয়াসিন(INT)।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতৃবৃন্দরা বলেন' সংগঠনটি মূলত নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করছে সেই জন্ম লগ্ন থেকেই তবে মানবিক যে কোন কাজে এই সংগঠন সব 3সময় ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামী তেও এই সংগঠন আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে প্রবাসীদের সামাজিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন জন কল্যাণ মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী বাংকার সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান, মোঃ মোতালেব, সালা উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পারভেজ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ টিপু, মোঃ ইয়াছিন, মোঃ রুবেল, মোঃ দেওয়ান সান্ত, আলাউদ্দিন পারভেজ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ সুমন, প্রচার সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ কামরুল ওহাব, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মাসুদ, সদস্য মোঃ আবুল কালাম, আমির হোসেন, মোঃ এসহাক, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ হাফেজ তাসকির আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ বাংকার সমিতি রোম, প্রগতি ব্যবসায়ী সমিতি, একতা ব্যবসায়ী সমিতি, বৃহত্তর নোয়াখালী, নোয়াখালী জেলা সমিতি, ফেনী জেলা সমিতি, বেগমগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এবং কর্ণেলিয়া বাত্তিস্তিনি ঐক্য পরিষদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করায় সরকারের প্রশংসা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাত্যহিক কার্যক্রমের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, 'ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিস

বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উদ্ভাবন। সেখান থেকে মানুষ বিনামূল্যে ৩০টিরও বেশি ওষুধ পাচ্ছেন।

তিনি বলেন, 'কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার দ্রুত কমাতে সাহায্য করেছে। সুতরাং, এতে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়েছে।'

মোমেন বলেন , বাংলাদেশ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময় করতে চায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালককে বলেছেন।

'আগুন নিয়ে খেলছেন', কোরআন নিয়ে পশ্চিমাদের মুসলিম নেতারা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে পশ্চিমা দেশগুলোতে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন মুসলিম নেতারা। সুইডেনে সম্প্রতি একের পর এক মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। দেশটির সরকার এ ঘটনার নিন্দা জানালেও তারা বলছে, স্বাধীন মতপ্রকাশের আইন থাকায় এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের দেওয়া ভাষণে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেন, পশ্চিমা দেশগুলি ইসলামফোবিয়া সহ বর্ণবাদের একটি প্লেগের মহামারি দেখছে। এটি অসহনীয় পর্যায়ের চলে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত জনপ্রিয় রাজনীতিবিদরা এসব বিষয়কে সমর্থন দিয়ে আগুন নিয়ে খেলছেন।

গত জুলাইয়ে সালওয়ান মমিকা নামের এক ইরাকি খ্রিষ্টান অভিবাসী স্টকহোমে কোরআন পোড়ান।

কানাডায় ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল্লির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডার কিছু অংশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে নিজ নাগরিকদের সতর্ক করেছে ভারত। কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার জেরে দুই দেশের মধ্যে যে কূটনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়েছে, তার সর্বশেষ নজির এমন সতর্কতা জারি। আজ বুধবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সতর্কতা জারি করে।

এ সম্পর্কিত বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'ভারতীয় কূটনীতিক এবং ভারত সরকারবিরোধী নেতিবাচক প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন। সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, এমন অঞ্চল ও এলাকাগুলোতে ভ্রমণ না করতে ভারতীয়দের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যা নিয়ে অটোয়ার অভিযোগ, ওই শিখ নেতা হত্যায় নয়াদিল্লি সরকারের হাত ছিল। গত সোমবার কানাডার পার্লামেন্টে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলেন। ভারতকে বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখার আহ্বান জানান ট্রুডো। তিনি বলেন, কানাডার মাটিতে একজন কানাডীয় নাগরিককে হত্যায় কোনো বিদেশি সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি তাঁর দেশের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন, যেটা অগ্রহণযোগ্য।

ট্রুডোর এমন বক্তব্যের পরই গত সোমবার কানাডায় ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (র) প্রধানকে বহিষ্কার করে অটোয়া।

মাদ্রিদে স্পেন যুবদলের পক্ষ থেকে সদস্য ফরম ও লিফলেট বিতরণ

স্পেন যুবদলের আনুষ্ঠানিক সদস্য ফরম বিতরণ

জিয়াউল হক জুমন, *বিশেষ প্রতিনিধি*

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল স্পেন শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজধানী মাদ্রিদের বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা লাভাপিএস এর প্লাজায় , কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য পরম ও লিপলেট বিতরণ করা হয় ।

যুবদল নেতা কাজী জসিম এবং শাওন আহমেদের তত্ত্বাবধানে সদস্য ফরম ও লিফলেট বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পেন বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন মনির , সাধারণ সম্পাদক রমিজ উদ্দিন ,সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর রাসেল ,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম জাকি , সুমন হাওলাদার ,জাহিদ হাসান ,মানিক বেপারী ,কামরুল ফরাজী ,পান্নু খান, মশিউর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ।

এসময় নেতৃবৃন্দরা বলেন , স্পেনে যারা যুবদলে সক্রিয় হয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠন করার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে কাজ করতে চান সবাইকে কাজী জসিম , শাওন আহমেদ ও ফারাজী কামরুল এর সাথে যোগাযোগ করে সদস্য ফরম সংগ্রহের জন্য আহবান করেন।

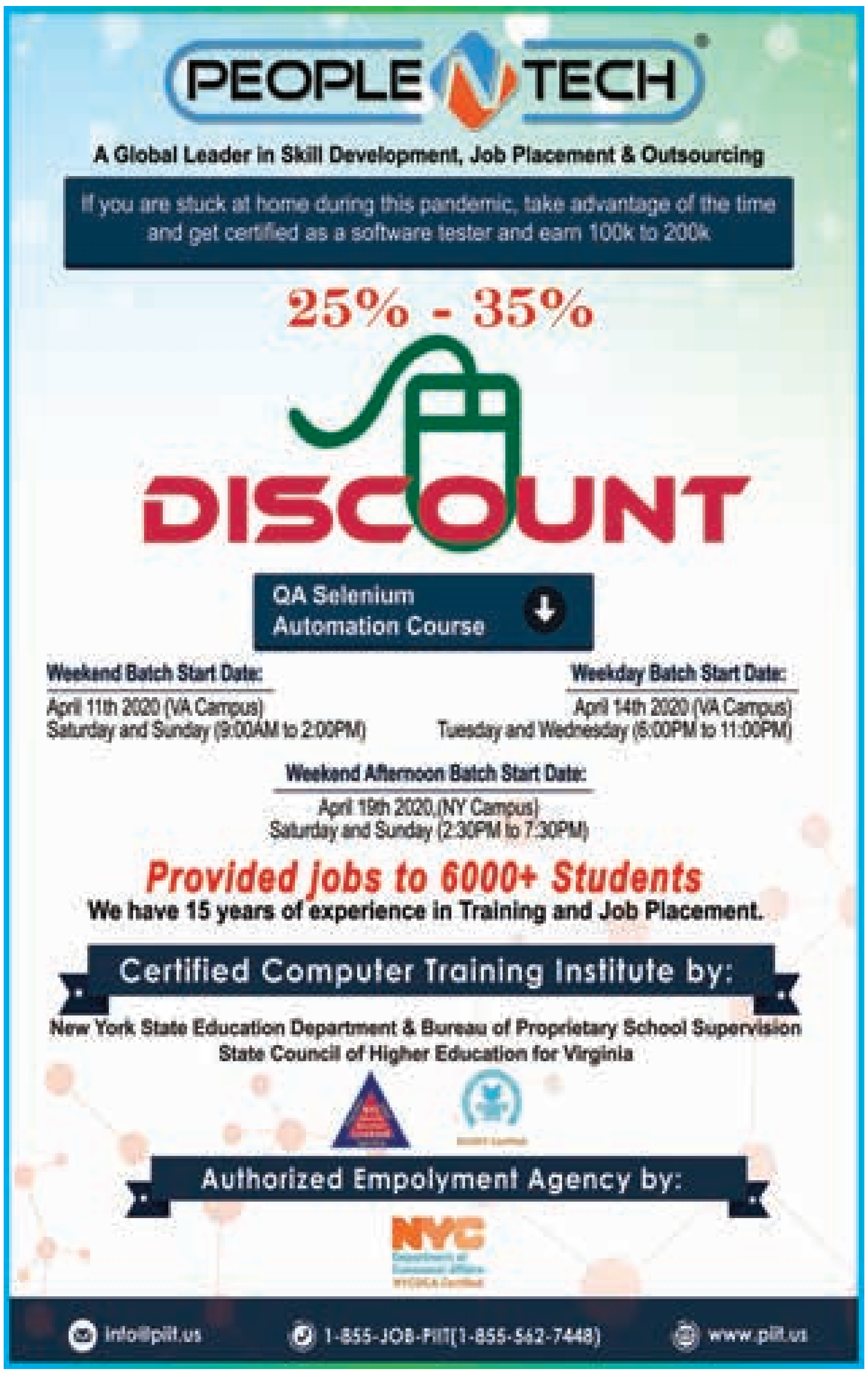
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার ও শিশুযত্নে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার

টক অফ দ্য উইক

প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি টক অফ দ্য উইক প্রচার হয়ে থাকে ফেসবুক লাইভে।

সোহানা নাজনীন

গবেষকদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যধিক ব্যবহারের তাৎক্ষণিক প্রভাবে মূল্যবান পারিবারিক সময় নষ্ট হচ্ছে। মূল বিষয়, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কি করছি তা নয়, মূল বিষয় হলো আমরা এর পরিবর্তে পরিবারে কী মিস করছি।

সমাজ সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিন্ন এই বিষয়টি নিয়েই ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন তিনজন অভিভাবক - সোহানা নাজনীন, কুলসুম আক্তার সুমী এবং শাম্মী আক্তার হ্যাপী। তিন এ অভিভাবক আলোচনায় তুলে ধরেন নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও শিশুযত্নের সার্বিক প্রয়োজনগুলো। বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও হোস্টিংয়ে ছিলেন এইচ বি রিতা।

আলোচনায় উঠে আসে অভিভাবকত্ব নিয়ে কিছু কথা, যেমন- পিতামাতা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে সময় ও সম্পর্কের অভাবের দুর্বল দিক। সমীক্ষায় দেখা গেছে, পিতামাতার অভিভাবকত্বের উপর সোশ্যাল মিডিয়ার বেশিরভাগ প্রভাব নেতিবাচক। সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার দ্বারা পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের প্রতি মনোযোগ বা সময় দেয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত থাকা খারাপ কিছু নয় বরং, বাবা-মা যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েন, তখন পরবর্তীতে শিশু-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করতে তারা অপূর্ণ থেকে যান। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে মনোযোগী হতে দিনের অনেকটা সময় ব্যয় হয়, যা পরিবারে সন্তানদের সাথে সময়টুকুকে ব্যাহত করে।

সোহানা নাজনীন, চার সন্তানের জননী। কেউ মিডলহাই স্কুলে, কেউ হাইস্কুলে, কেউ কলেজে। নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেন, রিপোর্ট করেন। দিনের কতটুকু সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহার করেন এবং সেটা শিশুযত্ন বা পরিবারের যত্নে কেনো প্রভাব ফেলে কিনা জানতে চাইলে সোহানা নাজনীন বলেন, "লেখালিখি এবং সবার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সেই প্রথম থেকেই স্যোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে আসছি। প্রতিদিন গড়ে তিন ঘন্টার মতো সময় স্যোশাল মিডিয়ায় কাটাই। প্রথম দুটো ছেলে বেড়ে উঠার সময়কালে স্যোশাল মিডিয়ার প্রচলন ছিল না। ওদের সাথে আমার যে জোরালো বন্ধন তৈরি হয়েছিল তা পরের বাচ্চাগুলোর সাথে হয়নি। বাচ্চাদের এবং আমার ক্ষেত্রে স্যোশাল মিডিয়া ব্যবহারের কারণে ব্যাপক সময় ব্যাহত হয়েছে বলে আমি মনে করি।"

কুলসুম আক্তার সুমী, নিয়মিত লেখালেখিতে যুক্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহার এবং এর ব্যালেন্সিং এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "আমার একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চা আছে আর আরেকজন কলেজে পড়ে। বাস্তবিক অর্থেই আমি বলব যারা স্যোশাল মিডিয়াতে অতিরিক্ত সময় দিচ্ছেন, তাদের পক্ষে পরিবারকে দেয়া সময় কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি অনেক বেশি জড়িত, লেখালিখি করি। তবে আমি কখনোই বাচ্চার জন্যে বরাদ্দ সময়কে এই স্যোশাল মিডিয়ার কাজে ব্যয় করি না। বাচ্চার প্রয়োজনের দিকে নজর দিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ার সময়টুকু উপভোগ করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনেক উপকারিতা আছে, যদি আমরা সেগুলো ঠিকঠাক মতো ব্যবহার ও গ্রহণ করতে পারি।"

শাম্মী আক্তার হ্যাপী, ছোট্ট দুটো শিশু আছে তার। সোশ্যাল মিডিয়াতে

তিনি কতটা সক্রিয় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় ব্যয় করা শিশুযত্নের উপর কেমন প্রভাব ফেলে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি মনে করি সেশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার অবশ্যই পরিবারে প্রভাব ফেলে। আমার বাচ্চারা খুব ছোট বিধায় ওদেরকে বেশি নজরে রাখতে হয়। এই বয়সে বাচ্চাদের মা'কে প্রয়োজন হয় সবচাইতে বেশি। তাই আমি নিজের লেখালিখি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। সামাজিক কার্যক্রম কমিয়ে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, সন্তানের শৈশব সুন্দর তো, তার ভবিষ্যতও সুন্দর। তাই আমি ওদেরকে সময় দেবার চেষ্টা করি। আমার মতো ছোট বাচ্চা যেসব মায়েদের আছে, সেসব মায়েদের শিশুদের যত্নে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে বলে আমার ধারণা।"

মূলত, দীর্ঘ সময় ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা, বিশ্রাম হিসাবে গণনা করা হয় না। কারণ এখানে নিজেকে সতেজ রাখার পরিবর্তে বেশিরভাগ সময় নানা দ্বন্ধ, রেষারেষিতে ক্লান্ত, হতাশ বা উদ্বিগ্ন হতে হয় অনেককে, যার প্রভাব পরিবারের সদস্যদের উপরও পড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের এই নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সোহানা নাজনীন বলেন, "আজকাল স্যোশাল মিডিয়া একটা প্রতিযোগীতা, দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক অভিভাবক নিজ সন্তানের সাফল্য ক্রমাগতভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ করেন। যা অন্য মা'দের মনের উপর একরকম মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে। তখন তারা বাচ্চাদের কাছ থেকে সমমানের কৃতিত্ব পাবার জন্যে প্রতিযোগীতায় ঠেলে দেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও মতামত প্রকাশ নিয়েও চলছে প্রচুর সংঘাত-মনমালিন্য। সেই থেকে হতাশা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যা বাচ্চাদের মধ্যেও প্রভাব ফেলে। আমি মনে করি, একজন অভিভাবকের অভিভাবকত্ব বজায় রাখতে মানসিক প্রশান্তি ও সুস্থতার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।"

এ নিয়ে শাম্মী আক্তার হ্যাপী বলেন, "সোস্যাল মিডিয়ায় সময় দেয়ার আগে বাচ্চাদের সময় দেয়ার উপর ফোকাস করতে হবে। কারণ কম বয়েসী বাচ্চার মায়েদের কোন নির্দিষ্ট রুটিন থাকে না। তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়াতে শো-অফ হয় বেশি। কিছু বাবা-মা এসব দেখে খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া করে ফেলেন, যা ক্ষতিকর। অন্যদের সাথে নিজেকে তুলনা করার কোন দরকার নেই।" এরপর তিনি শিশুযত্নে নিজ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন যা অনেক দর্শকদের মন কাড়ে।

একজন নিয়মিত লেখক এবং অভিভাবকের জায়গা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার এবং পরিবার-বাচ্চাদের সময় দেয়ার বিষয়টি নিয়ে সোহানা নাজনীন জানান, "ভালো অভিভাবককে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়। বাচ্চাদেরকে যত্নের সময়টুকু আর নিজের জন্যে বরাদ্দ সময়টুকুতে কোনরকম গড়মিল থাকা চলবে না। পরিবারকে দেয়া সময়ের পরেও নিজের লেখালিখির সময়টুকু বের করে নেই আমি। বাসার সবাই যখন বাইরে থাকে তখন ফোন কল থেকে শুরু করে যাবতীয় সামাজিক মাধ্যমের কাজগুলো সেরে রাখি। সেজন্যে নিজেকে কখনোই দোষী মনে হয় না। অতিরিক্ত ব্যবহারে যখন পরিবারকে মনোযোগ দিতে পারবেন না তখন দাম্পত্য জীবনেও সেটা সমস্যার কারণ হতে পারে।"

কুলসুম আক্তার সুমী একই মতামত প্রকাশ করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা কি বা কাকে ফলো করতে পারি যা অভিভাবকত্বের জন্য ফলপ্রসূ-এ প্রশ্নের জবাবে সুমী বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা এমন কিছু ফলো করতে পারি, যা থেকে উন্নত উৎসাহমূলক কিছু শিখতে পারি। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মা কিভাবে তার বাচ্চাকে সাহায্য করে স্বাবলম্বী করে তুলছেন, এ ব্যাপারে আমি জানতে চাইবো। সেক্ষেত্রে আমি ওয়েব সাইট, সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপ, পেইজ বা পেরেন্টিং পোস্টগুলো ফলো করতে পারি। প্রতিটি বাচ্চাই আলাদা, তাদের সমস্যাও আলাদা। তাই ভালো প্যারেন্টিং কিংবা হাতে কলমেও শিখতে গেলে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রয়োজন আছে। যার যার প্রয়োজন মতো আমরা শিক্ষণীয় জিনিসগুলো ফলো করতে পারি।"

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার যে আমাদেরকে সব সময় নেতিবাচক কিছুই দেয়, তা নয়। বরং আমাদের সৃজনশীল কিছু করতেও সুযোগ দেয়, যা আমাদের মনকে প্রশান্তি দেয়। সেশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের একটি ইতিবাচক দিক কী হতে পারে- সে সম্পর্কে সোহানা নাজনীন বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। বাচ্চারা যখন বড় হয়েছে তখন তাদের পরিবর্তন সম্পর্কে জানা ছিল না। সেগুলো সম্পর্কে মিডিয়া থেকেই জেনেছি। নিজের কোন অসুস্থতায় বিস্তারিত জানার জন্যে সোশ্যাল মিডিয়ার আশ্রয় নিয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট হলো দ্রুত শিক্ষার জায়গা। এখানে অনেক উপকারী গ্রুপ বা পেইজ রয়েছে শিশুর মনোবিজ্ঞান, প্যারেন্টিং স্টাইল, স্বাস্থ্য ও পরামর্শমূলক আরও অনেক কিছু নিয়ে।"

এ নিয়ে সুমী বলেন, খারাপ কিছুর সাথে তুলনা করা খারাপ তবে ভালো কিছুর সাথে তুলনা করা খারাপ নয়। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আমার এক বন্ধু প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি পাঠাগার করেন যেখানে তিনি চারা বিতরণ করছিলেন। এ নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি পোস্ট করেন তখন আমার আরেক ব্যাংকার বন্ধু তাকে চারা কিনতে ৪০ হাজার টাকা ডোনেট করেন। এই যে তার চারা বিতরণের কার্যক্রম দেখে ব্যাংকার বন্ধুর ডোনেট করা, এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই তাকে উৎসাহ যোগিয়েছে।"

হ্যাপি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই প্রবাসে থেকে দেশের আত্বীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। মায়ের সাথে, শাশুড়ির সাথে কথা বলতে পারি। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ইতিবাচক দিক আছে তবে পরিবারে সময় দিয়েই অল্প সময়ের জন্য সেটা আমি ব্যবহার করি।"

সবশেষে এইচ বি রিতা বলেন, "অভিভাবক হিসাবে বাবা-মা দু'জনকেই শিশুযত্নে সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এটির ব্যবহারে যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি এর অতিরিক্ত ব্যবহার অভিভাবকদের সাথে সন্তানদের দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটি পরিবারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রাখা কোন সহজ কাজ নয়। এর জন্য একটি আত্মবিশ্বাসী অভিভাবকত্বের শৈলীর প্রয়োজন। কেউ যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে থাকেন, তবে নিজের স্ক্রীন টাইম সীমিত করাও একটি ভাল অভ্যাস হতে পারে। সেই সাথে আপনার সন্তানের স্ক্রিন টাইম সীমিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই বাচ্চারা আজকাল স্ক্রিন বা প্রযুক্তি নির্ভর। পড়াশুনার বাইরেও অনেক বাচ্চারা গেইমিং বা সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক বেশি সময় ব্যয় করে। যদি তারা আপনাকে সারাক্ষণ স্ক্রিনে থাকতে দেখে, তবে তারা আরো উৎসাহিত হবে। মনে রাখতে হবে, বাচ্চারা আমাদের স্বভাব অভ্যাসগুলি দত্তক নেয় দ্রুত, বিশেষ করে যা তাদের বিনোদন দেয়। তাই নিজেকেও সন্তানের সঠিক যত্নে মডেল হতে হবে।"

এভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক নিয়েই আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি প্রচার হয়ে থাকে ফেসবুক লাইভে।

শিখ নেতা খুনের অভিযোগে ভারতের গোয়েন্দাপ্রধানকে বহিষ্কার কানাডার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যার সঙ্গে ভারত সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে কানাডা। এ ঘটনার জেরে অটোয়ায় ভারতের গোয়েন্দাপ্রধানকে বহিষ্কার করেছে কানাডা। উল্লেখ্য ২০২৩ সালের জুন মাসে কানাডায় খুন হন দেশটির শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর।

ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ সম্প্রদায়ের খালিস্তান আন্দোলনের প্রতি কানাডায় বসবাসকারী শিখদের একটা অংশের সমর্থন রয়েছে। খালিস্তান আন্দোলনে কানাডা সরকারের সম্পৃক্ততার জেরে ইতিমধ্যে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

কানাডা সরকারের সবশেষ কূটনৈতিক পদক্ষেপটি অটোয়া-নয়াদিল্লির মধ্যকার সম্পর্ককে নাটকীয়ভাবে তলানিতে নিয়ে গেল।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার দেশটির পার্লামেন্টে বলেন, হরদীপ সিং খুনের সঙ্গে ভারতীয় এজেন্টদের যুক্ত থাকার বিষয়ে তাঁর সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। ট্রুডো আরও বলেন, 'কানাডার মাটিতে একজন কানাডীয় নাগরিককে হত্যার সঙ্গে বিদেশি সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি আমাদের সার্বভৌমত্বের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন।' বিষয়টি পরিষ্কার করতে সহযোগিতার জন্য ভারত সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান ট্রুডো।

কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানিয়া জোলি বলেন, এ ঘটনায় ট্রুডো সরকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছে।কোনো কর্মকর্তার নাম মুখে না নিয়ে মেলানিয়া জোলি বলেন, ' একজন জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কূটনীতিককে কানাডা থেকে বহিষ্কার করেছি।' মেলানিয়া জোলি আরও বলেন, যাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তিনি কানাডায় ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (র) প্রধান ছিলেন।

হরদীপকে 'ওয়ান্টেড' সন্ত্রাসী ঘোষণা করেছিল ভারত। গত ১৮ জুন কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের একটি শহরতলিতে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এটি কানাডার শিখপ্রধান এলাকা।

ভারতের ভ্রমণ সতর্কতাকে উড়িয়ে দিল কানাডা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কারের পর নাগরিকদের ভারত ভ্রমণে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছিল কানাডা। বিপরীতে ভারতও তাদের নাগরিকদের কানাডা ভ্রমণে সতর্কতা জারি করে। এবার ভারতের ওই ভ্রমণ বিষয়ক সতর্কতার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কানাডা।

বৃহস্পতিবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে কানাডায় ভারতীয় নাগরিকদের ভ্রমণ বিষয়ক পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছে অটোয়া। দাবি করেছে—কানাডা পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ দেশ।

কানাডার অভিবাসন মন্ত্রী মার্ক মিলার দেশটিতে অবস্থান করা এবং ভ্রমণরত ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমার ধারণা এটা সবাই জানেন যে, কানাডা একটি নিরাপদ দেশ।'

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে মার্ক আরও বলেন, 'আইনের শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ দেশ না হলেও যে কোনো মানদণ্ডে কানাডা সবচেয়ে নিরাপদ।'

এ অবস্থায় ভারতের ভ্রমণ বিষয়ক সতর্কতার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না অভিবাসন মন্ত্রী।

একই ধরনের মত দিয়েছেন কানাডার আবাসন ও অবকাঠামো মন্ত্রী সিন ফ্রেজার। তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি দেশ যা অভিবাসনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যদি আদিবাসী না হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চিতভাবেই আপনি অন্য কোনো অঞ্চল থেকে এখানে এসেছেন। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের বলতে পারি, এখানে যাদের সঙ্গে কথা বলছি—তারা কেউই শিখ, হিন্দু বা মুসলিমের ভিত্তিতে কোনো বিভাজন দেখতে চান না। তারা সবাই একসঙ্গে কানাডিয়ান হতে চান এবং সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তারা শান্তির বার্তা দিতে চান।'

সম্প্রতি খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা নিহত হওয়ার ঘটনাটিকে একটি ট্র্যাজেডি আখ্যা দিয়ে ফ্রেজার বলেন, 'অভিযোগগুলো খুব মারাত্মক। আমরা বিষয়টিকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছি। আমরা কানাডীয়দের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য সদা সতর্ক। বিদেশি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও কোনো হুমকি নেই, আমি জানি। তবে জননিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাস করা কানাডিয়ান পরিবার কিংবা গত মাসেও যারা এ দেশে এসেছেন—সব সময় তাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল চাই।'

কানাডার মাটিতে খালিস্তানপন্থী শিখ আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার জের ধরে সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছায় দেশটির। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করেন এবং দেশটিতে অবস্থান করা ভারতীয় গোয়েন্দা স্টেশনের প্রধানকে বহিষ্কার করে অটোয়া। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ট্রুডোর অভিযোগকে 'অযৌক্তিক' আখ্যা দেয় এবং ইটের বদলে পাটকেল হিসেবে কানাডার কূটনীতিক বহিষ্কার করে দিল্লি।

মিশিগানে তিনদিনব্যাপী বছরের শেষ মেলা অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট সিটির 'জেইন ফিল্ডে' গত ১৫, ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর (শুক্র, শনি ও রোববার) তিনদিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজকদের সুত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত অবধি মেলার কার্যক্রম চলেছে। মিশিগানে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, মা বাবাকে নিয়ে মেলা দেখার এটাই ছিল বছরের শেষ সুযোগ। তাই মিশিগান প্রবাসী বাঙ্গালিরা মিলিত হয়েছিলেন এ মিলন মেলায়। রোববার সন্ধ্যায় মেলায় মানুষের ঢল নেমেছিলো। ছন্দে বাঁধা প্রবাস জীবনের নগর ব্যস্ততায় মেলার সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার, আড্ডা দেবার ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। আয়োজকরা জানান, বাংলা, বাঙ্গালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, নতুন প্রজন্মকে জানানো ও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মেলা, সব মিলিয়ে এবারের এ মেলা ছিল ব্যতিক্রমী। আয়োজকরা এই প্রথম মেলায় রেসলিং এর আয়োজন করেছিলেন, দর্শক শ্রোতারা সরাসরি এ প্রতিযোগিতা দেখে আনন্দ উপভোগ করেছেন। এ মেলায় ব্যতিক্রমী কিছু

কার্যক্রম চোখে পড়েছে, এর মধ্যে হচ্ছে, এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক আইল্যান্ডার আমেরিকান কমুউনিটি'র উদ্যোগে (এপিআইএ) ভোটার রেজিষ্ট্রেশন। অনেকেই এখান থেকে ভোটার তালিকায় তাদের নাম নিবন্ধন করান, এছাড়াও এন,ওয়াই,এক্স নামক গাড়ীর যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানী মেলায় একটি স্টল দিয়েছেন, তারা এখানে চাকরি প্রত্যাশীদের নাম নিবন্ধন করছেন যাদেরে পরবর্তী সময়ে কাজের জন্য ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন ঐ কোম্পানির একজন কর্মকর্তা। মেলায় ছিল রকমারি দোকানপাট। সেসব দোকানে ছিল শাড়ী, গহনা, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিষ,খাবারের দোকান। মেলায় ছিল আকর্ষণীয় রাফেল ড্র। মেলাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে স্বেচ্ছাসেবকেরা কাজ করেছেন। মেলায় স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন এছাড়াও অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিলেন লোক গানের জনপ্রিয় শিল্পী শাহনাজ বেলী, কণ্ঠশিল্পী ইমরান, কনা এবং তাদের দলসহ আরো অনেকে।

কানাডায় খালিস্তান আন্দোলনে জড়িত আরেক নেতা খুন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজার হত্যা নিয়ে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতির মধ্যে আরেকজন খুন হয়েছেন। তিনিও খালিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িত। গতকাল বুধবার রাতে কানাডার উইনিপেগ শহরে দুটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তিনি নিহত হন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, সুখদুল সিং ওরফে সুখা দুনেকে একজন গ্যাংস্টার। তিনি সন্ত্রাসী আরশদীপ ডাল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ২০১৭ সালে পাঞ্জাবের মোগা শহর থেকে জাল পাসপোর্ট নিয়ে কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

গতকালই খালিস্তান আন্দোলন ও কানাডার সঙ্গে যুক্ত ৪৩ গ্যাংস্টারের যে তালিকা ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থা এনআইএর প্রকাশ করেছে, তাতে সুখদুল সিংকেও রাখা হয়েছে।

কানাডার নাগরিক হরদীপ সিং নিজারের হত্যার সঙ্গে ভারত সরকারের এজেন্ট জড়িত বলে গত সোমবার কানাডার পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মন্তব্যের পর ভারত-কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ট্রুডোর এই অভিযোগের পর অটোয়া ভারতীয় এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ভারতও কানাডার এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করে।

গতকাল ভারত কানাডায় তার নাগরিকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল জানায়, কানাডায় যেসব ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে নয়াদিল্লি উদ্বিগ্ন। কারণ, তাঁরা সেখানে রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত অপরাধ এবং সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, এমন অঞ্চল ও এলাকাগুলোতে ভ্রমণ না করতে ভারতীয়দের পরামর্শ দেওয়া হয়।

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 22 - 28, 2023) | Promo Code : PSP38
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)
SALE $4.99/LB CUT OFF WHOLE REGULAR GOAT
SALE $2.99/LB CHICKEN THIGH
SALE $14.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $23.99/EA 20 LB ROYAL SELLA BASMATI RICE
SALE $11.99/EA SHAHI HALAL QUAILS
SALE $13.99/EA SIZE 8/10 HILSHA CK/A&A BRAND
SALE 3/$5.00 SHAHAJALAL DAL PURI / ALU PURI / SINGARA
SALE $6.99/EA 30 PCS SHAHI PLAIN PARATHA
SALE $1.79/LB SIZE 2 KG ROHU CK BRAND
SALE $2.49/LB SIZE 1 KG TILAPIA
SALE $3.99/EA RONZONI PASTA (ASSORTED)
SALE $3.99/EA DANISH LEXUS VEGETABLE CRACKER BISCUIT
SALE $6.99/LB NO CUT WHOLE FRESH SALMON
SALE $1.99/EA 300 GM OWNER DRY CAKE
SALE $13.99/EA 3 LITER PREEMAS POMACE OLIVE OIL
SALE $7.99/EA 2.2 LB NESTLE COFFEE MATE
SALE $3.99/EA 100 TEA 25 FREE EXTRA VITAL TEA
SALE 59¢/LB YELLOW BANANA
SALE 3/$5.00 354 ML KRASDALE EVAPORATED MILK
SALE 3/$5.00 ONE DOZEN MEDIUM BROWN EGGS
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
Premium Supermarket
SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW
FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023
BELLEROSE
SABU
SARIF
ZULKAR NAIN
TEL: 347-657-8911
BRONX
SHIREEN
ARUSH KHAN
MOHAMMED ISLAM
TEL: 34-658-0134
JAKSON HEIGHTS
AZAD NAHAYEN
MD MONIRUZZAMAN
AFTAB SHEKDER
TEL: 347-658-4362
JAMAICA
MD ARIFUL ISLAM
MOHAMMED MAZUMDER
MOHAMMED NASIR
TEL: 347-626-8798
OZONE PARK
ABU THAER
ELIZABETH DIANE
MASHUQUE AHMED
TEL: 347-658-0972
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY
WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি
● Chicken Curry ● Goat Curry ● Shrimp Curry ● Chili Chicken ● Chicken Roast
● Fish Curry (at your Choice) ● Mixed Vegetables ● Rice Pudding
Premium Special Sweets
GOAT BIRYANI
BEEF TEHARI
CHICKEN BIRYANI
BEEF CURRY
Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE
PREMIUM SWEETS & RESTAURANT CONTACT WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-626-8341, 718-239-9500
HALAL
www.premiumsweetsus.com

তারেক রহমানকে কেন এত ভয়?

আশিক ইসলাম

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Fear is a sickness অর্থাৎ ভয় একটি অসুখ। একবার আওয়ামী সমর্থিত শিক্ষিত এক সাংবাদিক, আওয়ামীলীগ এবং তারেক রহমান নিয়ে নানা আলোচনা যুক্তি তর্কের পর আমাকে বলেছিলেন, 'They are permanently infected with deep fear; they will carry it until they die, তারা স্থায়ীভাবে গভীর ভয়ে আক্রান্ত, আমৃত্যু তারা এটা বহন করবে'।

আমি জানি, যদি সেই সাংবাদিকের নাম বলি তিনি অস্বীকার করবেন। কারন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে আওয়ামীনীতি অনুস্বরন করা। তারেক রহমানের কোন ভালো কথা বা কাজ স্বীকার করা মানে আওয়ামী প্রগতি বিরোধী।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তারেক রহমানকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায় কে? মুহুর্তেই উত্তর আসবে আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনা। আর যেহেতু ভয় একটি সংক্রামিত আসুখ। তাই তারেক ভীতি গভীরভাবে সংক্রামিত হয়েছে, আওয়ামী প্রেসিডিয়াম সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সাংস্কৃতিক বিচারক এমনকি কর্মী সমর্থকের মধ্যেও। কিন্তু কেন তাদের এত ভয়? কেন তারা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করতে এত ব্যাস্ত?

আসুন একটু প্রথম থেকে শুরু করি-

১। ১৯৮১ সালের প্রথম দিক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দারা গান্ধীর আমন্ত্রনে ভারত সফরে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। সেই সফরে দিল্লিতে ইন্দারা গান্ধীর সরকারি বাসভবনে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শেখ হাসিনা তথা শেখ মুজিবের জীবিত দুই কন্যাকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে সাহায্য করার জন্য ইন্দারা গান্ধী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে অনুরোধ করেন। জিয়াউর রহমান বলেন, 'তাদের দেশে ফিরে যেতে কোন অসুবিধা নেই। তাদের সকল সম্পতি যা সরকারের হেফাজতে রয়েছে তা ফেরত দেয়া হবে এবং সরকার তাদের নিরাপত্তা দিবে।' কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সানডে পত্রিকায় ছবিসহ সম্পুর্ণ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল।

জিয়াউর রহমান সরকারের সহযোগিতায় ১৭ মে ১৯৮১ শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। শেখ হাসিনা দেশে ফেরার ২ সপ্তাহের মধ্যে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন। কথিত আছে, জিয়াউর রহমান নিহত হবার দিন শেখ হাসিনা বিদেশে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের কাছে শেখ হাসিনার দেশে আসা এবং জিয়াউর রহমানের নিহত হবার ঘটনা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও জিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে তখনই শেখ হাসিনার প্রতি হত্যার অভিযোগ বা কোন অঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়নি। বরং শেখ হাসিনা তার কার্যকলাপে প্রমান করেছেন, তিনি কতটুকু জিয়া এবং জিয়া পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে চান। আজ অবধি শেখ হাসিনা জিয়া এবং জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে লাগাতার মিথ্যাচার করছেন। অশোভন উক্তি করছেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় বসেই সবার আগে জিয়াউর রহমানের মাজারে যাবার ঝুলন্ত সেতু সরিয়ে দিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত লক্ষ কোটিবার জিয়াউর রহমান এবং তার পরিবারকে নিয়ে আপমানজনক-অবান্তর, অযৌক্তিক-অবাস্তব অসত্য কথা বলেছেন শেখ হাসিনা। সড়ক থেকে জিয়াউর রহমানের নাম মুছে দিয়েছেন, বিমান বন্দর থেকে জিয়াউর রহমানের নাম সরিয়ে দিয়েছেন, জিয়ার মাজারে জিয়ার লাশ নেই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন, জিয়ার মাজার সরিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছেন, ইতিহাস থেকে জিয়ার নাম ও কীর্তি মুছে ফেলার সকল চেষ্টা করেছেন। এত কিছু করেও পারেননি বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় থেকে জিয়াউর রহমান এবং জিয়া পরিবারের ভালোবাসা মুছে ফেলতে। বরং মৃত জিয়াকে অপমান করে, জিয়া পরিবাকে অপমান করে, অপদস্থ করে, ঘর ছাড়া করে, জেলে ভরে, জিয়া অনুসারী নেতা কর্মী সাধারন নিরিহ মানুষকে মামলা হামলা খুন করে বাংলাদেশের মানুষের মনকষ্ট দিয়ে ঘৃণার পাত্রীতে পরিনত হয়েছেন জনবিচ্ছিন্ন কথিত জননেত্রী শেখ হাসিনা।

কিন্তু কেন শেখ হাসিনার এত আক্রোশ জিয়া এবং জিয়া পরিবারের প্রতি?

ইতিহাস সাক্ষী, নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাপুর্ব বাংলাদেশের অন্যতম একজন জনপ্রিয় নেতা। ইতিহাস এও সাক্ষী দেয় যে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে শেখ মুজিবুর রহমান যেখানেই ব্যার্থ হয়েছেন, সেখানেই সফল হয়েছেন জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারন মানুষের ভাগ্যান্নয়ন থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গন, রাজনীতি অর্থনীতি সব ক্ষেত্রে। যা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেন না শেখ হাসিনা। হীনমন্যতায় ভোগেন। প্রতি নিয়ত নিজেকে, নিজের দলকে ক্ষুদ্র ভাবেন। নিরপেক্ষ বিচারে শেখ হাসিনার চোখে পিতা শেখ মুজিবের চেয়ে অনেক বেশি কীর্তিমান মাহানায়ক হিসাবে দেখাদেয় জিয়া। জনপ্রিয়তা শ্রদ্ধা ভালোবাসায় বেগম খালেদা জিয়া তার থেকে সহস্র মাইল এগিয়ে। মা হিসাবে শেখ হাসিনাই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন তার নিজ সন্তানদের চরিত্র, বদঅভ্যাস, সামাজিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাদের গ্রহন যোগ্যতা। আর তাই প্রতিনিয়ত শেখ হাসিনা, জিয়া এবং জিয়া পরিবারকে ছোট করে নিজে, নিজ পিতা ও পরিবারকে বড় করতে চান। রক্তচক্ষু দেখিয়ে, আইন করে, জেল জুলুম হত্যার মধ্যদিয়ে দেশবাসির ভালোবাসা আদায় করতে চান।

২। শেখ হাসিনা ও তার কূচক্রি প্রভুরা ধারনা করেছিলো, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধারার মৃত্যু ঘটবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা, নকল জাতীয়তাবাদী এরশাদকে দিয়ে বিনষ্ট করা হবে। এরশাদকে স্বৈরচার বলা হয়। অথচ এই স্বৈরচারকে ৯ বছর ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষ্যভাবে সহযোগিতা করেছেন শেখ হাসিনা। এরশাদের সাথে লংড্রাইভে গিয়েছেন। দফায় দফায় এরশাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন। নিজ দল আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীর সাথে বেঈমানী করেছেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পেছন থেকে ছুরি মেরেছেন। অর্থের বিনিময়ে নিজ দল এবং জোট ঘোষিত আন্দোলনে অনুপস্থিত থেকেছেন। বার বার চেষ্টা করেছেন তৎকালীন বিএনপি'র সিনিয়র নেতা এবং গৃহবধূ থেকে রাজনীতিতে সদ্য আসা বেগম খালেদা জিয়াকে বিপাকে ফেলতে।

কিন্তু দিন শেষে দেখা যায়, এরশাদ বরোধী আন্দোলনে ইতিহাসের পাতায় বেগম খালেদা জিয়া যায়গা করে নেন আপোষহীন নেত্রী হিসাবে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার ললাটে জুটে স্বঘোষিত 'জাতীয় বেইমান' খেতাব। বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্বের আড়ালে ম্লান হয়ে যায় শেখ হাসিনার নেতৃত্ব।

৩। এরশাদের পতনের পর, বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথমবারের মত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পুর্বে শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছিলেন, 'বিএনপি ১০টির বেশী আসন পাবে না।' তবে এ কথা ঠিক, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে বিএনপিকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিলো। আওয়ামী প্রচারনার সামনে বিএনপির প্রচারনা ছিলো খুবই দুর্বল। নির্বাচনের আগেই শেখ হাসিনা এবং তার দল প্রচার করতে থাকে তারই ক্ষমতায় আসছে। এমনকি সম্ভাব্য আওয়ামী মন্ত্রীসভার তালিকা প্রকাশ পায় সংবাদপত্রে।

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিএনপি সরকার গঠন করে। বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে প্রার্থী হয়ে ৫টিতেই জয় লাভ করেন। তরুণ তারেক রহমান মায়ের নির্বাচনী আসনগুলির কোয়াডিনেটরের ভুমিকা পালন করেন। ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ১৪০টি এবং আওয়ামীলীগ ৮৮টি আসনে জয় লাভ করে। শেখ হাসিনা ৫ টিতে প্রার্থী হয়ে ৩ টি আসনে পরাজিত হন।

উন্মাদ হয়ে পড়েন শেখ হাসিনা। বেগম খালেদা জিয়া যেদিন প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন, শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, 'বিএনপিকে এক দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দিবো না।' শেখ হাসিনা তার কথা রেখেছেন- দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য ১৮৬ দিন হরতাল করেছেন। লাগাতার সংসদ বর্জন করেছেন। জনতার মঞ্চ করে প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন। বিদেশে দেশের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করেছেন। সংসদে, সংসদের বাইরে প্রতি মুহুর্তে বেগম খালেদা জিয়ার নামে মিথ্যাচার করেছেন। কটূক্তি করেছেন, অশালীন ভাষায় গালাগালি করেছেন, পরোক্ষভাবে হত্যার হুমকী দিয়েছেন। এমন কোন ইতর ভাষা নেই যা তিনি ব্যাবহার করেননি। এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যও বেগম খালেদা জিয়াকে দায়ী করেছেন।

নিজের এবং পারিবারিক শিক্ষার কারনে, বেগম খালেদা জিয়া ১ বারের জন্যও শেখ মুজিব বা শেখ হাসিনাকে নিয়ে কোন বাজে মন্তব্য বা কথা বলেননি।

৪। ৯৬'তে জামাতের সাথে আতাত করে আওয়ামীলীগ ক্ষমায় আসে। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পেয়েছিলো ১৪৬টি আসন। বিএনপি পায় ১১৬টি আসন। ক্ষমতায় এসেই কমিশন বানিজ্য শুরু করেন শেখ হাসিনা। ক্রয় করেন অকেজো মিগ ২৯, ফ্রিগেড। দেশকে পৈত্রিক তালুকে পরিনত করেন। নিয়মিত চাঁদা নিতে থাকেন দেশের সকল পর্যায়ের ছোট-বড় ব্যাবসায়িদের কাছ থেকে। নগদে এবং চেকের মাধ্যমে তিনি যে নিয়মিত ঘুষ নিতেন তা প্রকাশ করে দিয়েছেন নূর আলি, আব্দুল জলিল, শেখ সেলিম, আব্দুল আওয়াল মিন্টু এবং ওবায়দুল কাদের।

১ টাকার বিনিময়ে গণভবন নিজের নামে লিখে নিয়েছিলেন। ছোট বোন রেহেনাকে দিলেন সরকারি অন্য একটি ভবন। বেগম খালেদা জিয়ার বিরোধিতা, জনগণের কটূক্তি আর সংবাদপত্রের উপহাসে পরিনত হলেন শেখ হাসিনা। রাগে ক্ষোভে গণভবন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। পত্রিকা অফিসে তার পেটোয়া বাহিনী দিয়ে হামলা করালেন। শপথ নিলেন বেগম খালেদা জিয়াকেও একদিন ঘর ছাড়া করে ছাড়বেন। নিজেকে সবার চেয়ে জ্ঞ্যানী বানাতে শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশ থেকে ডজনখানেক ডক্টরেট ডিগ্রি ক্রয় করলেন। দেশের জ্ঞ্যানী গুনীদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলতে থাকেন। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের নাম ধরে গালাগালি করলেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমকে দিয়ে আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করালেন। সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে বস্তি বসিয়ে দিলেন। ডঃ কামালের বাসার সামনে কয়েক ট্রাক সিটি কর্পোরেশনের মায়লা ফেলা দিলেন। দুর্গন্ধে এলাকাবাসী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিলো। শুধুমাত্র একটি এলাকা বা পরিবেশ নয়, শেখ হাসিনা তার দুর্গন্ধযুক্ত মুখের ভাষায় দেশের রাজনীতিকেও কুলষিত করে তোলেন। বস্তির নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত মহামুর্খের মত সংসদে দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার করেছেন, বেগম জিয়ার অসুস্থতাকে নিয়ে পরিহাস করেছেন, ব্যাঙ্গ করেছেন।

কিন্তু বেগম জিয়ার ভাবমুর্তিতে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেননি শেখ হাসিনা। দেশবাসীর কাছে শেখ হাসিনা বাচাল এবং ফালতুতে পরিনত হয়েছেন। আদালত শেখ হাসিনাকে 'রং-হেডেড' আখ্যায়িত করেছে। অন্যদিকে বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের মানুষ 'দেশনেত্রী' উপাধি দিয়েছেন।

৫। ২০০১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিক্রমার মধ্যদিয়ে জাতীয় রাজনীতির অন্যতম আলোচিত ব্যক্তিতে পরিনত হন তারেক রহমান। আওয়ামীলীগের সাজানো প্রশাসন এবং কালো টাকার বিপরিতে বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, তারেক রহমানের দূরদৃষ্টি, বিচক্ষনতা, বৈজ্ঞ্যানিক পরিকল্পনা এবং কঠোর পরিশ্রমে বিএনপি ১৯৩ টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে আওয়ামীলীগ জয়লাভ করে ৬২ টি আসনে ।

শেখ হাসিনা আর তার প্রভু গোষ্ঠী এই পরাজয় কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয় তাদের নুতন পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, নুতন মিশন। 'টার্গেট তারেক' মিশন। চার ধাপে এই মিশন বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথমে পরিকল্পিত ভাবে প্লট তৈরী করে রাজধানী ঢাকা সহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরের বাতাসে মিথ্যা ছড়িয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগ নেতারা সেই মিথ্যাচার নিয়ে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে জনসমাবেশে বক্তব্য বিবৃতি দিতে থাকে। তৃতীয় ধাপে আওয়ামীলীগ নেতাদের বক্তব্য পুজি করে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী এবং মিডিয়া সেই মিথ্যাচার নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি শুরু করে। চতুর্থ এবং ফাইনাল ধাপে প্রচারিত সকল মিথ্যাচার একসাথে ইংরেজী অনুবাদ করে, সিডি ভিডিও এবং বুকলেট বানিয়ে বিদেশীদের কাছে তারেক রহমান, বিএনপি সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লাগাতার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে আওয়ামীলীগ। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সে সময় বিএনপির ২/১ জন নেতা নিজ স্বার্থে অথবা বুঝে কিংবা না বুঝেও আওয়ামী ফাদে পা দিয়েছিলেন।

শেখ হাসিনা ধারাবাহিক ভাবে তারেক রমানকে আক্রমন করেছেন, মিথ্যাচার করেছেন, অবান্তর কথা বলেছেন। তারেক রহমান বার বার বলেছেন, 'আমি আপনার সন্তানতুল্য, আপনার ভাষায় আপনার কোন কথার প্রতিবাদ করা আমার সাজে না। যদি আমার বিরুদ্ধে প্রমান সহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তবে তা প্রকাশ করুন, মিডিয়ার সামনে আনুন, আমি জবাব দিবো'। কিন্তু ঐ যে, চোরে শোনে না ধর্মের কথা। শেখ হাসিনাও শেনেননি এবং থামেননি। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারেক রহমান নিজেই আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আওয়ামী মিথ্যাচার প্রমানে শেখ হাসিনা এবং আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ পাঠিয়ে ছিলেন। বিএনপির বেশ কিছু তরুণ ব্যারিস্টার ও আইনজীবী তারেক রহমানের পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, নাসিরুদ্দিন আহমেদ অসীম, কায়সার কামাল, সানাউল্লাহ মিয়া, মাসুদ তালুকদার প্রমুখের সাথে সেখানে আমিও ছিলাম। আমার স্পশট মনে আছে, আইনের বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে হাসিনা এবং জলিলের উত্তর না আসায়, পরবর্তি পদক্ষেপের সময় তৎকালীন বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া আমদেরকে বলেছিলেন, রাজনৈতিক বক্তব্য আদালত অঙ্গনে না নেয়াই ভালো।

ঘৃণাকে ভালোবাসার মাধ্যমে জয় করার চেষ্টা করেছিলেন তারেক রহমান। ২০০৪ সালে শেখ হাসিনা পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় দেশে আসেন এবং আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে বলা হয় তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হবেন। জয়কে সধুবাদ জানিয়ে তারেক রহমান ফুল মিষ্টি এবং একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এমপি জহিরুদ্দিন স্বপনের নেতৃত্বে আমি এবং রকিবুল ইসলাম বকুল গিয়েছিলাম সুধা সদনে। আমদেরকে ঢুকতে দেয়নি। বাড়ির গেইটে সুধুমাত্র চিঠি রেখে ফুল ও মিষ্টি ফেরত দেয়া হয়েছিলো। আমাদের সাথে এতই জঘন্য আচরন এবং হেনস্থা করা হয়েছিলো যে, পুলিশ কল করে পুলিশের সহায়তায় আমাদেরকে ফেরত আসতে হয়েছিলো।

২০০৪ সালের ২৭ জানুয়ারী বিএনপির ফরিদপুর ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে তারেক রহমান টুঙ্গি পাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন। সেখানেও ঘটে এক নেক্কার জনক ঘটনা। তারেক রহমান ও তার সফর সঙ্গীদের উপস্থিতিতে প্রথমে মাজার প্রাঙ্গনের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়া হয়। মাজার জিয়ারত করতে চাইলে বলা হয়, মাজার তালা দেয়া এবং খাদেম নাই। তারেক রহমান বলেন তিনি অপেক্ষা করবেন, খাদেমের খোজ করুন। সে সময় তারেক রহমানের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা কভার করতে ঢাকা থেকে আসা ২৩ জন সাংবাদিক। অন্ধকারে টিভি সাংবাদিকদের ক্যামেরার আলোয় মানুষ জড়ো হতে থাকে। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষার পরা খাদেম মাজারের তালা খুলে দেন।

আমি যে গাড়িতে ছিলাম সেখানে ছিলেন, সাংবাদিক আনোয়ার আলদীন, ফরিদ আলম, বাসির জামাল, লিটন ভাই, সালেহ শিবলী, বর্তমান কৃষকলীগ নেতা আরিফুর রহমান দোলন প্রমুখ। ফেরার পথে মাইক্রোবাসে আলোচনার বিষয় ছিল- বাংলাদেশে সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে জিয়া পরিবার এবং বিএনপি যে পরিমান চেষ্টা করছে তার এক ভাগও যদি শেখ হাসিনা ও তার দল এগিয়ে আসতো তাহলে আজ দেশ ও জনগণের ভাগ্যের অবস্থা আরো উন্নত হত। কেও একজন স্বরন করেন, ৯১ এ বেগম জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী সে সময় হাসিনা পুত্র জয়, ঢাকা শহরে মাতাল অবস্থায় গাড়ী এক্সিডেন্ট করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলো। বেগম জিয়ার নির্দেশে কোন মামলা হয়নি, ওয়ার্নিং দিয়ে পুলিশ জয়কে বাসায় পৌছে দিয়েছিল। শুধুমাত্র মুজিব পরিবারের সম্মান এবং একটা বাচ্চা ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মহানুভবতা দেখিয়ে ছিলেন বেগম জিয়া।

দিন যত গড়িয়েছে, শেখ হাসিনার মধ্য থেকে মানবীয় গুনের পরিবর্তে দানবীয় গুণ বেড়েছে। উন্মাদ হয়েছেন, ক্রুদ্ধ হয়েছেন। জিয়া এবং জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছেন, লাগামহীন বিশদ্গার করেছেন। অন্যদিকে, আপনমনে তারেক রহমান নিজের কাজ করে গেছেন। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে সবনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের আসহায় দুখি মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। গরিবের সন্তানেরা যেন শিক্ষা লাভ করে তার ব্যাবস্থা করেছেন। আর্ত-পীড়িতের সেবা করেছেন। কৃষক শ্রমিক, ছাত্র যুবক থেকে শুরু করে গৃহিণী এবং গ্রামের সাধারণ মহিলাদের সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছেন।

জিয়া এবং বেগম খালেদা জিয়ার সফলতার পর তারেক রহমানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা শেখ হাসিনার বুকে আরো জ্বালা ধরিয়েছে। তার প্রভুদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। শেখ হাসিনা ও তার কায়েমী শক্তি 'তারক ঠেকাও' আন্দোলন আরো বেগবান করেছে। এজেন্ডা বাস্তবায়নে অকল্পনীয় অর্থ ব্যয় করেছে। লগি-বৈঠার তান্ডব ঘটিয়েছে, প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে ১/১১ জন্ম দিয়েছে। দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের মুল টার্গেট ছিলো জিয়া পরিবার ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

দেশী-বিদেশী চক্রান্ত এমন পর্যায়ে ছিলো যে, তারেক রহমান গ্রেফতার হওয়ার আগের দিন একজন রাষ্ট্রদূত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, কেন তারেক রহমানকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। ৭ মার্চ ২০০৭ অন্যায়ভাবে কোন মামলা ছাড়াই তারক রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ১/১১ এর কুশীলবেরা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে নেক্কারজনক মিথ্যাচার করে। সে সময় আওয়ামী বুদ্ধিজীবী আবুল বরকাত বলেন, গত ৫ বছরে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ ক্ষাত থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে। জাতির উদ্দেশ্যে জেঃ মঈন একই কথা বলেন। অথচ ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা, কর্মচারির বেতন ও উন্নয়নের মোট বাজেট ছিলো ১৩ হাজার ৪ শত ৮৭ কোটি টাকা। ওরা চেয়েছিল তারেক রহমানকে হত্যা করতে। চীর জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে। তারেক রহমানের চরিত্রে এমন ভাবে কালিমা লেপন করতে যেন তিনি আর রাজনীতিতে ফিরে না আসেন। সে সময় আওয়ামী মুখপাত্র ইকবাল সোবহান সহ কয়েকজন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন, তারেক রহমানকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য মুক্তি দিলে ১/১১ এর স্প্রিট নষ্ট হবে, ১/১১ এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

কি দোষ তারেক রহমানের? তিনি কি শেখ হাসিনার মত চেকে এবং নগদে কাওর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন? চাঁদা বাজি করেছেন? শেখ হাসিনা-রেহেনার মত কমিশন খেয়েছেন? মুজিব পুত্রের মত ব্যাংক ডাকাতি করেছেন? কাওর ব্যাবসা বানিজ্য, বাড়ি-ঘর দখল করেছেন? শেখ হাসিনার ন্যায় মানুষ খুনের হুমকী দিয়েছেন? শেখ হাসিনার ন্যায় দেশের জ্ঞ্যানী গুনী মানুষকে অসম্মান করেছেন? অপমানিত করেছেন? এমন কোন অভিযোগ তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কেউ দেখাতে পারবে না। বরং যে ব্যাক্তি যত বড় বা খুদ্রই হোক না কেন, যারাই তারেক রহমানকে এক বারের জন্যও কাছ থেকে দেখেছেন, তার সাথে কথা বলেছেন, তার সাহচার্য লাভ করেছেন তারা সকলেই তারেক রহমানের সলাজ অমায়িক ব্যাবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। স্বীকার করেছেন তারেক রহমান ভদ্র বিনয়ী এবং বিচক্ষন। তারেক রহমান জিয়াউর রহমানের প্রতিচ্ছবি।

৬। বিশাল পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুকুর যদি ঘেও ঘেও করে এতে পাহাড়ের বিশালতা কমে না। তারেক রহমান সেই বিশাল পাহাড়। আর এ কারনেই শেখ হাসিনা এবং আওয়ামীলীগের নির্লজ্য মিথ্যাচার, অসভ্য ভাষার বিপরিতে এখন পর্যন্ত তিনি কোন অশালীন ভাষা ব্যাবহার করেননি। পারিবারিক ঐতিহ্যের গুনে তিনি অসম্মান করার শিক্ষা পাননি। তারেক রহমান বিশ্বাস করেন সত্যের চেয়ে বড় কোন সুন্দর্য নেই। সত্যের আলোয় অসত্য অস্থায়ী হয়। সত্য যত বেশি প্রকাশ পায়, মিথ্যা পুজারিদের বিরুদ্ধে তত বেশি প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। আর তাই যুক্তি সহকারে, প্রমান দিয়ে তিনি শুধুমাত্র আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের লেখার উদ্রিতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামীলীগের ভুমিকা, শেখ মুজিবের ভুমিকা প্রকাশ করেছেন। কোন কথা তিনি নিজ থেকে বলেননি। বইয়ের নাম, লেখক, পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করে তিনি সত্য তুলে ধরেছেন দেশবাসীর সামনে। যুক্তি ও প্রমান দিয়ে আওয়ামীলীগ তারেক রহমানের কোন কথার জবাব দিতে পারেনি। শেখ হাসিনা বা আওয়ামীলীগের পক্ষে যেমন সম্ভব নয় প্রমান দিয়ে তারেক রহমানের বক্তব্য খন্ডন করা। তেমনি সম্ভব নয় এক সাথে তাদের লেখকদের প্রায় ৩৬ টি বই ব্যান্ড করে দেয়া। এই সকল বই থেকেই তারেক রহমান আয়নায় দেখিয়ে দিয়েছেন আওয়ামীলীগের চেহারা।খুলে দিয়েছেন তাদের মুখোশ।

১১ জুন ২০১৪ মালয়শিয়ায় দেয়া এক বক্তব্যে তারেক রহমান বলেছিলেন, ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার দুই সপ্তাহর মধ্যে জিয়াউর রহমান খুন হন। সেদিন শেখ হাসিনা বোরখা পরে কুমিল্লা দিয়ে দেশ ত্যাগের চেষ্টা করেছিলেন কেন? তারেক রহমান আরো কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন, কথিত বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমী ৫৭ জন সেনা অফিসার হত্যা ও শেখ হাসিনার ভুমিকা নিয়ে।

তারেক রহমানের এ সকল প্রশ্নের কোন যৌক্তিক জবাব নেই আওয়ামীলীগের হাতে। শেখ হাসিনা জানে, এমন প্রশ্ন যত উঠবে ততই তারা রাজনৈতিক সংকটে পড়বে, দেশের মানুষের ক্রোধের শিকার হবে। দল ও নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে তারেক রহমানের মুখ বন্ধ করে দেয়া শ্রেয় ভেবেছেন শেখ হাসিনা। ৭ জানুয়ারী ২০১৫ শেখ হাসিনার পোশ্য আদালতের মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রাচারের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। গত ৮ বছর দেশের কোন পত্রিকায় তারেকে রহমানের কোন বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তাতে কিচ্ছু আসে যায়না। শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে তারেক রহমানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। সামাজিকমাধ্যমে মানুষ আরো বেশি আপন করে নিয়েছেন তাদের প্রিয় নেতাকে।

তারেক ভীতি এতটাই পেয়ে বসেছে যে, এখন আদালতের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্মে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে শেখ হাসিনা।

আমরা অতীতে দেখেছি, বিশ্বের অনেক দেশে নিখাদ দেশপ্রেমিক জাতিয়তাবাদী নেতাকে দেশের জন্য, জনগণের জন্য কঠিন কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় অনেক বেশি চড়া মুল্য দিতে হচ্ছে জিয়া পরিবারকে। তারেক রহমান তার পিতা হারিয়েছেন, ভাই হারিয়েছেন, ৭৭ বছর বয়সী ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী আসুসস্থ মা জেলে, নিজে বিদেশে নির্বাসিত এবং শেখ হাসিনার সর্বশেষ জিঘাংসার স্বীকার তারেক স্ত্রী, ডঃ জোবায়দা রহমান।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, স্বৈরাচার কখনো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। অমানিশা শেষে ভোরের সুন্দর আলোয় একদিন ইতিহাসের অতল গহ্বরে স্বৈরচার নিজেই হারিয়ে যায়। টিকে থাকে একমাত্র জাতীয়তাবাদী শক্তি।

(লেখক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সি. সহকারী প্রেস সচিব)

প্রধানমন্ত্রী কাল জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে রোহিঙ্গা, জলবায়ু প্রসঙ্গ তুলে ধরবেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল (শুক্রবার) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। জাতিসংঘ সদর দফতরের জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলে সাধারণ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিষয় তুলে ধরবেন।

শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ভাষণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সপ্তদশ বারের মতো ইউএনজিএ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেবেন।

এ বছরের ইউএনজিএ'র মূল প্রতিপাদ্য হলো : 'আস্থা পুনর্গঠন ও বিশ্বব্যাপী সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা: সকলের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে ত্বরান্বিতকরণ পদক্ষেপ।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশন ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছেন।

তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন এবং সেখানে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। ওয়াশিংটন সফর শেষ করে ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করবেন এবং অবশেষে ৪ অক্টোবর দেশে ফিরবেন।

ফক্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন মারডক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফক্স করপোরেশন ও ফক্স নিউজের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন আমেরিকার মিডিয়া টাইকুন রুপার্ট মারডক। সংবাদমাধ্যম সিএনএন বলছে, আজ বৃহস্পতিবার কর্মীদের পাঠানো এক মেমোতে এই ঘোষণা দেন তিনি। ৯২ বছর বয়সী রুপার্ট মারডক সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় এবার দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই একক চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছেন তাঁর ছেলে ল্যাচলান মারডক।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে শুরু হচ্ছে বাণিজ্য মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলা-২০২৩'-এ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ৫০ জন উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করবেন। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি প্রতিনিধি দল অংশ নিবেন। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডাম সহ গুরুত্বপূর্ণ লোকজন এতে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে। নিউইয়র্কের হিলটন মিডটাউন হোটেলে ২২ -২৩ সেপ্টেম্বর এই আয়োজন করছে ইউএসএ-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স।ইউএসএ-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও বিশ্বজিত সাহা বলেন, সপ্তমবারের এই আয়োজনের প্রতিপাদ্য সুযোগের উন্মোচনে স্মার্ট অর্থনীতি। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজনটি সফল করতে সার্বিক সহযোগিতা করছে। এতে প্রায় ১২০টি স্টল অংশগ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোক্তাদের ৮০টি স্টল এবং বাকি স্টল গুলো আসবে বাংলাদেশ থেকে । এছাড়া দুই দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী , ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সেক্টরের অর্ধশতাধিক ব্যক্তিবর্গ এই আয়োজনে অংশ নিবেন ।গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও মার্ক জেফি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্যই এই আয়োজন। এতে বাংলাদেশি পণ্যের স্টল ছাড়াও আইটি এবং আমেরিকায় বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বজিত সাহা আরো বলেন, এবারের আয়োজনে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কিভাবে বাড়ানো যায় তার উপর। নিউ ইয়র্ক সিটির বাঙালি অধ্যুষিত চারটি বরোতে হবে রেমিটেন্স রোড শো। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাড়াতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এতে অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের , ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, রেমিটেন্স সংক্রান্ত অ্যাপ সার্ভিস, মানি এক্সচেঞ্জ হাউস এবং রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনাররা অংশগ্রহণ করবেন এতে। অনুষ্ঠানে ৩০০ রেমিট্যান্স প্রেরককে আমন্ত্রণ জানানো হবে । তাদের মধ্য থেকে সেরা ১০ জনকে দেওয়া হবে রেমিট্যান্স পুরস্কার ।বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলা-২০২৩'- এর আহবায়ক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস, নিউ ইয়র্ক স্টেটের কম্পট্রোলার থমাস পি. ডিনাপোলি এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে সবাইকে উৎসাহিত করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন।

৫ মার্কিনির মুক্তি, ৬০০ কোটি ডলার ফেরত পেল ইরান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানে বন্দী থাকা মার্কিন নাগরিকেরা মুক্তির পর কাতারের দোহায় বিমান থেকে অবতরণ করছেন। ছবি: এএফপিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বন্দিবিনিময় চুক্তির আওতায় আজ সোমবার পাঁচ মার্কিন নাগরিককে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে ইরান। তাঁরা কাতারের দোহা বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। তাঁদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এপি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও পাঁচ ইরানিকে মুক্তি দিয়েছে। তা ছাড়া এ চুক্তির আওতায় ইরানের জব্দ করা বিপুল অর্থও ফেরত দেওয়া হয়েছে।

ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর মোহাম্মাদ রেজা ফারজিন বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় আটকে থাকা ৬০০ কোটি ডলার আল আহলি ও দুখান ব্যাংকের ইরানি অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। কাতারের ওই দুই ব্যাংকে ইরানের ছয়টি অ্যাকাউন্টে এসব অর্থ জমা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় আটকে থাকা ইরানি অর্থ ছাড় প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় উরি ও আইবিকে ব্যাংকের পাশাপাশি মেল্লাত ব্যাংকের সিউল শাখায় আটকে থাকা সব ইরানি অর্থ গত ১০ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পাঠানো হয়। ওই অর্থকে ইউরোতে রূপান্তরিত করতে সেখানে পাঠানো হয়েছিল।

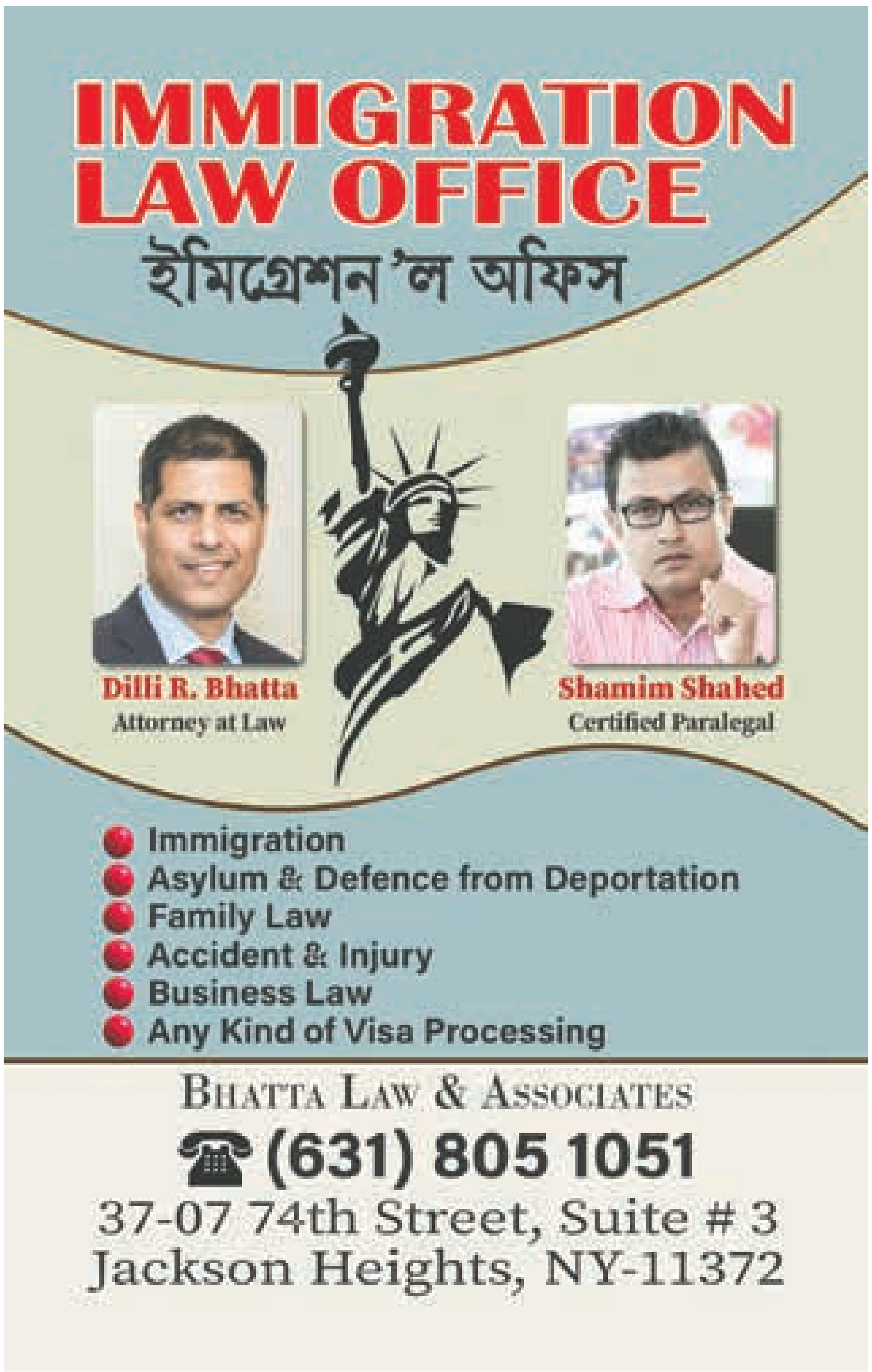

সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানে আজিমউদ্দিন অভি পেলেন সম্মাননা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যমুনা নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি আজিমউদ্দিন অভি বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা পেল । চার্চ-মাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজিনেস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। নিউওয়র্ক ব্রুকলিন কিংস কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গঞ্জেলস অভির হাতে এই সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ১৪ তম সর্ববৃহৎ পথ মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এ্যাডামস, কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটর্নি মইন চৌধুরী, সিডিপেপ হোমকেয়ার সত্তাঅধিকারী চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক এর সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, মেলা কনভেনার মামুনুর রশিদ ও মেলার মেম্বার সেক্রেটারি মাইনুল আলম বাপ্পি সহ বিজনেস এসোসিয়েশনের সদস্যরা।

উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে যখন মানুষের দুর্বিসহ অবস্থা বিরাজ করেছিল ঠিক তখন সাংবাদিক অভি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। যমুনা টিভির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন করোনায় আক্রান্ত প্রবাসীদের সুখ-দু:খ। যার ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বাঙ্গালি কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ এ সংগঠনটি তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করে। তিনি ছাড়াও এ মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা ক্রেস্ট পদ্রান করা হয়। আজিমউদ্দিন অভি ২০১০ সালে চিটাগাং থেকে দৈনিক মানব জমিন পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের রাখার জন্য সম্মাননা তুলে দেওয়া হচ্ছে আজিমউদ্দিন অভিকে। ছবি : সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য জনগণকে নেতা নির্বাচন করতে দেওয়া : হাস

ঢাকা অফিস

পিটার হাস

ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আজ বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা নয়, বরং সেই লক্ষ্যকে সমর্থন করা-যে লক্ষ্য জনগণ কার মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে চায়, তা স্বাধীনভাবে বেছে নিতে দেয়।

রাজধানীর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারে-তা নিশ্চিত করতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমরা সহায়তা দিতে প্রস্তুত।'

এনএসইউ'র ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন-এনএসইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান জাভেদ মুনির আহমেদ এবং সমন্বয়কারী, সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ (সিপিএস) ড. আব্দুল ওহাব।

রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, রোহিঙ্গারা যাতে মর্যাদার সঙ্গে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য মিয়ানমারে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কিনা- তা নিশ্চিত করা সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত দায়িত্ব।

তিনি এ সংকট সমাধানে মিয়ানমারের ওপর ক্রমাগত সম্মিলিত চাপের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, বিশেষত রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তরিকভাবে নিবেদিত।

হাস সামরিক পদক্ষেপের চেয়ে কূটনীতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ওপর জোর দেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশল আস্থা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার জন্য দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আমেরিকায় একই পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি করে হত্যা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান এবং তিনটি পোষা কুকুরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ইলিনয়ের রোমিওভিলে অবস্থিত একটি বাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সিএনএনের প্রতিবেদনে জানা যায়, স্থানীয় সময় রোববার রাতে রোমিওভিলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য ওই বাড়িতে প্রবেশের পর মরদেহগুলো দেখতে পায় পুলিশ। নিহতরা হলেন, আলবার্তো রোলন, জোরাইদা বার্তোলোমি এবং তাদের ৯ ও ৭ বছর বয়সী দুই সন্তান। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে তাদের পোষা তিনটি কুকুরের গুলিবিদ্ধ দেহও উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার রাত বা রোববার ভোরের দিকে তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে স্থানীয় পুলিশ। রোমিওভিল পুলিশের ডেপুটি চিফ ক্রিস বার্ন এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, তাঁরা মনে করেন না, ওই পরিবারের সদস্যরা আত্মহত্যা করেছেন। বরং এই ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড হিসেবেই তদন্ত করা হচ্ছে।এই হত্যার ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে আশেপাশের বাসিন্দাদের জন্য কোনো ধরনের ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করছে না পুলিশ।

গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য হারে বন্দুক সহিংসতা বেড়ে গেছে। প্রায়ই দেশটির কোনো না কোনো অঙ্গরাজ্যে নৃশংস বন্দুক হামলা বা হত্যার ঘটনা ঘটছে। প্রকাশ্য দিবালোকে, বাড়িতে ঢুকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বিচারে বন্দুক হামলায় মৃত্যুর মিছিল থামছেই না। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ২৮টি নির্বিচার বন্দুক হামলা হয়েছে দেশটিতে।

অভিবাসীদের আশ্রয় দিতে গিয়ে সিটি মেয়রের ত্রাহি অবস্থা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নথিপত্রহীন অভবাসীদের আশ্রয় দেয়া নিয়ে নিউইয়র্কে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকাবাসীর সাথে প্রশাসনের সংঘর্ষ হচ্ছে। একদিকে লোকজন প্রতিবাদ জানাচ্ছে, অন্যদিকে সিটি প্রশাসন নতুন নতুন আশ্রয়কেন্দ্র খুলছে। স্টেটেন আইল্যান্ডের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে অভিবাসীদের স্থানান্তরের সময় পুলিশের সাথে প্রতিবাদকারীদের সংঘর্ষ ঘটেছে। এ ঘটনায় একজন পুলিশ আহত হওয়া সহ ১০ ব্যক্তির গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে।

স্টেটেন আইল্যান্ডের ক্যাপাডনা ব্যলেভার্ডের একটি সিনিয়র সেন্টারে নতুন আসা নথিপত্রহীন অভিবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সিটির একটি বাসযোগে আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের এ কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। এ সময় স্থানীয় প্রতিবাদকারীরা বাঁধা প্রদান করে এবং বাস আটকে দিলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। উন্মত্ত আচরণের জন্য ৯ জনের নামে সমন ইস্যু করেছে পুলিশ। একজনকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুরো এলাকাটি পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে এবং আশ্রয়কেন্দ্রের চারদিকে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে।

আমেরিকার দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা অভিবাসীদের মধ্যে এক লাখ দশ হাজারের বেশী এখন নিউইয়র্কে। এরমধ্যে ৬০ হাজার এমন নথিপত্রহীন অভিবাসীদের রাখা হচ্ছে সিটি পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে। সিটির পাঁচটি বোরোতেই এমন আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় লোকজন এমন কেন্দ্রের বিরোধিতা করছেন। স্টেটেন আইল্যান্ডে অভিবাসী স্থানান্তর করা নিয়ে আগেও প্রশাসনকে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসী কর্মহীন। কর্মক্ষম লোকজনেরও কাজের অনুমতি নেই। এদের থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসা সেবা দেয়াসহ অভিবাসী সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে সিটি প্রশাসনকে। এসব সামাল দিতে গিয়ে এরমধ্যেই সিটির বাজেটে টান পড়েছে। সিটির বার্ষিক বাজেট এরমধ্যেই কর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস।

স্টেটেন আইল্যান্ডের ঘটনার পর মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, আমরা সবাই মিলে এ পরিস্থিতিতি মোকাবেলা করবো। স্টেটেন আইল্যান্ডে কিছু লোকের আচরণ নিউইয়র্কের পরিচয় হতে পারে না উল্লেখ করে মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, এ সিটির ৮০ লাখের বেশী মানুষ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং বন্ধুবৎসল। আশ্রয়প্রার্থীদের বৈষম্যের আচরণে চিহ্নিত করা নিউইয়র্কের পরিচয় হতে পারে না বলে মেয়র উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচনী পরিবেশ দেখতে আসছে মার্কিন প্রতিনিধি দল

উত্তর আমেরিকা অফিস

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ পর্যালোচনা করতে আগামী ৭ অক্টোবর ঢাকায় আসছে আমেরিকার একটি প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ব্রায়ান বলেন, 'আমেরিকার অর্থায়ণে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট (আইআরআই) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট (এনডিআই) যৌথভাবে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রাক নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন পরিচালনা করবে। ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি আগামী ৭ থেকে ১৩ অক্টোবর ঢাকা সফর করবে। এই সফরে মূল্যায়ন দলটি নির্বাচন কমিশন, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, রাজনৈতিক দল, নাগরিক প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, বিদেশি কূটনীতিক এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।'

নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে না ইইউনির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে না ইইউ

সফর শেষে প্রতিনিধি দলটি তাদের মূল্যায়ন জানাবে। নির্বাচনের দিন সীমিত পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে কিনা এ সফরে তাও ঠিক করা হবে বলে জানান তিনি।

এরআগে, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত জুলাইয়ে ঢাকা সফর করে ইইউর একটি প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। প্রায় দুই সপ্তাহের এ সফরে কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, নির্বাচন কমিশন, নাগরিক সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গণমাধ্যম এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে পর্যবেক্ষক দলটি।

নিউজার্সিতে ২৭টি 'বোস্ট'ন মার্কেট এর কার্যক্রম স্থগিত

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউজার্সি কর্তৃপক্ষ কর্মীদের বেতন অনাদায়ের জন্য বোস্টন মার্কেটের ২৭টি শাখার কার্যক্রম স্থগিত করেছে। ৩১৪ কর্মীর বেতন পরিশোধ করে তবেই তারা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করতে পারবে।

শ্রম দপ্তর এক উদ্ধৃতিতে বলেছে কর্মীদের বেতন, ক্ষয়ক্ষতি, ফি, জরিমানাসহ ফাস্টফুড চেইনটিকে $২.৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। এবং তার আগে পর্যন্ত এই ২৭টি শাখা বন্ধ থাকবে।

১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কর্তৃপক্ষ বলেছে, ৩১৪ কর্মীর বকেয়া বেতন $৬৩০,০০০ পরিশোধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু করা যেতে পারে। শ্রম দপ্তরের মুখপাত্র ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান কেননা বিষয়টি এখনো অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে। তবে তিনি বলেন, আমরা আশাবাদী এই অনুসন্ধান শ্রমিকদের কষ্টার্জিত অর্থ তাদের পকেটে যায় কিনা তা বের করবে।

প্রতিষ্ঠান বন্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এতে করে অন্যান্য অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এই বার্তা পাবে, তুমি তোমার কর্মীদের ঠিক মত বেতন পরিশোধ না করলে তোমার প্রতিষ্ঠানও যে কোন সময় বন্ধ হতে পারে।'

ফোর্ড, মিশিগান এসেম্বলি প্লান্টে শুক্রবার ভোর হওয়ার আগ থেকেই কর্মীরা ধর্মঘটে। ছবি :সংগৃহিত

আমেরিকায় এই প্রথম বৃহৎ মোটর কোম্পানীগুলোর ধর্মঘট শুরু

পার্থ সারথী দেব

আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মিশিগানে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ মোটর কোম্পানী ফোর্ড, জিএম, স্টেলান্টিসের কর্মীরা ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। ইউনিয়ন(ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কারস) ও অটোমেকাররা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় এই ধর্মঘট। ফোর্ড মোটর কোম্পানি, জেনারেল মোটরস এবং স্টেলান্টিসের সাথে চুক্তির মেয়াদ ১৪ সেপ্টম্বর বৃহস্পতিবার ১১:৫৯ মিনিটে শেষ হওয়ার পরে, ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঘট ঘোষণা করে। অটোমেকাররা সম্প্রতি ইউনিয়নের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছে, যা কয়েক সপ্তাহ আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু ইউনিয়ন তিনটি কোম্পানির প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কারস এর প্রেসিডেন্ট শন ফেইন বলেছেন, আমরা আমাদের কর্মীদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা একসঙ্গে তিনটি বিগ থ্রি-মোটর কোম্পানীতে ধর্মঘট ঘোষণা করেছি। জুলাই মাসে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম কিন্তু আলোচনা ছিল খুব ধীরগতির, দর কষাকষির প্রক্রিয়াটি তেমন এগোনো যায়নি

মিশিগানে প্রায় ৮০ হাজার বাঙ্গালি বাস করেন এদের অধিকাংশই বিভিন্ন মোটর কোম্পানীতে চাকরি করেন। যদি এ ধর্মঘট বেশী দিন স্থায়ী হয় তবে কোম্পানীগুলো কর্মীদের লেইড অব দিবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ উদ্বিগ্ন।

যার ফলে এই ধর্মঘট, ফেইন বলেন, আমরা (ইউনিয়ন) সীমিত সংখ্যক কারখানায় ধর্মঘট শুরু করেছি। ইউনিয়ন এটিকে একটি "স্ট্যান্ড আপ স্ট্রাইক" বলে অভিহিত করছে। ফেইন আরো বলেছেন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জিএম, ফোর্ড এবং স্টেলান্টিস "রেকর্ড পরিমাণ লাভ" করেছে কিন্তু কর্মীদের জন্য ভাল বেতন দেয়নি, ইউনিয়ন হিসাব করে দেখেছে, যে বিগ থ্রি কোম্পানী ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট ২১ বিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছে এবং গত ১০ বছরে মুনাফা করেছে ২৫০ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু কর্মচারীদের মজুরি গত চার বছরে বেড়েছে মাত্র ৬%। জীবনযাত্রা ব্যয়, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন ৪০% মজুরি বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছে। জানা গেছে, সর্বশেষ প্রস্তাবে ফোর্ড সাড়ে চার বছরের জন্য ২০%, জেনারেল মোটরস চার বছরের জন্য ১৮% এবং স্টেলান্টিস ১৭.৫% মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলো কিন্তু ফেইন বলেছেন যে জীবনযাত্রা ব্যয়, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির খরচের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফোর্ড, জিএম এবং স্টেলান্টিস তিনটি মোটর কোম্পনীতে ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কারস এর ১৪৬০০০ সদস্য রয়েছে। ইউনিয়নের প্রায় সমস্ত অটোওয়ার্কার্স ৯৭% ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এদিকে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন, এ ধর্মঘট অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে।মিশিগানের ডেট্রয়েটের ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এর শিক্ষক ইফ রাইটমার বলেন, যদি এ ধর্মঘট বেশী দিন স্থায়ী হয় তবে ছোটছোট ফ্যক্টরি, ব্যবসা প্রতিষ্টান ক্ষতিগ্রস্থ হবে এমন কি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এদিকে বৃহৎ তিনটি মোটর কোম্পানীতে ধর্মঘট শুরু হওয়ায় মিশিগান প্রবাসী বাঙ্গালিদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

মিশিগানে প্রায় ৮০ হাজার বাঙ্গালি বাস করেন এদের অধিকাংশই বিভিন্ন মোটর কোম্পানীতে চাকরি করেন। যদি এ ধর্মঘট বেশী দিন স্থায়ী হয় তবে কোম্পানীগুলো কর্মীদের লেইড অব দিবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ উদ্বিগ্ন।

যুবদল ইতালি শাখার প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

লাবন্য চৌধুরী, *ইতালি*

ডাকসুর সাবেক ভিপি, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও ঢাকা উত্তর বি এন পি'র আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমান এর বিরুদ্ধে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে তাৎক্ষণিক একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছে যুবদল ইতালি শাখা।

রাজধানী রোমের স্হানীয় রেস্টুরেন্টের হলরুমে আয়োজিত সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জাকির হোসেন গণি, সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক ও সাংগঠনিক সম্পাদক জায়েদুল হক মুকুলের যৌথ পরিচালনায় বক্তারা অবিলম্বে আমান উল্লাহ আমান সহ নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। সেই সঙে যতদিন পর্যন্ত আমান উল্লাহ আমানকে নিঃশর্ত মুক্তি না দেওয়া হবে ততদিন পর্যন্ত প্রবাস থেকে ইতালি যুবদলের প্রতিবাদ কর্মসূচি ও অব্যাহত থাকবে।

এই সময় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, মিজানুর রহমান মিজান, আরিফ আহমেদ আরেফিন, সিলেট বিভাগ জাতীয় ফোরাম ইতালির সভাপতি মোঃ গাউসুজ্জামান গেন্দু শাকিল, সিনিয়র সহ সভাপতি আরমান উদ্দিন স্বপন, রফিকুল ইসলাম সজিব, সহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন থেকে বের করে দেয়া হলো ইসরায়েলি দূতকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে। ঠিক সেই সময়ে প্রতিবাদ করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের দূত গিলাদ এরদান। মাহসা আমিনির পোস্টার তুলে ধরে প্রতিবাদ জানান তিনি। পোস্টারে লেখা ছিল, ইরানি নারীরা এখন মুক্তি প্রত্যাশা করেন। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে তা দেখা গেছে। এরপরেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা বাহিনী ইজরায়েলি দূতকে আটক করছেন এবং অধিবেশন কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। এরদানকে আটক করা হয়েছে এমন খবর সত্ত্বেও, জাতিসংঘ দ্য ইন্ডিপেনডেন্টকে বলেছে যে ইসরায়েলি কর্মকর্তা কেবল নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেছেন।

জাতিসংঘের বাইরে শত শত ইরানি বিক্ষোভ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা জানিয়েছে।

আটলান্টিক কাউন্টির প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে আয়োজিত কীর্তন মেলা

সাউথ জার্সিতে প্রাণের আমেজে কীর্তন মেলা

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক কাউন্টির প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার এগ হারবার শহরের ৫৭১, দক্ষিন পোমনাতে অবস্হিত বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে "কীর্তন মেলা" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওইদিন বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কীর্তন মেলা চলে। উল্লেখ্য, গনেশ চতুর্থী উৎসব উপলক্ষে "কীর্তন মেলা"র আয়োজন করা হয়েছিল।

আটলান্টিক কাউন্টির প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে আয়োজিত কীর্তন মেলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহনকারী কীর্তনীয়ারা হলেন শুভানন্দ দাস, বৃন্দাবন প্রিয়া দাসী , অনুরাধা দাসী, কেশব দাস , ওম গম্ভীর ও এসি (আটলানটিক সিটি) কীর্তনীয়া সম্প্রদায়।

ঈশ্বরের নাম, লীলা,ও তার গুণাবলীকে সুর, তাল লয়ে বেঁধে এক অপূর্ব রসে নিবেদন করাকে বলে কীর্তন।

"এই কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা ছাড়া পরমার্থ লাভের আর কোন উপায় নেই। অন্যান্য অনেক আধ্যাত্মিক পন্থা আছে যেগুলি পারমার্থিক উন্নতির সহায়ক, কিন্তু এই যুগে (কলি) সেগুলি কার্যকরী নয়।"

ধ্যান, যজ্ঞ এবং বিগ্রহ অর্চন- এই পারমার্থিক কর্মগুলি ফলপ্রসূ হয় যখন সঙ্গে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, "বিগ্রহ অর্চনের মাধ্যমে হৃদয় নির্মল হয়, যদি সঙ্গে কীর্তন করা হয়।

ডলার কারসাজি: ব্যাংকগুলোকে হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

ঢাকা অফিস

অতি মুনাফায় ডলার বিক্রির দায়ে ১০ ব্যাংকের ট্রেজারিপ্রধানকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়ার পরদিন ওই ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যানদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বেসরকারি ব্যাংক উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের নেতৃত্বে আট সদস্যের প্রতিনিধিদল দেখা করতে গেলে গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ডলার কারসাজি রোধে সতর্ক করে দেন। তিনি সব ক্ষেত্রে নীতিমালা মানার নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক বলেন, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিএবি নেতারা এসেছিলেন। নজরুল ইসলাম মজুমদারের সঙ্গে পদ্মা ব্যাংকের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মনজুরুর রহমানসহ আটজন চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১০৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তি হবে।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বাদ দিয়ে ট্রেজারি বিভাগের প্রধানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র বলেন,

‘যিনি সরাসরি অপরাধ করেন, নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। পেছনে কে, সে বিষয়ে পরে দেখা যাবে। এর আগে কয়েকটি ব্যাংকের ট্রেজারিপ্রধান ও এমডিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।’

ঘোষণার চেয়ে বেশি দামে আমদানিকারকের কাছে ডলার বিক্রি করায় বেসরকারি ১০ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সূত্র বলেছে, এর অংশ হিসেবে এসব ব্যাংকের ট্রেজারিপ্রধানকে জরিমানা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বেশি দামে ডলার বিক্রির দায় ট্রেজারিপ্রধান এড়াতে পারেন না বলে এসব ব্যাংককে পাঠানো চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ট্রেজারি বিভাগ ব্যাংকের টাকা ও ডলারের চাহিদা-জোগানের বিষয়টি নিশ্চিত করে। কোনো কোনো ব্যাংকে ট্রেজারি বিভাগের প্রধান পদে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছেন।

সূত্র জানায়, নোটিশ পাওয়া ব্যাংকগুলো হলো মার্কেন্টাইল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও ট্রাস্ট ব্যাংক।

ডিএমপির নতুন কমিশনার হাবিবুর রহমান

ঢাকা অফিস

হাবিবুর রহমান

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার হয়েছেন অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান।

ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রধানের দায়িত্বে থাকা এই কর্মকর্তা অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার গোলাম ফারুকের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আজ বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে তাঁকে এই দায়িত্ব দেয়। জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব সিরাজাম মুনিরার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারিকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ডিএমপির বর্তমান কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুকের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২ অক্টোবর। পরবর্তী কমিশনার কে হচ্ছেন, তা নিয়ে কয়েক দিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কারণ, পরবর্তী পুলিশ কমিশনারকেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিতে হবে।

বিসিএস ১৭তম ব্যাচের পুলিশ কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান এর আগে ডিএমপি সদর দপ্তরের ডিসি, ঢাকা জেলার এসপি, ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি এবং পুলিশ সদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

হাবিবুর রহমান ১৯৬৭ সালে গোপালগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। নেতৃত্বসুলভ আচরণের জন্য তিনি বাহিনীতে বেশ পরিচিত। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে।

ইঁদুরের কাছে হার

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেয়র এরিক অ্যাডামস। সংবাদ সম্মেলন নিউইয়র্ক সিটির ব্যবসায়ীদের ছয় মাসের সময় দেয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের ১ মার্চ থেকে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের আবর্জনা কালো প্লাস্টিকের ব্যাগে ফেলতে পারবে বা। ঢকানাযুক্ত বিনে আবর্জনা ফেলতে হবে।

মেয়র অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ইঁদুর হচ্ছে নিউইয়র্কের এক নাম্বার গণশত্রু এবং দুই নম্বর শত্রু হিসেবে তিনি প্লাস্টিকের ব্যাগকে চিহ্নিত করেছেন। নিউইয়র্ক সিটিকে পরিচ্ছন্ন হিসেবে গড়ে তুলার জন্য অ্যাডামস প্রশাসনের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যাগে আবর্জনা ফেলার কারণে স্তূপে স্তূপে ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে চলেছে। সিটির রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারি স্টোর, খাবার দোকানের সামনে এসব আবর্জনা ফেলার সাথে সাথেই ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে যায়। আবাসিক এলাকায় ইঁদুরের উৎপাতে লোকজনের নাভিশ্বাস অবস্থা।

মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, এরমধ্যেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা ফেলা নিয়ে ২২ হাজারের বেশী সতর্কপত্র দেয়া হয়েছে। সিটির নিয়ম অনুসরণ না করলে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে জরিমান করা হবে বলে তিনি আবারও সতর্ক করে দিয়েছেন। মেয়র জানিয়েছেন সিটিতে প্রতিদিন ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের আবর্জনা জমা হয়ে থাকে। এসব বর্জ ব্যবস্থাপনা করে নিউইয়র্ক সিটিকে পরিছন্ন রাখার জন্য অ্যাডামস প্রশাসন আগ্রাসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নিউইয়র্কে আ.লীগ-বিএনপির

শেষ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আগমনে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনালে রোববার সন্ধ্যায় আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ। একই স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। রাত ৮টা পর্যন্ত সকল কর্মকান্ড বন্ধে পুলিশি নির্দেশনা ছিলো। কিন্তু এ শর্ত অমান্য করায় একজন বিএনপি কর্মী (অজ্ঞাত)কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারের যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার সাথে যোগাযোগ করা হলে কেউই তার নাম প্রকাশ করেননি।

১৭ সেপ্টেম্বর (নিউ ইয়র্ক সময়) রাত ১০টা ৪২ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইট (বিএ ১৫৯৩) নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান।

নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমাবন্দরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৌঁছানোর আগেই প্রতি বছরের মতো এবারো চার নম্বর টার্মিনালের বাইরে মুখোমুখি অবস্থান নেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ ও বিএনপি। আনন্দ ও প্রতিবাদ সমাবেশে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা টার্মিনাল এলাকা।

টিফার স্মৃতি এবং আগামী উদযাপন

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবেগ উৎসারিত হয় – সেই আবেগ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আমাদের চোখে মুখে আর আমাদের উচ্চারিত বাংলা শব্দে।

কানাডা এবং টরন্টোনিবাসী বাংলা ভাষার অক্ষর শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে এমন একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে যেতে পেরেছিলাম যে মানুষটির সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি গায়েত্রী গ্যামি অ্যাওয়ার্ড এবং নালন্দা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক গবেষক সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুব্রত কুমার দাস । টিফার বিশ্ব দরবারে বাঙালি লেখকদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা চক্র আয়োজন করার পেছনে মূল পুরোধা তিনিই ।

২০২২ সালের টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ অথরস (টিফা)-এর তেতাল্লিশতম বার্ষিক অনুষ্ঠানে গতবছর ২২ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দশদিনব্যাপী সাহিত্য সমাবেশে বাঙালি লেখকেরা অংশ নিয়েছিলেন হারভার ফ্রন্টের ওপেন স্টেজে | সেদিনের অনুষ্ঠানে World in Other Words: Bengali Stories in Canada - এই শিরোনামে লেখক ও গবেষক সুব্রত কুমার দাসের তত্বাবধানে লেখিকা রুমানা চৌধুরী ও ভাস্বতী ঘোষ তাঁদের লেখালেখির অভিজ্ঞতা ও অনুবাদ প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় পর্বে World in Other Words: Bengali Readings শিরোনামের অনুষ্ঠান পর্বে আবারও সুব্রত কুমার দাসেরই সঞ্চালনায় বাংলাদেশ ও কলকাতার আরও ছয়জন বাঙালি লেখক ভজন সরকার, আকতার হোসেন, শুজা রশীদ, শ্রেয়সী বোস দত্ত, বাদল ঘোষ এবং আমি দেবাঞ্জনা মুখার্জি ভৌমিক আমাদের লেখা গদ্য, স্বরচিত বাংলা কবিতা এবং তার অনুবাদ পাঠ করে শুনিয়েছিলাম উপস্থিত নানা ভাষার দর্শক ও শ্রোতাদের। হারবার ফ্রন্টের উন্মুক্ত মঞ্চে সবুজ গালিচার মত ঝকঝকে লনে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে টরন্টো সিএন টাওয়ারকে সাথী করে আমরা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলাম আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসাকে। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে বাংলাভাষার জয়গান শুনে দর্শকদের করতালিতে আমরা উজ্জীবিত হয়েছিলাম বারবার। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়ঘোষণা করাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই আনন্দযজ্ঞে আবার এই বছরেও সামিল হওয়ার জন্য আমরা সবাই উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। আর তারই ফলস্বরূপ এই বছর টিফার চুয়াল্লিশতম বার্ষিক আয়োজনে আবারও নতুন এগারো জন বাঙালি লেখক উদযাপন করবেন বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে। আর আমরা যারা গত বছর মঞ্চে ছিলাম, বাংলা ভাষার প্রতি সেই একই আবেগ আর উৎসাহ নিয়েই থাকবো দর্শকাসনে।

এবছর এই আন্তর্জাতিক লেখক উৎসব শুরু হবে ২১ সেপ্টেম্বর। ১১জন বাঙালি কবি-লেখক টিফা মঞ্চে তিনটি পর্বে অংশ নেবেন। উৎসবের চতুর্থ দিন ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় ‘রাইটিং অ্যাজ অ্যা প্যাশন’ শিরোনাম পর্বে যে তিন বাঙালি লেখক কথা বলবেন তাঁরা হলেন পণ্ডিতজন ড. দিলীপ চক্রবর্তী, কবি ও ছোটগল্পকার রোকসানা লেইস এবং প্রাবন্ধিক সুধীর সাহা। দুপুর ১টায় একটি সেশন রয়েছে কানাডায় বসবাসকারী বাঙালিদের নিয়ে যারা ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন।| ‘বেঙ্গলিজ ইন ক্যানলিট’ পর্বে যে বাঙালিরা থাকছেন তাঁরা হলেন কবি কে. গান্ধার চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক আরিফ আনোয়ার এবং কবি লাবণি ইসলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই তিনজন লেখকেরই রয়েছে কানাডা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থ। বিকেল সাড়ে চারটায় ‘রিডিং বেঙ্গলি পোয়েমস’ পর্বে যে চার বাঙালি কবি অংশ নেবেন তাঁরা হলেন শেখর গোমেজ, আন্‌জুমান রোজী, শিউলি জাহান এবং কাজি হেলাল। এবারে বাঙালি লেখক-কবিদের অংশগ্রহণে তিনটি আয়োজনই অনুষ্ঠিত হবে Brigantine Patio (235 Queens Quay West Toronto ON M5J 2G8) ঠিকানায়।

আগের বারের মতোই এবারও তিনটি আয়োজনই উন্মুক্ত। টিফার আয়োজকদের পক্ষে সকল সাহিত্যানুরাগীকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে এই আয়োজনে। আমিও চাইবো আমার মত টরন্টো ও আশপাশের শহরের বন্ধুরাও পৌঁছে যাবেন বাংলা ভাষার এই মহাযজ্ঞে । আগ্রহীদের জন্য বিস্তারিত লিঙ্ক এখানে দিয়ে রাখছি – https://festivalofauthors.ca/event/

কানাডার সরকারি ভাষা ইংরেজি ও ফরাসির সাথে এবছর যে ভাষাগুলোর সাহিত্যিকেরা নিজের ভাষাকে নিয়ে দাঁড়াবেন আন্তর্জাতিক এই সাহিত্য উৎসবে সেগুলোর মধ্যে আরবি এবং তামিলের সাথে রয়েছে বাংলা। বহুভাষার এই মিলন মেলায় জয় হোক মাতৃভাষার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য চর্চার।

মূল্যবান সাফল্যগুলো শেয়ার করতে পেরে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিটির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে নিশ্চিত করেছে। অ্যাডামস বলেছেন, MMR- এমন ডেটা ব্যবহার করে যা আমাদের অগ্রগতি পরিমাপ করতে এবং যেসব ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন এবং যেক্ষেত্রে আমরা ভালো করছি, সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেয়। তিনি বলেছেন, আমরা এ যাবত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অগ্রগতি সাধন করেছি। সিটিবাসীর সাথে কিছু মূল্যবান সাফল্য শেয়ার করতে পেরে নিজেকে গর্বিত বলে জানিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস।

চলতি সপ্তাহের অপ-এড কলামে মেয়র বলেছেন, তরুণরা হলো আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। আমরা তাদের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরিতে সাহায্য করার দিকে মনোনিবেশ করছি।

১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস বলেছেন, গত বছর আমরা প্রবেশযোগ্য আসনের সংখ্যা ১ লাখে প্রসারিত করার পরে গ্রীষ্মকালীন যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। তিনি বলেন, আমরা চাই না আমাদের কোনো তরুণ পিছিয়ে থাকুক। এই কারণেই আমরা আমাদের ফেয়ার ফিউচার প্রোগ্রামের মাধ্যমে লাইফ কোচিং প্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়িয়ে আমাদের যুবকদের জন্য আমাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছি। সেইসাথে আমরা আমাদের চাইল্ড কেয়ার ভাউচার ব্যবহার করে পরিবার বৃদ্ধির সাথে K-৮ শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচিতে নথিভুক্ত করার জন্য কর্মজীবী পিতামাতাদের অনেক প্রয়োজনীয় ত্রাণ প্রদান করতে সাহায্য করেছি। মেয়র বলেন, আমরা একটি বিস্তৃত ভিত্তিক এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের দিকে দুর্দান্ত অগ্রগতি সাধন করছি। পর্যটন এবং শিল্প সংস্কৃতি স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলে তিনি উল্লেখ করেন। মেয়র বলেছেন, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিটির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে দর্শনার্থী ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে - এটি মহামারীর আগে ২০১৯ সালের পর থেকে সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি।

পরিবেশের প্রতি যত্নশীল মনোভাবে অ্যাডামস প্রশাসন সিটিকে আরও সবুজ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিটির পরিবেশগত এজেন্ডার একটি স্তম্ভ। তাই ফেরি এবং সিটি বাইকের ব্যবহার বাড়ছে। অ্যাডামস বলেছেন, আমরা সফলভাবে ল্যান্ডফিল থেকে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড জৈব বর্জ্য সরিয়ে নিয়েছি এবং পুরো সিটি জুড়ে কার্বসাইড কম্পোস্টিং প্রসারিত করার জন্য কাজ করছি। এখন জৈবিক বর্জ্য বা গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রজন্ম যা বৈশ্বিক সমস্যাকে জ্বালানি দেয়, তা নষ্ট হয় না।পরিবর্তে জৈব বর্জ্য এখন মাটিকে পুষ্ট করতে এবং গাছপালা ও গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মেয়র জানান।

আবাসন অ্যাডামস প্রশাসনের একটি প্রধান অগ্রাধিকার বলে তিনি জানান। নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাবলিক হাউজিংয়ে গৃহহীনতার সম্মুখীন হওয়া আবেদনকারীদ ২২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও NYCHA বাড়িতে ৪২৬ শতাংশ বেশি সীসার হ্রাস করা হয়েছে।

মেয়র বলেন, জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে আমাদের শহরকে আরো সুন্দর ও উন্নত দেখতে চাই। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাফিতি অপসারণ করেছি। আমাদের রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ বাড়িয়েছি এবং ১ লাখ ৭৯ হাজার কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন করেছি। তিনি বলেন, একটি পরিচ্ছন্ন শহর হলো কিভাবে আমরা অবশেষে ইঁদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করি। নিউইয়র্কবাসীদের জানাতে পেরে আমি গর্বিত যে, আমরা সঠিক পথে এগুচ্ছি। সেই সাথে নিউ ইয়র্কবাসীদের বাড়তি আওয়াজ থেকে রক্ষা করতে আমরা ২০১৭ সাল থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক নয়েজ সমন জারি করেছি।

অ্যাডামস্ বলেন, যেহেতু ৮৪.৬ শতাংশ নিউ ইয়র্কবাসী এখন পার্কের হাঁটার দূরত্বের মধ্যে বাস করে, আমরা জানি বাইরের স্থান আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।নিউ ইয়র্ক সিটিকে প্রাণবন্ত করতে এবং থাকার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা করতে ছোট-বড়ো জিনিসগুলিকে সঠিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা গর্বের সাথে নিউ ইয়র্কবাসীদের এসব সাফল্যের কথা জানিয়ে বলতে চাই সিটি প্রশাসন সঠিকভাবেই এগিয়ে চলছে।

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগষ্ট ২০২৩ হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্টীট এবং ১০৬ রোড-এ ৩ বেড ১ বাথ এর একটি বাসা ভাড়া হবে সেপ্টেম্বর থেকে। মসজিদ, বাস স্টপ, ট্রেন স্টপ, গ্রোসারী সন্নিকটে। যোগাযোগ করুন 917-459-6454

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস/ পার্কচেস্টার পেলহাম ১ বেড ওয়াকিং ছোট সেপারেট (এপার্টমেন্ট) এবং এটিক খুব সুন্দর ৬ ট্রেন বাস ও সবকিছু নিকটে। ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, কর্মজীবী মহিলা/ ছাত্র-ছাত্রী ব্যাচেলারদের জন্য। একটি বাড়ি বিক্রি হবে কোয়ালিফাইডরা যোগাযোগ করুন: 917-214-7829, 917-995-7846.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি স্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এভিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

স্টুডিও ভাড়া

আগস্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য। যোগাযোগ: 347-221-4947

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্ঠিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগানাইজড, কমিনিউকেশন ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি বুলবার্ড এন্ড কুইনলান অভেন্যুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল: ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

সিলেটে জমিসহ ফ্লাট বিক্রয়

সিলেট শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা হাউসিং এসটেট। আবাসিক এলাকার সংলগ্ন পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ উত্তর পীর মহল্লা পাহাড়ীকা আবাসিক এলাকায় ৬ তলা ফাউন্ডেশনের বিলডিং এ গ্যাস সংযোগ সহ ২টি ফ্ল্যাট (৪ শতাংশ জমিসহ)বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ +৮৮০১৭১১৩২৭৩৭৩ (হোয়াটসআপ)

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে RAV 4 ইয়ালো ক্যাবের জন্য একজন অধূমপায়ি রাতের ড্রাইভার প্রয়োজন। ফোন 332-201-4393

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

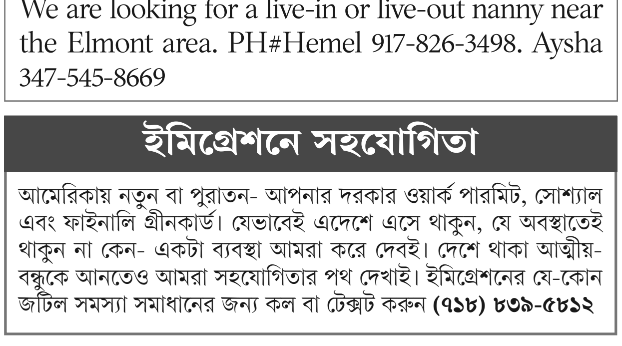

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১-৮৪৯-৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্দ্ধ পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার। যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স		ইমিগ্রেশন
★ পারসনাল ট্যাক্স	AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER	★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ বিজনেস ট্যাক্স		★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ সেলস ট্যাক্স		★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ বিজনেস সেটআপ		★ সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
MAULANA NAZRUL ISLAM
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | simple | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ কী তারেক ও জামাতের সহিংসতা থামাবে?

সেমিনারে বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন

শিব্বির আহমেদ

বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং ইসলামিক সন্ত্রাসীদের পক্ষে ওকালতি বন্ধ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলির শীর্ষ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। বাংলাদেশের পশ্চিমা অংশীদারদেরও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং এর নেতা তারেক রহমান (যে ব্যক্তি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে) যেন কোনো আন্তর্জাতিক অংশীদারের পৃষ্ঠপোষকতা না পায়।বাংলাদেশে সহিংসতা, গণতন্ত্র এবং মার্কিন নীতি বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা এমন অভিমত পোষণ করেছেন। কিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে গণতন্ত্রীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ এবং আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থানের উদাহরণ উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনে ডানপন্থী ইসলামী চরমপন্থীরা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান বা ইরাকে পরিণত হতে পারে।৮ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নিউজার্সির প্লেইন্সবরোর কাউন্সিলম্যান একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন্নবী। বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির, আন্তর্জাতিক পাবলিক পলিসি বিশেষজ্ঞ সেথ ওল্ডমিক্সন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সন্ত্রাস নির্মূল ও নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন এবং অধ্যাপক এবিএম নাসির সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।শাহরিয়ার কবির বলেন, ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং সেই সংগঠনগুলো পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে শাসন করতে চায়। ২০০১-২০০৬ সালে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামের নৃশংসতার কথা উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করেন যে, যারা আল্লাহর সংবিধানে বিশ্বাস করে তারা কীভাবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পর গণতন্ত্র চর্চা করবে?সেথ ওল্ডমিক্সন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ মেটাতে কিছু করবে না; এটা বাংলাদেশীদের কাজ। কিন্তু ঘটনার আগে কোন ধরনের সহিংসতা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তা সংঘটিত হওয়ার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি পশ্চিমা পরাশক্তিকে বাংলাদেশে ধর্মীয় চরমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ওকালতি করার জন্যও সতর্ক করেছেন। তিনি পারস্পরিক ও সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য মার্কিন সমাজে বাংলাদেশিদের অসামান্য সাফল্য গাথা তুলে ধরতে বলেন।ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী ও বাংলাদেশে একটি বেপরোয়া নিষেধাজ্ঞা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপের পরিকল্পনা থেকে সরে আসার জন্য এবং বাংলাদেশের বিষয়টিকে ব্যতিক্রমের সাথে দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও জানতে চেয়েছেন যে, তাদের পদক্ষেপ তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতা ও সন্ত্রাস বন্ধ করবে কিনা।ড. নাসির সহিংসতার ঐতিহাসিক কালপঞ্জি উপস্থাপন করেন, যেটি ১৯৭১ সালের গণহত্যার সাথে জড়িত। যারা গণহত্যা করেছিল তাদেরকে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষমা করেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান।

নিয়মিত চুরির ঘটনা মায়ামি বিমানবন্দরে ৩ নিরাপত্তাকর্মী গ্রেফতার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের ব্যাগ থেকে নগদ অর্থ ও জিনিসপত্র চুরির ঘটনা নিয়মিতই ঘটছে। বিমানবন্দরে চুরির ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, কর্মীরা যাত্রীদের ওয়ালেট থেকে অর্থ সরিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি ব্যাগগুলো এক্স–রে মেশিনের দিকে যাওয়ার সময় সেগুলো থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নেন তাঁরা। একটি ফুটেজে দেখা যায়, এক কর্মী যাত্রীর ওয়ালেটে হাত দিয়ে টাকা নিয়ে নিজের পকেটে রাখছেন। সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী

চলতি বছরের ২৯ জুন ওই কর্মচারীরা অন্তত ৬০০ ডলার ও যাত্রীর ব্যাগে থাকা অন্যান্য জিনিস চুরি করেন। অভিযুক্তরা পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসনের (টিএসএ) কর্মী।

বিমানবন্দরের চেকপয়েন্টে ব্যাগ থেকে টাকা–পয়সা ও মালামাল চুরির বিষয়ে অভিযোগ জানানোর পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। পরে অভিযুক্ত হিসেবে ২০ বছর বয়সী জসিউ গঞ্জালেজ এবং ৩৩ বছর বয়সী ল্যাবারিয়াস উইলিয়ামসকে শনাক্ত করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে এই দুই অভিযুক্ত এবং এলিজাবেথ ফাস্টার নামে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতারণার অভিযোগ করা হয়েছে। মায়ামি–ডেড কাউন্টি জেল রেকর্ডস অনুসারে, তাঁদের এখন টার্নার গিলফোর্ড নাইট কারাগারে রাখা হয়েছে।

ফাস্টার ও গঞ্জালেজ যাত্রীদের কাছ থেকে অসংখ্য চুরির অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, তাঁরা দুজন মিলে দৈনিক ১ হাজার ডলার চুরি করতেন।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকার ওপর জোর

ওয়েবিনারে বক্তারা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ উত্তর আমেরিকান জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের ইলেকশন মনিটরিং হাব আয়োজিত সাম্প্রতিক ওয়েবিনারে, বিশিষ্ট প্রবাসী সাংবাদিক, গবেষক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদ, তাদের দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। জাহিদ জোর দিয়েছিলেন যে সাংবাদিকরা কেবল তথ্যের পরিবাহকই নয় বরং সত্যের অভিভাবক, স্বচ্ছতার প্রবক্তা এবং সেন্টিনেলও। গণতন্ত্রের বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ তাদের কাঁধে বহুমুখী দায়িত্ব রয়েছে।

ওয়েবিনার চলাকালীন, বক্তারা একটি নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন, যাতে নাগরিকদের তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

অনলাইন আলোচনাটি বাংলাদেশে শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং কানাডার সেন্ট্রাল আলবার্টা থেকে আয়োজিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি দেলোয়ার জাহিদ, কানাডা প্রবাসী লেখক, গবেষক মানবাধিকার সংগঠক, এবং 'স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন'-এর বিশেষ প্রকল্প কমিটির চেয়ারপারসন।

আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবু মোরশেদ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক পরিচালক ড.আনোয়ার জাহিদ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) এবং ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার; অধিকার ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী আলী আকবর মাসুম; বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর ডেপুটি চিফ রিপোর্টার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন;সাংবাদিক ইয়াসমিন রিমা, এবং দৈনিক যুগান্তরের সাংবাদিক শামসুল হাবীব।

আবু মোরশেদ চৌধুরী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং দেশীয় বা বিদেশী স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া উচিত।

ডাঃ আনোয়ার জাহিদ নির্বাচনের সময় সাংবাদিকদের সহিংসতাসহ বহুমুখী চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন এবং সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাবে সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানান।

আলী আকবর মাসুম সাংবাদিকদের জীবিকা, বিশেষ করে পুঁজিবাদী কর্পোরেট ব্যবস্থায় যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের আহ্বান জানান।

সাজ্জাদ হোসেন আজকের আন্তঃসম্পর্ক যুগে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনের মধ্যে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ইয়াসমিন রিমা সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ওপর জোর দেন এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভোটগ্রহণের জন্য আলাদা রোডম্যাপ ও বাজেটের পক্ষে কথা বলেন।

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি

জ্যাকসন হাইটসে একটি রানিং ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অতিসত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগ: 347-837-5951

অফিস সহকারী আবশ্যক

উডসাইড, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন স্টেটেন আইল্যান্ড অফিসে কাজ করার জন্য অফিস সহকারী আবশ্যক। কম্পিউটার পারদর্শী, ইংলিশ ভাল জানতে হবে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করার অনুরোধ হল। যোগাযোগ: আলি 646-406-9584 (Text please)

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide construction
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি। ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন। মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই। এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
ফিজিক্যাল এক্সাম
স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
টিএলসি এক্সাম
হজ্জ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
চর্মরোগ
ডায়াবেটিস
উচ্চ রক্তচাপ
থাইরয়েড
এজমা
ব্যাকের ব্যাথা
যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
COMPLETE PHYSICAL
HIGH BLOOD PRESSURE
SCHOOL /JOB PHYSICAL
HIGH CHOLESTEROL
TLC
ASTHMA
VACCINATION
SKIN PROBLEM
DIABETES
EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

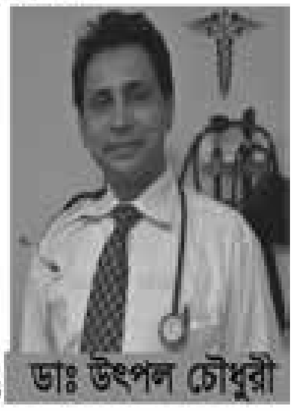

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র হুমকির মুখে

উত্তর আমেরিকা অফিস

আন্তোনিও গুতেরেস

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন সাধারণ মানুষের অধিকার চর্চার জায়গা দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। বিশ্বজুড়ে আজ গণতন্ত্র হুমকির মুখে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বিবৃতিতে ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তিনি এ মন্তব্য করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস। এ উপলক্ষে দেয়া বিবৃতিতে গুতেরেস বলেন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি যে শ্রদ্ধবোধ, তা আসলে সমৃদ্ধ, সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজের মূলভিত্তি। সমাজের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা, টেকসই উন্নয়ন ও স্বাধীনতা রক্ষাকবচও গণতন্ত্র ও আইনের শাসন।

জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, ‘সমাজের প্রতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে প্রতিশ্রুতি, তা আমরা এই দিবসে উদ্‌যাপন করছি। একই সঙ্গে বর্তমানের অস্থির ও উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে গণতন্ত্র যে হুমকির মুখোমুখি, তা–ও স্বীকার করে নিচ্ছি।’ বিবৃতিতে গুতেরেস আরও বলেন, মিথ্যা ও অপতথ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, সমাজকে মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি যে আস্থা, সেটাও নষ্ট করে দিচ্ছে এমন মিথ্যা ও অপতথ্য।

এবারের আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য ‘পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষমতায়ন’। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, বর্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিশু ও তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শিশু ও তরুণদের বক্তব্য যথাযথভাবে নেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষা, দক্ষতা ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিখনে বিপুল বিনিয়োগ করে এই তরুণ ও শিশুদের সহযোগিতা করতে হবে।

এমআইটি গ্রাজুয়েটদের উদযাপন অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

গর্ব, আনন্দ এবং সাফল্যের মনোভাবে ভরপুর একটি সন্ধ্যা উদযাপন করেন মেটা ইনফো টেকের (এমআইটি) গ্রাজুয়েটরা। ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিন্যু এবং ৭৪ স্ট্রিটের নিজস্ব কার্যালয়ে আনন্দঘন উদযাপনে প্রযুক্তিতে স্নাতক শিক্ষার্থীরা তাদের সাফল্য নিয়ে মত বিনিময় করেন।

বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে উদযাপন অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। মাসুদ হক, ফাহিম আলম, এবং মাহবুবুর জলিল প্রযুক্তি বাজারে নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। উপস্থিত সদ্য গ্রাজুয়েটরা এসব সফল প্রযুক্তিবদদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

এমআইটির সিইও মাহবুব সিদ্দিক অতিথি, গ্র্যাজুয়েটসহ উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি বলেছেন, ব্যতিক্রম কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে এমআইটি শিক্ষার্থীদের সেবা দিয়ে আসছে। প্রতিনিয়ত নানা সৃজনশীলতা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনী দিয়ে একটি সফল জন গোষ্টি প্রস্তুত করার জন্য এমআইটির প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি বলেন।

ইভেন্ট পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন খন্দকার আহমেদ, নুসরাত বর্ণনা, এবং শরফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটরা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে উপস্থিত হোন। স্নাতক হিসেবে সনদ গ্রহণের সময় গ্রাজুয়েটদের ব্যাপকভাবে অভিনন্দন জানান তাদের স্বজন ও পরিবার।

> অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটরা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে উপস্থিত হোন। স্নাতক হিসেবে সনদ গ্রহণের সময় গ্রাজুয়েটদের ব্যাপকভাবে অভিনন্দন জানান তাদের স্বজন ও পরিবার।

বিশেষ অতিথি মাসুদ হক, ফাহিম আলম এবং মাহবুবুর জলিল গ্রাজুয়েটদের সাথে খোলামেলা কথা বলেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে সংযোগ বৃদ্ধির নানা প্রয়াস নিয়ে মত বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে দক্ষ সুরকার মাধব সুরের সুগন্ধ দিয়ে যেন আকাশ ভরে দিয়েছিলেন।

গ্রাজুয়েট ও অথিতিদের আনন্দঘন উপস্থিতিতে সিইও মাহবুব সিদ্দিক সবাইকে নিয়ে কেইক কাটেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ভোজে ও আথিতিতেয়তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

৩০ সালের পরও বিশ্বের সাড়ে ৫৭ কোটি মানুষ চরম দরিদ্র থাকবে?

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রয়াস ও প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেয় সারা বিশ্বে ক্ষুধা, দারিদ্র বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বদলে যাচ্ছে জীব বৈচিত্র্য। সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। সারা বিশ্বের মানবিক সংকট মোকাবেলায় রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত প্রয়াস কতোটা এগিয়েছে? বিশ্বনেতারা আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জড়ো হচ্ছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন তাঁরা। এ সময় বিশ্বনেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে মানব উন্নয়নের জন্য গৃহীত সূচকগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অন্যান্য সংকট নিরসনে পিছিয়ে থাকা সূচকে গতি ফেরানোর পরিকল্পনা করবেন।

জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলো ২০১৫ সালে ১৭টি বিস্তৃত ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এর মধ্যে রয়েছে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা, সুপেয় পানি প্রাপ্তির নিশ্চিত করা, লিঙ্গবৈষম্য দূর করা ও সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মতো বিষয়। লক্ষ্য পূরণে সময়সীমা ধরা হয় ২০৩০ সাল; নাম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রধান আচিম স্টেইনার বলেন, একুশ শতকে অর্থনৈতিক বিকাশের এই সময়ে এসেও প্রকৃতির জন্য খরচ করা কিংবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে খরচ করা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

প্রতারণার কারণে IRS ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি নেওয়া থামিয়ে দিয়েছে

এইচ বি রিতা

IRS- ২০২৪ সাল পর্যন্ত পেন্ডানিক সময়কালের ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য আবেদনগুলি গ্রহণ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে এই আবেদনের অনেকটাই প্রতারণামূলক।

ছোট ব্যবসা কভারিং করা নিউইয়র্কভিত্তিক রিপোর্টার মায়ে অ্যান্ডারসন apnews.com-এ জানান, পেন্ডামিকের সময় ছোট ব্যবসাগুলির কর্মীরা যারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাজ থেকে স্থগিত ছিল, তাদেরকে অর্থ প্রদানে সাহায্য করতে ছোটব্যবসাগুলিকে ট্যাক্স ক্রেডিট দেয়া শুরু করা হয়েছিল, যাকে এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিটও বলা হয়। এই ক্রেডিট ১ অক্টোবর, ২০২১-এ শেষ হয়েছিল কিন্তু ব্যবসাগুলি এখনও সংশোধিত বেতনের ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে পূর্ববর্তীভাবে আবেদন করতে পারে। তবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সন্দেহজনক দাবি আসছে ছোট ব্যবসার কাছ থেকে যারা মূলত এই ক্রেডিট পাবার যোগ্য নন।এই ক্রেডিট পাবার জটিল যোগ্যতার নিয়মের কারণে, ছোট ব্যবসায়ীরা দ্রুত স্ক্যামারদের জন্য একটি উপার্জনের উৎস হয়ে ওঠেছে। স্ক্যামাররা ছোট ব্যবসাগুলিকে লক্ষ্য করে, তাদেরকে এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিটো(ERC)-এর জন্য একটি ফি- দিয়ে আবেদন করতে সাহায্য করবে বলে প্রস্তাব দিচ্ছে। অথচ লোকেরা জানেওনা তারা এই ক্রেডিটের যোগ্য কিনা।

এ নিয়ে IRS কমিশনার ড্যানি ওয়ারফেল বলেছেন, "ছোট ব্যবসার মালিকদের স্ক্যামার দ্বারা প্রতারিত হওয়ার বিষয়ে IRS উদ্বিগ্ন রয়েছে। আমরা আর সন্দেহজনক দাবির ক্রমবর্ধমান প্রমাণ সহ্য করতে পারি না। আমরা পেন্ডামিক থেকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি, ততই দেখতে পাচ্ছি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামটির ভাল উদ্দেশ্যকে অপব্যবহার করা হচ্ছে।"

IRS-প্রোগ্রাম চলাকালীন ক্রেডিট জন্য ৩.৬ মিলিয়ন দাবী পেয়েছিল। এরপর জুলাই মাসে দাবির যাচাই বাড়ানো শুরু করে। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার IRS জানায়, শত শত ফৌজদারি মামলা শুরু হয়েছে এ নিয়ে এবং হাজার হাজার ERC দাবি নিরীক্ষার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ধিত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে, ইতোমধ্যেই জমা দেওয়া দাবিগুলির জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার সময় থাকবে, ৯০ দিন থেকে ১৮০ দিন।দাবিটির পর্যালোচনা বা নিরীক্ষার প্রয়োজন হলে সময় আরও বেশি লাগতে পারে। IRS- জানায়, যদি ছোট ব্যবসায়ীরা মনে করেন তারা এই ট্যাক্স ক্রেডিট পাবার যোগ্য নন, তবে তারা দাবি প্রত্যাহার করতে পারবেন। প্রায় ৬ লাখ দাবি এখনো মুলতুবি রয়েছে।

পেন্ডামিক চলাকালীন ছোট ব্যবসাগুলিকে সহায়তা করার জন্য সরকারের কর্মসূচিগুলি, দীর্ঘদিন ধরে প্রতারকদের নজরে ছিল।সন্দেহ করা হচ্ছে, ২০০ বিলিয়ন ডলার অন্য দুটি পেন্ডামিক-কালের প্রোগ্রাম, চেক অ্যাসুরেন্স এবং করোনাভাইরাস আর্থিক আঘাতবিপর্যয় ক্রেডিট প্রোগ্রাম থেকে চুরি করা হয়েছে। ছোট ব্যবসার মালিক যারা ক্রেডিট পাওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে চান, তারা একটি যোগ্যতা চেকলিস্ট সহ IRS ওয়েবসাইটে সংস্থানগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

স্বভূমিতে ফেরার দাবি

রোহিঙ্গা এসোসিয়েশনের তিনদিনব্যাপী কর্মসূচি সম্পন্ন

উত্তর আমেরিকা অফিস

দি বার্মিজ রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা'র 'ভয়েস ফর ভয়েসলেস' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে রোহিঙ্গা অধিকার আদায় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ড. ওয়াকার উদ্দিনের নামে প্রবর্তিত পদক 'ড. ওয়াকার উদ্দিন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছর আজীবন সম্মাননা হিসেবে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়েছে মানবিক অধিকারের নিরন্তর সংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের হাতে। মঙ্গলবার ওজোনপার্কের একটি পার্টি হলে বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মহাপরিচালক ড. রেজাউদ্দিন ও বার্মিজ রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা'র ভাইস চেয়ার মোহাম্মদ আসহাব দ্বীন। সেসময় ছিলেন জাস্টিস ফর অল এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আব্দুল মালিক মুজাহিদ, ইউএস কাউন্সিল অফ মুসলিম অর্গানাইজেশন এর সেক্রেটারি জেনারেল ওসামা জামাল, ফর্টিফাই রাইটস এর কো ফাউন্ডার ম্যাথিউ স্মিথ, জাস্টিস ফল অল এর ইউএন অপারেশন ডিরেক্টর ইমাম সাফেত এ ক্যাটোভিচসহ দি ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো অপারেশন ও জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধির দপ্তরের কর্মকর্তারা। অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের সময় ড. আবু জাফর মাহমুদের হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার এর দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেসময় ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হন ড. জাফর মাহমুদ।

এর আগে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের জীবন ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্নক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বেশ কয়েকজনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির থিয়োলজিক্যাল সেমিনারির দি স্টুয়ার্ড কনফারেন্স রুমে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

জাস্টিস ফর অল এর ইউএন অপারেশন্স ডিরেক্টর ইমাম সাফেত এ ক্যাটোভিচ এর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও কমিটির চেয়ার ড. ববি নাসের, সেন্টার ফর আর্থ এথিকস এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর কারেনা গোর, ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম এর ইউএস কমিশনের ভাইস চেয়ার ফ্রেদরিক ডেভি, বার্মিস রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ব্রামা'র ভাইস চেয়ার মোহাম্মদ আসহাব দ্বীন, আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মহাপরিচালক রেজা উদ্দিন। অনলাইনে আলোচনায় যুক্ত হন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাসুচেটস এর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কারিম।

"রোহিঙ্গা গণহত্যা, রিফিউজি অধিকার ও রোহিঙ্গাদের নিজের ঘরে ফেরা : প্রেক্ষাপট মিয়ানমারে নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন " শীর্ষক ওই সেমিনারে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের মানবেতর জীবন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির নানা দিক তুলে ধরা হয়।

মানবতার সংগ্রামী স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদকে আজীবন সম্মাননা

সমাবেশে টাকা দিয়ে কামলা আনবেন না: আ.লীগ নেতাদের মির্জা আজম

ঢাকা অফিস

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতাদের উদ্দেশে দলটির ঢাকা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম বলেছেন, 'কর্মী নিয়ে সমাবেশে আসবেন, টাকা দিয়ে কামলা নিয়ে আসবে না।'

বুধবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের জরুরি বর্ধিত সভায় এ কথা বলেন তিনি।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিট ও ওয়ার্ডে কমিটি নেই উল্লেখ করে মির্জা আজম বলেন, 'সবাই নেতা হতে আসেন, নিজের পরিচয় দিতে চান। যাঁরা নিজের পরিচয় ও ছবি দিয়ে ব্যানার বানিয়ে সমাবেশে আসেন, ব্যানার নামাতে বলার সঙ্গে সঙ্গে নামাতে হবে। যাঁরা ব্যানার ধরে রাখেন তাঁরা জানেনেই না, কার ব্যানার ধরে রেখেছেন। তাই বারবার বলার পরও ব্যানার নামান না।'

মির্জা আজম বলেন, 'হয়তো কিছু টাকা দিয়ে ব্যানার ধরতে বলা হয়েছে, নেতার নাম জানেন না। কামলা হিসেবে তিনি ব্যানার ধরে রাখছেন। এই ধরনের কোনো লোক সমাবেশে আনবেন না। কামলাদের মিটিং-সমাবেশে নিয়ে আসবেন না, কর্মীদের মিটিংয়ে নিয়ে আসবেন।'

ডেমোক্র্যাটরাই বলছে মেয়র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাবেক পাবলিক ডিফেন্ডার ট্রিনিটি ক্যাবান আসছে নভেম্বরে সিটি কাউন্সিলে পুনঃনির্বাচনের লক্ষ্যে মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, এলিজাবেথ ওয়ারেন এবং প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ সহ নেতৃস্থানীয় বামপন্থী ব্যক্তিত্বদের কাছে যাচ্ছেন। ক্যাবান বলেছেন, নতুন অভিবাসীদের আগমন নিউ ইয়র্ক সিটিকে ধ্বংস করবে বলে মেয়র বলেছেন, এমন ধারণা তাঁর কাছে অযৌক্তিক বলে তিনি উল্লেখ করেন। নতুন আগত অভিবাসীরাই আমাদের শহর বিনির্মান করেছে উল্লেখ করে ট্রিনিটি ক্যাবান বলেন আমি মনে করি মেয়রের এমন বক্তৃতা সহিংসতাকে উস্কে দেওয়ার একটি বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য ডেমোক্রেট নেতৃত্বাধীন শহরগুলিতে গত বছর থেকে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রমকারী হাজার হাজার লোক এসেছে, আশ্রয়ের অনুরোধ করেছে। ১ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি অভিবাসী নিউইয়র্কে এসেছে। কর্মকর্তারা বলছেন বর্তমানে সিটির তত্ত্বাবধানে থাকা প্রায় ৬০ হাজার অভিবাসী। এদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সিটিকে লড়াই করতে হচ্ছে।

মেয়র অ্যাডামস গত সপ্তাহে বলেছিলেন, "আমার জীবনে কখনও এমন সমস্যা দেখেনি যার আমি শেষ দেখতে পাইনি। এই সমস্যাটি নিউইয়র্ক সিটিকে ধ্বংস করবে।"

ক্যাবান বলেছেন, অ্যাডামস এর এমন মন্তব্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' এর কথা মনে ক্রিয়ে দেয়। ক্যাবান বলেছেন, এটি অভিবাসী সংকট নয়, এটি একটি মানবিক সংকট।এটা নীতির সংকট।

অভিবাসীরা নিউ ইয়র্কে আবাসন, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সুরক্ষিত করার জন্য সংগ্রাম করেছে। গত মাসে ম্যানহাটনের একটি হোটেলের বাইরেও তারা ঘুমিয়েছেন। আইনজীবীরা চান যে বাইডেন প্রশাসন ব্যাকলগড আইনি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করুক, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ওয়ার্ক পারমিট দ্রুত ট্র্যাক করুক।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল নিউইয়র্ক টাইমস্ কে জানিয়েছেন যে, স্টেট ফেডারেল স্তরে পারমিটের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষাকে এড়াতে আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিট দেওয়ার উপায়গুলি বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এটি একটি ভয়ঙ্কর আইনি লড়াইয়ের শুরু করতে পারে। ক্যাবান স্বীকার করেছেন যে, পরিস্থিতিটি চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু তিনি বলছেন যে, একই সময়ে অ্যাডামস সামাজিক পরিষেবাগুলির জন্য অর্থায়নকে আঘাত করছে।

অ্যাডামস গত শনিবার ঘোষণা করেছিলেন যে, অভিবাসীদের আগমনের জন্য ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা বৃদ্ধি ছাড়াই সিটির সংস্থাগুলিকে তাদের বাজেট ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে হবে। ক্যাবান এর মতে, শহরটি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিভিশনে(এনওয়াইপিডি) রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

এনওয়াইপিডি কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে ব্রুকলিন আশ্রয়কেন্দ্রে অভিযানের সময় অভিবাসীদের রুক্ষ আচরণের শিকার হয়েছেন। এদিকে মেয়র অ্যাডামস ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাবের জন্য ত্রুটিগুলিকে দায়ী করেছেন। তবে সহকর্মী ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা তিনি ক্রমবর্ধমান সমালোচিতও হচ্ছেন।

আগামী নির্বাচন অংশগ্রহনমূলক

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। তাঁর সরকারী সফরসঙ্গী ছাড়াও অনেকেই নিউইয়র্কে এসেছেন। ম্যানহাটনের যে হোটেলে অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী, তার আশেপাশে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও নেতা কর্মি ও সাংবাদিকদের প্রচণ্ড ভীড়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এবারের ম্রিয়মান অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী কী বলছেন বা তাঁর নিউইয়র্ক সফরের শেষ দিনে নাগরিক সংবর্ধনার নামে আয়োজিত সভায় প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন, এ নিয়ে কারও তেমন কোন উৎসাহ নেই। সমস্ত উৎসাহ এখন বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কী বলছে? পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি এখন কোন পর্যায়ে? সরকারের অনড় অবস্থানের কী কোন পরিবর্তন হচ্ছে?

এসব প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর কারও কাছে নেই। প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী একাধিক নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নির্বাচন নিয়ে সরকার নিজেদের পরিকল্পনায় এগিয়ে যাবে। বিএনপি সহ যারা নির্বাচনে আসবে না , তাদের ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমন নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করার কোন উদ্যোগই সরকার নেবে না। উল্টো বিএনপি যাতে নির্বাচন থেকে সরে থাকে, এমন কিছু ব্যবস্থা নেয়া হবে বেশ শক্তভাবে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন স্পষ্টই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের তাগিদ রয়েছে। নির্বাচনকে অংশগ্রহণমুলক করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কোন চাপ নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। সবাইকে নির্বাচনে নিয়ে আসার জন্য সরকারের কোন দায়ও নেই বলে উল্লেখ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন।

বিএনপি সহ সরকার বিরোধীরা বলেই দিয়েছেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতায় রেখে তারা নির্বাচনে যাবে না। সরকার সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোন নির্বাচনকালীন সরকার বা তত্বাবধায়ক সরকারের আলোচনায়ই যাবে না। ফলে বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে পারে। এরমধ্যেই ভাবমূর্তি সংকটে পড়া সরকার বেশ হিসেব করেই এগুচ্ছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

এরমধ্যেই জানা গেছে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন। প্রাক পর্যবেক্ষক দলের তৈরি করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাক পর্যবেক্ষক দলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নির্বাচন সহায়ক পরিবেশ নেই বলে মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় পর্যবেক্ষক দল পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ। তবে নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনের তথ্য নিজস্ব সূত্র থেকে পাওয়ার সুবিধার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছোট আকারের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হতে পারে।

একতরফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতার পরিবর্তন না হলেও নির্বাচন পরিবর্তী সরকার গ্রহণযোগ্যতা সংকটে পড়বে। এরমধ্যে নিষেধাজ্ঞার তালিকা বৃদ্ধি পেতে পারে। এসব মাথায় নিয়েই সরকার একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে। বিএনপি সহ বিরোধীরা এখনও মনে করছে, বাইরের চাপেই সরকার বাধ্য হয়ে তাদের দাবী মেনে নেবে এবং অংশগ্রহণমুলক নির্বাচনের আলোচনা শুরু করবে। আন্দোলনের মাঠ চাঙ্গা থাকলেও সরকার মনে করছে, বিএনপি সহ বিরোধীরা সরকার পতনের মতো কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। বাইরের চাপকে আন্তর্জাতিক দেন দরবার দিয়ে সামাল দিয়ে নির্বাচন করে নেয়া এবং ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টাই করছে সরকার।

বিশ্ব ক্রমে অস্থির হয়ে উঠেছে

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা, বিভেদ, বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রত্যয় নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতিতে জাতিতে বিভেদ, অনৈক্য নিরসনে সংস্থাটি ব্যর্থই হয়েছে। সাধারণ পরিষদের সভায় দাঁড়িয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিশ্ব ক্রমে অস্থির হয়ে উঠেছে।

১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, বৈশ্বিক ব্যবস্থা এমন এক সময়ে 'পশ্চাৎপদ অবস্থান' নিয়েছে, যখন শক্তিশালী, আধুনিক ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন রয়েছে। গুতেরেস বলেন, 'যদি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বকে তার মতো করে প্রতিনিধিত্ব না করে, তাহলে আমরা কার্যকরভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারি না। সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যার অংশ হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।' জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি; উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিভক্তি গভীরতর হচ্ছে।

গুতেরেস বলেন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা আর বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এযাবৎকালের সবচেয়ে বেশি বিভক্তির দিকে এগোচ্ছে বিশ্ব। প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিভক্ত কৌশল একক ও উন্মুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে হুমকিতে ফেলছে এবং নিরাপত্তাকাঠামোয় সম্ভাব্য সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি করছে। অকার্যকর, সেকেলে ও অন্যায্য আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর' বড় ধরনের সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এর মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য বার্ষিক ৫০ হাজার কোটি ডলারের উদ্ধার প্যাকেজ গ্রহণ।

সিন্ডিকেট সংসদ দখল করে ফেলেছে: সিপিবি

ঢাকা অফিস

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম দিন দিন বাড়ছে। সরকার এসব ক্ষেত্রে দাম বেঁধে দিলেও সিন্ডিকেটের কারণে মাঠপর্যায়ে তা কার্যকর হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের আমদানির ঘোষণা আইওয়াশ। এই আইওয়াশ দিয়ে সিন্ডিকেট ভাঙা যাবে না। সিন্ডিকেট ওয়ালারা সংসদ দখল করে ফেলেছে।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন দলের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম।

এ সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সিন্ডিকেট ভাঙা, সারা দেশে রেশনিং ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুসহ উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায় গড়ে তোলার দাবিতে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স।

ধনীদেশগুলোকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমর্থন দিতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ভূমিকম্প মডেলিং নিয়ে দেশব্যাপী একটি প্রদর্শনী মহড়া করতে জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা আর্থ অবজারভেটরি হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু টু নিয়ে কাজ করছেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, "বাংলাদেশ দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিভুজাকার সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যান্য দুর্বল দেশগুলোর সঙ্গে তার দক্ষতা বিনিময় করতে ইচ্ছুক। সবার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা' এমডিবি এবং আইএফআই-কে এই ধরনের প্রচেষ্টায় যোগ দিতে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৯৭০ সালে ভোলা ঘূর্ণিঝড়ের সময় যে লক্ষাধিক লোক মারা গিয়েছিল তার তুলনায় বাংলাদেশে প্রাণহানির সংখ্যা এক অঙ্কে নেমে এসেছে। আমাদের ৬৫ হাজার উপকূলীয় মানুষের সমন্বয়ে বিশ্বের বৃহত্তম কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ একটি সমন্বিত বহু-বিপত্তি প্রাথমিক সতর্কীকরণ পদ্ধতির সর্বশেষ জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের নিয়মিত আপডেট দেওয়ার জন্য মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) বিষয়ভিত্তিক রাষ্ট্রদূত সায়মা ওয়াজেদ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

মক্কা ও মদিনার শতাধিক ঐতিহাসিক স্থান সংস্কারের পরিকল্পনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৮ সেপ্টেম্বর মক্কায় এক অনুষ্ঠানে দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়াহ পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনার শতাধিক ঐতিহাসিক স্থান সংস্কারের পরিকল্পনার কথা জানান।

গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হজ করতে আসা মুসলমানরা মক্কা ও মদিনার যেসব ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখেন, সেসবের সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন আল রাবিয়াহ। এই কাজে সরকার বেশ কয়েকটি অংশীদারের সহযোগিতা নেবে।

মক্কার সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিরায় এক অনুষ্ঠানে তৌফিক আল রাবিয়াহ বলেন, 'পবিত্র মক্কা এবং আল মদিনা আল মুনাওয়ারায় আল্লাহর মেহমানদের অভিজ্ঞতা যেন আরও সমৃদ্ধ এবং অবিস্মরণীয় হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হবে। পবিত্র মক্কা এবং আল মদিনা মুনাওয়ারার মহান ইতিহাস রয়েছে এবং মুসলমানরা এটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।'

মক্কায় আছে গ্র্যান্ড মসজিদ ও মদিনায় নবীজির (সাঃ) মসজিদ। দেশি-বিদেশি কাবায় অবস্থিত গ্র্যান্ড মসজিদে নামাজ পড়তে যান। হজে ছাড়া ওমরাহর জন্যও প্রতি বছর বহু মুসলিম গ্র্যান্ড মসজিদে যান। হজ ও ওমরাহ পালনে আসা মুসল্লিরা মদিনায় মসজিদে নবুবিতে। সেখানে আছে মহানবীর (সাঃ) রওজা শরিফ।

সৌদি আরব এই বছরে ওমরাহ পালনে প্রায় ১ কোটি মুসলমানের সমাগম হবে বলে প্রত্যাশা করছে।

আমেরিকার গণতন্ত্র ঝুঁকিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানেন বলেও উল্লেখ করেছেন। বাইডেন সাধারণত বয়স নিয়ে কোনো কথা বলেন না।

১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কে ব্রডওয়ে থিয়েটারের তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ইউক্রেন ও কোভিড-১৯ সংকটের মতো সমস্যা সমাধানে তাঁর অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছে। তিনি বলেছেন, স্বৈরশাসকদের কাছে মাথা নোয়াবেন না। তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তাঁর মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন (এমএজিএ) স্লোগানটি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতোই।

২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করেছিলেন এবং আগামী বছর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যদি ট্রাম্প আবার রিপাবলিকান প্রার্থী হন, তাহলে এ দুজনকে দ্বিতীয়বারের মতো ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি নির্বাচনে লড়বেন।

বাইডেন বলেন, 'আমি যখন চার বছর আগে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়িয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমরা আমেরিকার আত্মার জন্য লড়াই করছি। সে লড়াই এখনো চলছে।' ৮০ বছর বয়স্ক বাইডেন বলেন, এখন আত্মসন্তুষ্টির সময় নয় এবং সে জন্যই তিনি পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আসুন আমরা কাজটা শেষ করি। আমি জানি, আমরা পারব।' তিনি 'ম্যাগা চরমপন্থীদের' প্রতি নিন্দা জানিয়ে রিপাবলিকান মঞ্চগুলোকে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতি হুমকি বলে বর্ণনা করেন।

মতামত জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকান ভোটাররা আগামী নির্বাচনে বাইডেনের বয়স নিয়ে উদ্বিগ্ন। সাধারণ জনমতেও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অবস্থা নিম্নগামী। অপরদিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের উত্তেজনার মধ্যে রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। রিপাবলিকান দলে ট্রাম্পের সাথে কার্যত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কেউ নেই। অনেকেই মনে করছেন, আইনের খড়গ নিয়ে আটকাতে না পারলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসাটা ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠছে।

তৃণমূল বিএনপিকে দাঁড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপির সাবেক সভাপতি তৈমূর আলম খন্দকারকে। বিএনপি ঘোষণা করেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত না হলে ভোটে অংশগ্রহণ করবে না বলে। একই অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা অন্য বিরোধী দলগুলোও। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কীভাবে অংশগ্রহণমূলক করা যায়, সেই কৌশল আঁটছে ক্ষমতাসীনেরা। শুরু হয়েছে বিএনপি থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু পরিচিত মুখকে সামনে রেখে নতুন জোট গঠনের প্রক্রিয়া। এর অংশ হিসেবে মাঠে নেমেছে বিএনপির প্রয়াত নেতা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার গঠন করা দল তৃণমূল বিএনপি। ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সম্মেলন করে আংশিক কমিটি ঘোষণা করেছে তৃণমূল বিএনপি।

শমশের মুবিন চৌধুরী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর যোগ দেন বিএনপিতে, হন দলটির ভাইস চেয়ারম্যানও। তবে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপিকে ঘিরে হতাশা ও অভিমান থেকে ২০১৫ সালের অক্টোবরে দলটি থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। রাজনীতি থেকে অবসরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া শমশের মুবিন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আবার নতুন দলের নেতৃত্ব নিলেন।

মঙ্গলবার তৃণমূল বিএনপির কাউন্সিলে দেওয়া বক্তব্যে সমশের মবিন চৌধুরী স্মরণ করেন আওয়ামী লীগের দুই প্রয়াত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে।তৃণমূল বিএনপিকে একটি 'স্বাধীন রাজনৈতিক দল' হিসেবে দাবি করে সমশের মবিন বলেন, 'এই দলের চিন্তাভাবনা নিজেদের। এটি ''কিংস পার্টি'' নয়। এটি জনগণের পার্টি। কিংস পার্টি গঠিত হয়েছিল (২০০৭ সালের) এক-এগারোর সময়।' সমশের মবিন বলেন, তাঁর দল অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায়। সেটা সম্ভব যদি প্রশাসন নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা পালন করে, নির্বাচন কমিশন যদি তার ক্ষমতার প্রয়োগ সঠিকভাবে করতে পারে। ভোট যদি সঠিকভাবে গণনা হয়, তাহলে আগামী সংসদ নির্বাচনে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে বলেও মনে করেন তিনি।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ১২টায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে শুরু হয় তৃণমূলের কাউন্সিল। শুরুতে বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বিএনপির একসময়ের মহাসচিব এবং ২০০১-২০০৬ সালে খালেদা জিয়া সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী প্রয়াত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার মেয়ে অন্তরা সেলিমা হুদা। অন্তরা নতুন নিবন্ধন পাওয়া দলে এক্সিকিউটিভ চেয়ারপারসন হয়েছেন।

মঙ্গলবার আংশিক ঘোষিত ২৭ সদস্যের কমিটিতে মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তৈমূর আলম খন্দকার। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচনে দলের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মেয়র প্রার্থী হলে বিএনপি তাঁকে বহিষ্কার করে।

তৈমূর আলম বলেন, তিনি মনে করেন, বিএনপির সঙ্গে আদর্শগত মিল রয়েছে তৃণমূল বিএনপির। নতুন দল 'প্রাইভেট কোম্পানির হবে না' বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও মুক্ত জীবন কামনা করেন এই রাজনীতিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ তৃণমূলের পুনর্গঠনের পুরো প্রক্রিয়াকে নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের একটা কৌশল হিসেবে এই দলের উত্থান। দলটির কোনো আদর্শ ও জাতীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক ভিত্তি নেই, এমন পর্যবেক্ষণ দিয়ে সাব্বির আহমেদ বলেন, এই দলে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা।

তৃণমূল বিএনপি ও নির্বাচন সামনে রেখে নানামুখী তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করে ১৯ সেপ্টেম্বর টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'কিছু ফেরিওয়ালা আছে, বিভিন্ন সংস্থার লোকজন আছে। তারা ফেরি করে লোকজন জড়ো করছে। ভবিষ্যতে তারা আরেকটা নাটক করবে। আরেকটা নাটকের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করবে। তার একটা লক্ষণ, আজ একটা পার্টি হয়েছে...রাজনীতিবিদ কেনাবেচার হাট শুরু হয়ে গেছে।'

তৃণমূল বিএনপির গতকালের কাউন্সিলে বিএনপির বর্তমান কোনো সুপরিচিত নেতাকে দেখা যায়নি। তবে বর্তমান সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে এমন ২০টি নিবন্ধনহীন রাজনৈতিক দলের নেতারা শুভেচ্ছা জানাতে আসেন অনুষ্ঠানে। কয়েকজন নেতা তৃণমূল বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগ্রহের কথাও জানান।

সফরে প্রথম পবিত্র "মক্কা- মদিনা"

ফজলুর রহমান চৌধুরী

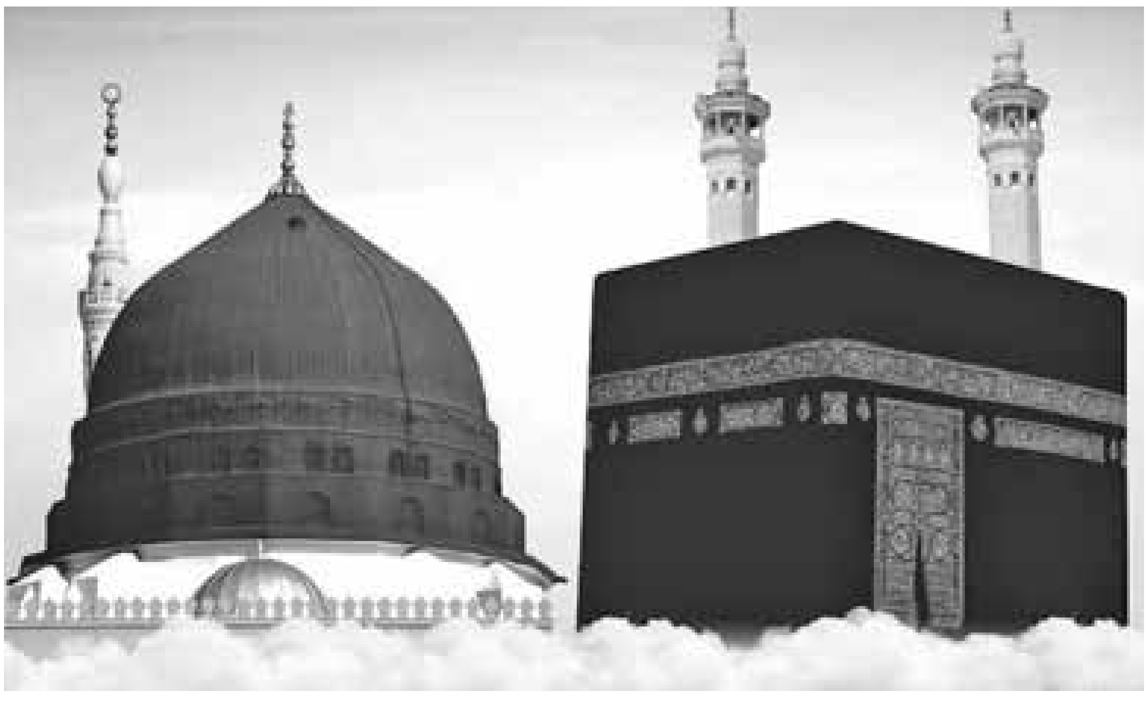

এর আগে পবিত্র মক্কা ও মদিনা মনোয়ারা যাওয়া হয়নি। কভিড-১৯ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে ওমরাহ পালনের ইচ্ছে এবং চেষ্টা করে ও কেন জানি বিভিন্ন অসুবিধায় যেতে পারিনি। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের উপর ফরজ হজ্বব্রত পালন করব। দিন দিন বয়স বাড়ার সাথে শরীর স্বাস্থ্য ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, রহমত চাইলাম যাতে আগামী কোরবানির ঈদ মৌসুমে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারি, মদিনা মনোয়ারায় রওজা শরীফ জিয়ারত করতে পারি। আমার স্ত্রীকে অনুরোধ করলাম, মোটিভেশন করতে চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত উনাকে জানিয়ে দিলাম- "আমি নিয়ত করে ফেলেছি, যদি আল্লাহর রহমতে সুযোগ পাই তাহলে আগামী জিলহজ্ব মাসে বাংলাদেশ হয়ে হজ্বব্রত পালন করতে যাব ইনশাআল্লাহ। ছেলে মেয়েরা ও এতে উৎসাহ দিল। হজ্ব ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব। হজ্ব আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো সংকল্প করা, সফর করা। ইসলামের পরিভাষায়- নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মাধ্যমে বায়তুল্লাহ শরিফ জেয়ারত করাকে হজ্ব বলা হয়। হজ্বের নির্দিষ্ট সময় হলো- আশহুরে হুরুম তথা শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্বের প্রথম ১০ দিন; বিশেষ করে জিলহজ্বের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিন। এ পাঁচ দিনই মূলত হজ্ব পালন করা হয়। হজ্বের নির্ধারিত স্থান হলো পবিত্র কাবা, সাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফা ও মুজদালিফা। দূরবর্তী হাজিদের জন্য মদিনা বিশ্ব নবী (স.)-এর রওজা জিয়ারত করা ওয়াজিব। (আসান ফিকাহ, খণ্ড: ০২, পৃষ্ঠা-২৫১)। একটু বিশদ ভাবে বললে-

হজ্বের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার সংকল্প করা। ইসলামী শরীয়া ভাষায় কাবা শরীফ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

হজ্ব ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভ। মহানবী (সঃ) বলেছেন; পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা। (বুখারী ও মুসলিম) । হজ্ব বিত্ত্বশালী লোকদের জন্য একটি অন্যতম ইবাদত। মহান আল্লাহ বলেন; মানুষের মধ্যে যার কা'বা ঘরে যাওয়ার সামর্থ আছে তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ্ব বলে। হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। যিলহজ্ব মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা এবং মুযদালিফায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এর নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করাও হজ্বের অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও যে তা অমান্য করবে সে কাফের, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন। (আল ইমরান ৯৭) এ আয়াত দ্বারা বিত্ত্ববান লোকদের উপর হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। পাঁচটি শর্তসাপেক্ষে হজ্ব ফরজ। ১) মুসলিম হওয়া ২) বুদ্ধি থাকা বা বিবেকবান হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া ৩) বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৪) আজাদ বা স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ কারো গোলাম না হওয়া এবং ৫) দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত যুক্ত হবে, সেটি হলো- সঙ্গে

> হজ্বকে অস্বীকার বা অমান্য করা কুফরী। হজ্বের সূচনা হয় হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় থেকে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈলকে নিয়ে যখন কা'বা ঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন তখন মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন, "লোকদেরকে হজ্ব করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানাও।

'মাহরাম' (যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত জায়েজ, অবিবাহযোগ্য) থাকা। হজ্বের গুরুত্ব ও ফজিলত

সুতরাং এ হজ্বকে অস্বীকার বা অমান্য করা কুফরী। হজ্বের সূচনা হয় হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় থেকে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈলকে নিয়ে যখন কা'বা ঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন তখন মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন, "লোকদেরকে হজ্ব করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানাও। তারা যেন পায়ে হেটে কিংবা দূরবর্তী স্থান হতে উটে আরোহন করে তোমার নিকট চলে আসে। (সূরা হজ্ব ২৭) এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় হজ্ব প্রথা প্রথম শুরু হয়েছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় থেকেই। সুতরাং হজ্ব বিত্ত্ববান লোকদের জন্য শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই নয়,ইহা বিশ্ব মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার অন্যতম ও প্রধান পন্থাও বটে। তাই হজ্বকে বলা যায় মুসলিম উম্মাহর মহা ঐক্যের মহা সম্মেলন বা মহা ঐক্যের মহামিলন কেন্দ্র।

হজ্বের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ইহরাম, তালবিয়া, তাওয়াফ ও সায়ি, অকুফে আরাফাহ, অকুফে মুজদালিফা, অকুফে মিনা, কংকর নিক্ষেপ, দম ও কোরবানি, হলক ও কছর এবং জিয়ারতে মদিনা-রওজা শরীফ রাসুল(স) । ২০২২ সালের জুন মাস। হবিগঞ্জের ভাদৈ গ্রামের মো আবুল কালাম। আমাদের ভাগ্না নজরুল, বদরল আলম চৌধুরীর ঘনিষ্ট , আপনজন। ছোটভাই মুস্তাক মিয়ার ও বন্ধুবান্ধব। আমার ভাগ্না ।মামা হিসেবে অনেক আদর সম্মান করে। ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হজ্ব ভিসায় সৌদি আরব যাচ্ছে। ইমিগ্রশনের সময় দোয়া চাইতে আমাকে ফোন দেয়। আমি বল্লাম, আগে জানলে তো তোমাদের সাথে এবারই আমরা যাওয়ার চেষ্টা করতাম। সে উত্তরে জানাল, মামা কোন অসুবিধা নেই, আগামী বছর যাবেন। আমি সব পথ বাতলিয়ে দিব। ভাগ্না কালাম মদিনা শরীফ জান্নাতুল বাকী থেকে আমাকে আবার ভিডিও কল দেয় এবং তাদের হজ্ব এজেন্সী "নাজাাত হজ্ব " ঢাকার কর্ণধার মোয়াল্লেম মোঃ আনোয়ার ভাইর সাথে আলাপ করিয়ে দেয়। সাথে সাথে তাদের অনুরোধে আমাদের দুজনের (আমি ও আমার সহধর্মিনী) ভোটার আইডি কার্ডের ছবি প্রেরণ করি। কিছুদিন পরেই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক হজ্ব রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখতে পাই।নাজাত হজ্ব ট্রেভেলস , ঢাকার মাধ্যমে ধীরে ধীরে হজ্ব সংক্রান্ত কাজ এগুতে থাকে। আনোয়ার ভাইর বাড়ি হবিগঞ্জের মীরপুর, বাহুবল এলাকায়। তার সাথে আমার আর কোন দেখাও হয়নি (ভিডিও কলে) বা আলাপ ও হয়নি। শুধু মেসেজ ও ভয়েজ মেসেজ শুনে পরবর্তী কার্যক্রম / পদক্ষেপ গ্রহণ করি। শেষপর্যন্ত আল্লাহর অশেষ রহমতে ১৪ জুন ২০২৩ সিলেট থেকে দুপুর ১২.০০টার বিমানে (ডমেস্টিক ফ্লাইটে) আমরা দুজন ঢাকা এয়ারপোর্ট । তার আগে ১২ জুন গ্রামের বাড়ি হিয়ালায় মা বাবা, মুরুব্বীয়ান দের কবর জিয়ারত ও একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের দোয়া চেয়ে নেই । সেদিন সিলেটে রাত থেকে এত বৃষ্টি হয়েছিল অনেক রাস্তা পানিতে ডুবে গিয়েছিল। উপশহর থেকে এয়ারপোর্ট যেতে পুরাতন টয়োটা কার পানিতে যেন ডুবে যাচ্ছিল । আমরা সাথে ছোট ভাই মাহমুদ , ড্রাইভার বকুল আল্লাহ পাকের সাহায্য চাইতে থাকলাম । আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে কোন ভাবে ডুবানো রাস্তা থেকে উঠে সিলেট ওসমানি এয়ার পোর্টে।

কই গেল সেই পাটের সিকা

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কই গেল সেই দিন
মা বোনেরা পাটের সিকা তৈরি করে
বিভিন্ন রং লাগিয়ে করত রঙিন

গ্রামের প্রায় বাড়িতে কত সুন্দর করে পাটের সিকা তৈরি করে তা ঘরের খাম বা ডাপের সাথে অথবা বাঁশ বেঁধে সুন্দর করে ঝুলিয়ে রাখা হত। কেউ একবার তাঁকালে আবার তাঁকিয়ে দেখত। আগে পাটের সিকা বিক্রি করে অনেক মা ও বোনেরা আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হত। আট দশটা পাটের সিকা একটার সাথে আর একটা লাগিয়ে কত সুন্দর করে তৈরি করত। আবার একটা একটা করে ও পাটের সিকা বুনত। গ্রামে কত রকমের মেলা হত। সেই মেলায় কুমারেরা হরেক রকমের মাটির তৈরি জিনিস বিক্রি করত।

কুমারদের তৈরি অধিকাংশ জিনিস পাটের সিকায় করে ঝুলে রাখা হত। মাটি দিয়ে কুমারেরা বড় আকারের ব্যাংক তৈরি করত, সেই ব্যাংকের গায়ে রং লাগিয়ে কি সুন্দর ডিজাইন করত। ব্যাংকে আগে লোকেরা খুচরা পয়সা বা টাকা রেখে দিত।মানুষ মেলা থেকে ব্যাংক কিনে এনে পাটের সিকায় সুন্দর করে ঝুলে রাখত।

মায়েরা বেশি পাটের সিকা তৈরি করত। মেয়েরা আবার মায়েদের কাছ থেকে পাটের সিকা তৈরি করা শিখত। আগে বিয়ে, সুন্নতে খ্যাৎনা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার উপঢৌকন হিসাবে কাঁসার কলস, প্লেট ও জগ দিত। এগুলো আবার পাটের সিকায় অনেকে ঝুলে রাখত। আগে গ্রামে ছিল ছনের ঘর। সেই ছনের ঘরের পারের সাথে কি সুন্দর করে মায়েরা পাটের সিকায় কত কিছু জুলে রাখত। অনেকে রান্না করে পাতিল সহ ভাত ও তরকারী সুন্দর করে পাটের সিকায় ঝুলে রাখত। খাবারটা ও নিরাপদ থাকত। কোনকিছু খাবারের কাছে যেতে পারত না। যাদের গাভী দুধ দিত। সেই গাভীর দুধ ধুনায় সুন্দর করে পাটের সিকায় ভরে রাখা হত। আগে দোকানদারেরা চুড়ি, মালা, গুছি ও আয়না একটা বাসকেটে ভরে বড় পাটের সিকায় কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে এসে ফেরি করে বিক্রি করত। আগে দেখতাম মানুষ বাঁধে মাটি কাটত। অনেক সকালে মাটিলেরা মাটি কাটতে চলে যেত। আর পাটের সিকা বাকের সাথে বেঁধে সুন্দর করে খাবার ঢুকে কাঁধে করে একজন খাবার নিয়ে যেত। আগে

কৃষকেরা কত পাটের সিকা ব্যবহার করত। তারা ঢালি বা সাজি তে করে প্রাকৃতিক সার ভরে পাটের সিকার মধ্যে ঢুকিয়ে কাঁধে করে ফসলের জমিতে দিত।তারা কখন ও কামলার খাবার ও কাঁধে করে পাটের সিকার এক পাশে নাস্তা আর এক পাশে কলসে করে পানি ভরে মাঠে নিয়ে যেত।আগে কৃষকেরা পাটের সিকার মধ্যে কলস ভরে বাকের সাথে বেঁধে কাঁধে করে ফসলের ক্ষেতে পানি দিত। আগে গ্রামে দোকানদারেরা পাতিলে করে রসগোল্লা, দানাদার, কদমা খাজা পাটের সিকায় ভরে কাঁধে করে গ্রামে বিক্রি করতে নিয়ে আসত। আগে গ্রামে অনুষ্ঠান হলে কলসে করে দুধ পাটের সিকায় ভরে কাঁধে করে কিনে আনা হত। অনেক মা বোনেরা পাটের সাথে লাল, নীল রংগের সুতা লাগিয়ে কত সুন্দর করে পাটের সিকা তৈরি করত। কত রকমের ডিজাইনের পাটের সিকা যে আগে গ্রামের মেয়েরা তৈরি করত। আগে হাঁট বাজারে ও পাটের সিকা পাওয়া যেত। আগে জিলাপী ও দইয়ের দোকানদারেরা বাকের সাথে পাটের সিকায় ভরে কাঁধে করে গ্রামে বিক্রি করতে নিয়ে আসত, আর জোরে জোরে ডাক দিয়ে বলত দই রাখবেন ভাল দই, জিলাপী আছে ভাল জিলাপী ।মাঝে মাঝে একটা পাতিলে ভরে গোল বাকের সাথে পাটের সিকায় ভরে দোকান দারেরা গ্রামে বিক্রি করতে নিয়ে আসত। গরমের সময় বেশি গোল বিক্রি করত।কত যে জিলাপী খেয়েছি। ধান দিলে জিলাপী দিত। সব জিলাপী বিক্রি হয়ে গেলে যে পরিমান ধান দোকানদার পেত কাঁধে করে বড় পাটের সিকায় নেওয়ার সময় মনে হত পাটের সিকা এই বুঝি গেল ছিঁড়ে। আগে অনেকে নতুন জামাই বাড়িতে ও পাটের সিকা উপহার দিত। সব রকমের পাট দিয়ে সিকা তৈরি করা হয় না।দেশাল পাটের চেয়ে তোষা পাট অনেক লম্বা হওয়া মা বোনেরা তোষা পাট দিয়ে বেশিরভাগ সময় সিকা তৈরি করে। সিকা বানিয়ে মা বোনেরা আগে কাঁচের বয়ম ঝুলে রাখত। পাটের সিকা এখন নাই বললেই চলে। গ্রাম ধরে খুঁজলে একটা পাটের সিকা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ ? নিত্যনতুন কত কিছু আবিষ্কার হয়ে পাটের সিকার ব্যবহার গেছে উঠে। কত রকমের পাটের সিকা যে আগে বানানো হত। বড় আকারের, মাঝারি আকারের ও ছোট আকারের। মায়েরা আগে একসাথে বসে পাটের সিকা বুনাত আর গল্প করত। কেউ আবার দাঁড়িয়ে থেকে পাটের সিকা বানানো দেখত। কেউ আবার খুব তাড়াতাড়ি একটা পাটের সিকা বুনে ফেলত।কালে কালে কত কিছু যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ।তবে গ্রামে পাটের সিকা আর আগের মত দেখা না মিলে।

ফেইক আইডিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যকে উত্যক্ত করা ও সমাধান

এইচ বি রিতা

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন সাইটে তিনজন বিশেষজ্ঞ, ওরেন গিল অর, ইউসি লেভি বেল্স্ এবং অফির টুরেল এর একটি গবেষণামূলক আর্টিক্যাল Corrigendum: The “Facebook-self”: characteristics and psychological predictors of false self-presentation on Facebook'- বলা হয়েছে, ফেইক ফেসবুকের ছবি মূলত ব্যক্তির প্রকৃত ছবি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কিছু, এটি ব্যক্তিকে আচরণের অতিরিক্ত জটিল উপায়ে, প্রবেশ পথ হিসাবে কাজ করে যা মানসিক সমস্যা, এমনকি প্যাথলজির উদ্রেক করতে পারে।'

মূলত, একজন নার্সিসিস্টের পক্ষে মানুষকে হুমকি দেয়া, ধমক বা কৌশলে ক্ষতি করার জন্য ফেইক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা, অস্বাভাবিক কিছু নয়। নার্সিসিস্টরা সব সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পছন্দ করেন। নিজেকে সেরা ভাবতে পছন্দ করেন। ফেইক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি প্রায়ই অন্যদের ক্ষতি করার জন্যই ক্রিয়েট করা হয়। এই আচরণগুলো সাধারণত ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয়। Stopbullying.gov রিপোর্টে বলা হয়, বুলিদের মধ্যে অভিভাবকত্বের অভাব, স্কুলে অমনোযোগী, সম্পর্কের ভারসাম্যহীনতা, হতাশাগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অন্যকে নানা উপায়ে হয়রান করা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়শই তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হয় এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অন্যকে হয়রান করতে ফেইক অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করা হয় তিনটি কারণে:

১) কাউকে ধমক বা হুমকিমূলক বার্তা পাঠানোর জন্য ব্যক্তির আসল পরিচয় লুকাতে।

২) ছদ্মবেশী হয়ে শিকারের জন্য কারো খ্যাতি নষ্ট করতে বা কষ্ট দিতে।

৩) ছদ্মবেশীদের বন্ধু এবং পরিবারকে প্রতারণামূলক ফেইক প্রোফাইলের সাথে সংযোগ করতে যা তাদের ক্ষতিকারক কাজগুলোতে জড়িত হতে প্ররোচিত করে এবং সমর্থণ করে।

এগুলি সাইবার বুলিং। ফেইক অ্যাকাউন্ট সাইবার বুলিং এর খুব সাধারণ ধরন যা শিকারের জন্য নিশানা ঠিক করা হয়। এই আচরণগুলো কখনো অন্যের গুরুতর কষ্টের কারণ হয় এবং অনলাইন টার্গেটেবল ব্যক্তির খ্যাতির উপর বিশাল প্রভাব ফেলে।

বুলিং হল অন্য ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, ভয় দেখানো বা অন্যথায় ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বারবার কষ্ট দেওয়া। এই বুলিং মৌখিক যন্ত্রণা সহ সামাজিক আক্রমণ, শারীরিক আগ্রাসন এবং কটূক্তি ও ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিক মিডিয়া বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে উভয়ই ঘটতে পারে।

ফেইক আইডিতে কেন অন্যকে বুলিং বা উত্তক্ত করা হয়? মনোবিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞরা এর কিছু কারণ নির্ণয় করেছেন। যেমন:

১) মানসিক ট্রমার কারণে:

আপনি হয়তো এই বাক্যাংশটির সাথে পরিচিত, "hurt people hurt people।" যদিও ব্যক্তিগত ট্রমা কাউকে অন্যকে আঘাত করার অজুহাত দেয় না, তবে কখনও কখনও এটি ছদ্মবেশী শিকারি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক একটি ধারণা দিতে পারে। LCSW (licensed mental health counselors) থেরাপিস্ট, এবং প্যারেন্টিং পাথফাইন্ডারের প্রতিষ্ঠাতা মিশেল ফেল্ডার বলেন,

"প্রায়শই, যে লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের ভয় দেখাতে চায় বা ক্ষতি করতে চায়, তার কারণ, তারা নিজের বিধ্বস্ত ও কঠিন জীবনের অভিজ্ঞতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। শিকারিরা নিজেদের যন্ত্রণা ব্যথাকে স্বাস্থ্যকর উপায়ে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয় বলে তারা তাদের আঘাতকে অন্যদের উপর বহির্ভূত করে।"

২) নিরাপত্তাহীনতা: যেকোন সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থার একটি অকথ্য স্তর থাকতে পারে, যেখানে কিছু লোকেরা নিজের সামাজিক অবস্থান নিম্ন বা অপ্রতুল মনে করতে পারেন যা তাদেরকে সামাজিক ক্ষমতা বা পরিচিতি লাভের জন্য অন্যদের প্রতি কটূক্তি, হুমকি, ক্ষতিকর কিছু করার প্রবণতা বৃদ্ধি করতে পারে। ব্যক্তি শেষপর্যন্ত নিরাপত্তাহীন বোধ করেন এবং অন্যদেরকে নিজের মধ্যে মানানসই করতে বা নিজেদের শ্রেষ্ঠবোধ করার মাধ্যম হিসেবে-বুলিং করেন। লিমোর ওয়েইনস্টেইন (MA, LMHC) এর মতে, "চক্র বা কোনো গোষ্ঠীর জন্য সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা প্রায়শই হয়রানির জন্য একটি প্রজনন ক্ষেত্র। কাজের পরিবেশেও এটি হতে পারে। অন্যদের ছোট করা, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক কোনো কাজের ক্ষেত্রে ঈর্ষা এবং শীর্ষে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষার ফলে মানুষ বুলিং করতে পারে।"

৩) তারাও বুলির শিকার: কখনও কখনও লোকেরা অন্যদের উৎপীড়ন করেন কারণ তারা নিজেরাও কোনো এক সময় এই উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মনে করতে পারেন, অন্যদের হুমকি ধমক দেয়া বা ক্ষতি করা মানে নিজের উৎপীড়নের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া। এটি যদিও একটি অস্বাস্থ্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তবে এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যা প্রায়ই লোকেদের বুলিংয়ের দিকে পরিচালিত করে। মিশেল ফেল্ডার বলেন, "বুলিং মূলত একটা শেখার আচরণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশু তার পরিবারে একজন প্রাপ্তবয়স্ককে অন্যদের ধমক দিতে, হুমকি দিতে দেখে অথবা তার নিজের পিতামাতা বা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে তারা সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, কর্মক্ষেত্রে বা অন্যান্য সামাজিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কাছে এটি একটি বিষাক্ত অংশ হয়ে উঠতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত এই আচরণই বুলিদের মধ্যে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।"

৪) দরিদ্র সামাজিক দক্ষতা: সামাজিক দক্ষতার অভাবেও কেউ অন্যদের প্রতি ক্ষতিকারক আচরণ প্রদর্শন করতে পারেন কিংবা স্বাভাবিক আচরণে অন্যদের সাথে চলাফেরা করতে ব্যর্থ হতে পারেন। মূলত, এই সব হামলাকারীদের স্বাস্থ্যকর উপায়ে নেতিবাচক সামাজিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং প্রতিক্রিয়া জানানোতে উপযুক্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফেল্ডার বলেন, শিকারিরা যাকে সহ্য করতে পারেন না মূলত তাদেরকেই বুলিং করতে টার্গেট করেন অথবা তারা মনে করতে পারেন যে, তারা অন্যদের কাছ থেকে যে মনোযোগ চাচ্ছেন, তা তারা পাচ্ছেন না।"

৫) বেনামী বোধ করা: বছরের পর বছর ধরে অনলাইন বুলিং বাড়ছে। ডিজিটাল জগতে বেনামে উপস্থিত হওয়ার সংখ্যাও অতিরিক্ত। লিমোর ওয়েইনস্টেইন বলেন, "অনলাইন বুলিরা প্রায়শই তাদের সাইবার কার্যকলাপ থেকে কিছুটা সময় বিচ্ছিন্ন থাকে, পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং একসময় তাদের অভ্যন্তরীণ হিংস্রতা প্রকাশ করে। এটি তাদের যেকোনো সময় বা ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বেনামে নিষ্ঠুর হতে সক্ষম করে। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায়।" অর্থাৎ বেনামে অন্যদের হয়রান করা মূলত শিকারিদেরকে ভুক্তভোগীর মুখোমুখি হওয়া এড়াতে সাহায্য করে। সাহস কম থাকা ব্যক্তিরা তাই বেনামে অন্যদের হয়রান করে থাকেন।

৬) সহানুভূতির অভাব: অন্যদের হয়রান করা ব্যক্তিদের যত্নের অভাব রয়েছে। সহানুভূতির অভাব রয়েছে। তাই তারা অন্যের উপর আধিপত্য করতে, দোষারোপ করতে, ভয় দেখাতে বা অন্যদের ক্ষতি করাকে কোনও সমস্যা বলে মনে করেন না। অন্যদের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া, তাদের ভয়ানক আচরণ কীভাবে মানুষকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, তা বোঝার ক্ষমতারও অভাব রয়েছে তাদের। ওয়েনস্টেইন বলেন, "এই সব লোকেরা দুর্বল লোকদের টার্গেট করে এবং তাদের আচরণের প্রতিক্রিয়া স্বীকার করতে অস্বীকার করে। তারা নিয়ন্ত্রণের শক্তি এবং অন্যদের কাছে মনোযোগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়। এই সব লোকেরা সদয়, সহানুভূতিশীল বা শ্রদ্ধাশীল হতে শেখেনি।"

নিজ নামে কিংবা বেনামে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যদের হয়রান করা যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘটে থাকে, সেটা থেকে রেহাই পাওয়া সহজ নয়। বুলিং যুগ যুগ ধরে চলছে, চলতেই থাকবে। এইসব বুলিং ভুক্তভোগীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। তাই সমাধান বলতে নিজেকে বিভিন্ন উপায়ে এডজাস্ট করে নেয়া। কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা যায়। কিংবা সহজ উপায় হলো ইগনোর করা বা আইডিতে হয়রানির অভিযোগ করে ব্লক করে রাখা। যদি আপনি মনে করেন যে, বুলিং-এর শিকার হয়ে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে, তাহলে বিকল্প হিসাবে আলোচনা করার জন্য আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। সবশেষে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কারো দ্বারা পোস্ট, কমেন্ট, মেসেজের মাধ্যমে বুলিং হলে সেইসব স্ক্রিনশটগুলো প্রমানস্বরুপ জমা করে রাখা যায়। এবং সেইসব প্রমানগুলি নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট করা যায়। পুলিশ রিপোর্টে ফেইক আইডির ইঙ্গিতগুলোর প্রমান সাবমিট করলেই 'সন্দেহভাজন' হিসাবে রিপোর্ট করতে পারবেন। পুলিশ তখন তাদেরকে নজরে রাখবেন।

https://www.thecyberhelpline.com/guides/fake-profiles

বাজারে আগুন, কেউ শুনছে না কারো কথা, সব মাসতুতো ভাইদের ভোগে

কাকন রেজা

নিত্যপণ্যের বাজার দর নিয়ে খবর করেছে দৈনিক মানবজমিন। ১৭ সেপ্টেম্বরের অনলাইন ভার্সনের খবর। শিরোনাম হচ্ছে, 'কেউ শুনছে না কারও কথা'। আরে ভাই, সবাই তো একে অপরের 'মাসতুতো ভাই', সুতরাং কে শুনবে কার কথা। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা সেরকমই।

বাজার দর নিয়ে কথা বলতে গেলে আবার সিন্ডিকেট ক্ষেপে যেতে পারে। যে সিন্ডিকেটকে খোদ বাণিজ্যমন্ত্রী ভয় পান, সেখানে আমাদের মতন চুনোপুটি হালে পানি পাবে না। ভোক্তা অধিকার বিষয়ে একটা প্রতিষ্ঠান দেশে আছে। মাঝেমধ্যে গণমাধ্যম আর ইউটিউবারদের সাথে নিয়ে এখানে সেখানে অভিযানের নামে খানিক চোটপাট দেখায়। জরিমানা-টরিমানা করে, তারপর 'যেই লাউ সেই কদু'। সরকার পণ্যের দাম বেঁধে দেয়, তাতেও ওই 'কদু' অবস্থা। ডিম আর আলুর বাজার ঘুরে দেখলেই টের পাওয়া যায় সরকারের বাঁধা দাম কোথায় বাঁধা পড়ে আছে। যে বন্ধনে সরকারের নির্ধারিত মূল্যের প্রতিফলন বাজারে নেই। মানবজমিন সে কথাই বলেছে। এরচেয়ে বলার আসলে বেশি কিছু নেই।

বাজার দর ছাড়ি, আসি প্রথম আলো অনলাইনের আরেকটা শিরোনামে, 'ছোট ছেলের লাশ হিমঘরে রেখে আইসইউতে বড় ছেলের কাছে হাসিমুখে যেতে হয়েছে মাকে'- কী ভয়াবহ! শিরোনামের এমন কথা কতটা হৃদয় বিদারক। শুধুমাত্র হৃদয়হীনদেরই এমন শিরোনাম কাঁদায় না। হ্যাঁ, ডেঙ্গুর কথা বলছি। কী পরিমাণ ফাজলামো হলো এই অঘোষিত মহামারী নিয়ে। এ বছরেই মারা গেছেন ৮শ জনের উপর। সোয়া লাখের উপর মানুষ এখনো চিকিৎসাধীন। ঢাকা থেকে সারাদেশ, ডেঙ্গুর প্রকোপে মানুষ দিশেহারা। প্রতিদিন প্লাটিলেটের পরিমাণ নির্ধারণে রক্তের পরীক্ষা করাতে হচ্ছে আক্রান্তদের। সরকারি হাসপাতালগুলোতে এই পরীক্ষা করাতে যে হ্যাপা তাতে অনেকেই বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতাল বা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারগুলোর দ্বারস্থ হচ্ছেন। গুনতে হচ্ছে প্রতিদিন ৪শ বা তারো বেশি টাকা। সাধারণ তথা আমজনতার 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। ঘটি-বাটি বেচেও বাঁচানো যাচ্ছে না অনেককেই। যেমন শিমুল পারভিন নিজে নার্স হয়েও বাঁচাতে পারেননি তার ছোট সন্তানকে। বড় সন্তান রয়েছে আইসিউতে। বুকে পাথর চাপা দিয়ে হাসিমুখে যেতে হচ্ছে সেই ছেলের কাছে। বলুন তো, এ কোন দেশে আছি আমরা!

বিপরীতে চলছে উন্নয়নের না-না বর্ণনা। যে দেশে সরকারি হাসপাতালে ফোন দিলে অ্যাম্বুলেন্স বাড়িতে চলে আসবে, এমন ধারণাই মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। মানুষকে বাঁচানোর ন্যূনতম ব্যবস্থা যে দেশের অধিকাংশ হাসপাতালগুলিতে নেই, সেখানে উন্নয়নের গল্প মানুষের কান ও হৃদয়ে আলাদা কোনো অনুভূতি তৈরি করে না। তাদের করুণতম যাপিত জীবনের কাছে এর কোনো মানে নেই। মানুষের মৌলিক অধিকারের চতুর্থতম হচ্ছে চিকিৎসা। সেই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো খোঁজ নেই, আমরা প্রতিষ্ঠা করছি কংক্রিট আর লোহা লক্কড়েরর জঞ্জাল। যা শুধু আমাদের মাথার উপর ঋণের বোঝাই বাড়াচ্ছে, এর বেশি কিছু নয়। পেনশন স্কিম খোলার একমাস না যেতেই সেখান থেকে ঋণ নেয়ার কথাতে প্রশ্ন উঠছে। না ওঠার

সব মিলিয়ে স্বীকার করি আর না করি এর প্রভাব পড়ে আমজনতার উপর। তাদের পকেট থেকেই রাজস্বের নানা প্রক্রিয়ায় টাকা বের করতে হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। না হলে ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। বিপরীতে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। আর সেই টাকা যায় আমজনতার পকেট কেটেই।

কারণ নেই। পেনশন স্কিম খোলার বিষয়টিই ঋণ নেয়ার কথাতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

ঋণের কথা বলি। ঋণ নেয়ার ব্যাপারে আমরা সকল রেকর্ড ভেঙে ফেলেছি। না, শুধু ভাঙিনি, গত পাঁচ বছরে আমরা নিজেদের রেকর্ড ভেঙে নিজেরাই অনেক বড় রেকর্ড গড়ে ফেলেছি। খানিকটা হিসেব দিয়ে নিই। আলোচিত জার্মান খবরের সংস্থা ডয়চে ভেলে'র একটি প্রতিবেদন থেকে তুলে দিচ্ছি। তারা বাংলাদেশ ব্যাংককে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, 'দেশের অভ্যন্তরীণ ওবৈদেশিক ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৬ দশমিক ১৪ লাখ কোটি টাকা। মাথাপিছুঋণের পরিমাণ ৯৫ হাজার ১৯ টাকা।' ওই প্রতিবেদনে অবশ্য আশার কথাও বলা হয়েছে এবং তা সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল এক অর্থনীতিবিদের বরাত দিয়ে। তাও সরাসরি নয়, আরেক বার্তা সংস্থা ইউএনবি দেয়া বক্তব্যকে তুলে ধরেছে ডয়চে ভেলে। মুশকিল হলো, কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের কাছে এমন দুঃসময়ে গণতন্ত্রও অর্থহীন হয়ে পড়ে। গণতন্ত্র মানে জবাবদিহিতা, তা নিশ্চিত করা না গেলে সবকিছুতেই 'গুড়ে বালি', তা তারা বিস্মৃত হন। তারা যখন ঋণ নিয়ে ভালো কথা শোনান তখন আশার বদলে উল্টো ভয়ের সঞ্চার হয়।

যাকগে, মূল কথা হলো, ঋণের সংখ্যাতত্ত্বটা জানিয়েছে জার্মান এই সংস্থা। ডেইলি স্টার বাংলা'র আরেকটি খবরে ২০২২-২৩ সালের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ জানানো হয়েছে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮শ কোটি টাকা। যা সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাদে। এর আগের অর্থ বছরে যা ছিলো ১ লাখ ১৫ হাজার ২১৬ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই নেয়া হয়েছে এই ঋণের ৭৩ শতাংশ। গণমাধ্যমটি বিশ্লেষকদের ভাষায় বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ পরিমাণ ঋণ গ্রহণ মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দিতে পারে। তাদের ধারণা ভুল হয়নি। খোদ, দায়িত্বশীলরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভয়ের কথা বলছেন।

আবার বাজার দরে ফিরে আসি। মূল্যস্ফীতির ধাক্কাটা যায় মূলত সাধারণ মানুষ মানে আমজনতার উপর। আমরা সেই আমজনতারই অংশ। যেহেতু এখনো হাজার কোটি তো দূরের কথা, এক লাখের ঋণও কপালে জোটেনি। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাংক আমজনতাকে ঋণ দেয় না। তাদেরই দেয়া হয় যাদের পেছনে খুঁটির জোর রয়েছে। তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দিতেও আপত্তি নেই। যেখানে ১৫ হাজার টাকার জন্য কৃষকের কোমরে দড়ি পড়ে, সেখানে ১৫ হাজার কোটি কিংবা তারো বেশি টাকার ঋণের সুদ মওকুফে ব্যাংকের গায়ে বাধে না। আর এর পরিণতি যা হয় তা দৃশ্যমান। ইসলামী ব্যাংক ঋণ দেয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে, এরচেয়ে বড় দৃশ্যমানতা আর কিছু নেই।

সব মিলিয়ে স্বীকার করি আর না করি এর প্রভাব পড়ে আমজনতার উপর। তাদের পকেট থেকেই রাজস্বের নানা প্রক্রিয়ায় টাকা বের করতে হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। না হলে ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। বিপরীতে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। আর সেই টাকা যায় আমজনতার পকেট কেটেই। বলা যায়, টাকা দিয়ে দুর্ভোগ কিনে নেয় আমজনতা। সে বাজার দরেই হোক, চিকিৎসা কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা সব মৌলিক অধিকারে টান পড়ে আমজনতার ভাগেই। আর তা ওই 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'য়েরা সব ভাগ করে ভোগ করে যায় বলেই।

রাষ্ট্রের নৈতিকতা সানজিদা'র মত অসুস্থ!

শিতাংশু গুহ

এডিসি সানজিদা আফরিন নিপা অসুস্থ, তাঁর স্বামী রাষ্ট্রপতির এপিএস আজিজুল হক মামুন জানেনা, জানে নিপা'র সিনিয়র কলিগ রমনা এডিসি হারুন-অর-রশিদ। এঘটনা ধামাচাপা পরে যাচ্ছে। কারণ এটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা। তবে কোন ঘটনা সবসময়ের জন্যে ধামাচাপা পরে থাকে না? যেমন ২০১৮'র নির্বাচন। এটি এতকাল ধামাচাপা পরে ছিলো, এখন যত সমস্যা সব কিছুর মুলে ঐ নির্বাচন। সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে, রাষ্ট্রের নৈতিকতা সানজিদা'র মত অসুস্থ।

সানজিদা বলেছেন, 'হটাৎ করে আমার বুকে ব্যথা হয়–'। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এখন সানজিদা'র মত বুকে ব্যথা হচ্ছে, তারা ইতস্তত: করছেন, আমেরিকা না শেখ হাসিনা? সানজিদা'র স্বামী আজিজ এডিসি হারুনের চেয়ে প্রভাবশালী, তিনি চাইলে স্ত্রীকে যেকোন ডাক্তার দেখাতে পারতেন, কিন্তু সানজিদা কল দিলেন হারুনকে। ঠিক তেমনি বুদ্ধিজীবিরা দেশকে রাইট ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিতে পারতেন, কিন্তু তারা সবকিছুর মধ্যে ষড়যন্ত্র ও বিএনপি আবিষ্কার করলেন।

বিএনপি ক্ষমতায় আসুক কেউ চায়না, আসবেও না, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীরা গত দেড় দশক সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, এখন পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় বিএনপি'র বিরোধিতা করা ছাড়া উপায় নেই! তলে তলে অবশ্য তারা অনেকে আপোষ করছেন, নিরপেক্ষ সাজার চেষ্টা করছেন, কারণ আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা এলে তো সমস্যা। অন্যকেউ ক্ষমতায় এলে এদের জারিজুরি বের হয়ে যাবে, তাই 'আওয়ামী লীগ বাঁচাও, নিজে বাঁচো', তবে আমেরিকাকে হাতে রেখে।

সানজিদা-আজিজ স্বামী-স্ত্রী। আমাদের বিদেশমন্ত্রী একদা বলেছিলেন যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বামীস্ত্রী'র মত! আমাদের ক্ষেত্রে হারুন হচ্ছেন 'চীন', চীনের

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা গত দেড় দশক সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, এখন পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় বিএনপি'র বিরোধিতা করা ছাড়া উপায় নেই! তলে তলে অবশ্য তারা অনেকে আপোষ করছেন, নিরপেক্ষ সাজার চেষ্টা করছেন।

সাথে পরকীয়া করাই যায়! পরকীয়া খারাপ নয়, বেআইনি নয়, অনৈতিক। ভালবাসা উদ্বৃত্ত থাকলে অন্যকে দেয়াই যায়! পুলিশের কর্মকর্তা বলেছেন, সানজিদা মিডিয়ায় কথা বলতে পারেন না। ক'দিন আগে আইনমন্ত্রী একজন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল সম্পর্কে একথা বলেছিলেন, তিনি বরখাস্ত হয়েছেন। পুলিশ-পুলিশ ভাই-ভাই, সানজিদা ও হারুন দু'জনই রংপুরে বদলি হয়েছেন।

চ্যানেল আই-কে সানজিদা বলেছেন, আমার স্বামী ছোট্ট বিষয়ে বিশ্রী সিচুয়েশন তৈরী করে ফেলেছেন। আমেরিকা আসলে তাই করছে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নির্বাচন নামক ছোট্ট বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্রী সিচুয়েশন তৈরী করে ফেলেছে। আমেরিকার মত বড় দেশ এসব ছোট্ট ছোট্ট বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলতো। এরআগে বিএনপি মাগুরা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছে, তারও আগে জিয়া-এরশাদ ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছেন, আমেরিকা শুধু শুধু ২০১৮'র নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগকে বিব্রত করছে?

সানজিদা পরকীয়া করবেন কিনা সেটি তাঁর বিষয়, তবে পরকীয়া ধরা পড়লে সমস্যা হয়? ভারত আমাদের পরানের বন্ধু, চীনের সাথে আমাদের শুধু লেনদেনের কারবার, একথা তো সবাই শুনেছেন। আমেরিকা এই লেনদেনকে 'পরকীয়া' ভাবছে, এতে সমস্যা হচ্ছে। আজিজ তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করবেন কিনা সেটি তার বিষয়, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমেরিকা তেমনি চীন-রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বকে 'পরকীয়া' মনে করে চটেছে।

বাংলাদেশ-আমেরিকার সম্পর্ক এখন আদালতে। ভারত বাংলাদেশের উকিল। আমেরিকার উকিল লাগেনা। অনেক মামলায় আপোষ হয়, দুইপক্ষ একমত হলে বিচারক তা মেনে নেন। আশা, সানজিদা-আজিজ ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার করুন। সামনের নির্বাচনে সকল পক্ষ সন্তুষ্ট হলে বাংলাদেশ ও আমেরিকা বা উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব। নাহলে? সানজিদা-আজিজ বিচ্ছেদ যেমন কাম্য নয়, বাংলাদেশ-আমেরিকা সম্পর্কের উন্নতি ঘটুক, তাই কাম্য। কারণ, নইলে ভুগবে জনগণ।

কানাডা-ভারত উত্তেজনা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও সংলাপ শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ

দেলোয়ার জাহিদ

কানাডা একজন সিনিয়র ভারতীয় কূটনীতিক পবন কুমার রায় কে বহিষ্কার করেছে। কানাডা ভারত দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উত্তপ্ত। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জুন মাসে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারেতে কানাডিয়ান শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজারকে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন। নিজ্জার, একজন কানাডিয়ান নাগরিক এবং একটি স্বাধীন শিখ স্বদেশের সমর্থক, ভারত সরকার তাকে "সন্ত্রাসী" হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ট্রুডো দাবি করেছেন যে কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর কাছে নিজ্জার হত্যাকান্ডের সাথে ভারত সরকারের এজেন্টদের যুক্ত করার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। কানাডা এবং ভারতের মধ্যে ইতিমধ্যেই ভঙ্গুর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য এই অভিযোগের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

ট্রুডো এই বিষয়ে কানাডার চলমান তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন, এই আহ্বানকে ভারত "অযৌক্তিক" বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

কানাডার ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন ট্রুডোর দাবিকে সমর্থন করেছে, বলেছে যে কানাডার শিখরা বছরের পর বছর ধরে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হয়ে আসছে। রক্ষণশীল নেতা পিয়েরে পোইলিভরে এবং এনডিপি নেতা জগমিত সিং সহ কানাডার বিরোধী নেতারা অভিযোগের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তদন্তে স্বচ্ছতার আহ্বান জানিয়েছেন।

পরিস্থিতি কানাডার শিখ সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রভাব সহ দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ককে উত্তেজিত করেছে।

কানাডিয়ান শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ড ভারত সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগে প্রতিক্রিয়ায় সিনিয়র ভারতীয় কূটনীতিক পবন কুমার রাইকে কানাডা বহিষ্কার করলে বেশ কিছু প্রভাব পড়তে পারে:

কূটনৈতিক উত্তেজনা: তাৎক্ষণিক প্রভাব কানাডা এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। একজন সিনিয়র কূটনীতিককে বহিষ্কার করা একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিরল কূটনৈতিক পদক্ষেপ, এবং এটি ভারতের কথিত কর্মকাণ্ডে কানাডার অসন্তুষ্টির একটি শক্তিশালী সংকেত পাঠায়।

পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ: ভারত একজন কানাডিয়ান কূটনীতিককে যদি বহিষ্কার করে বা কানাডার বিরুদ্ধে অন্যান্য কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক: কূটনৈতিক উত্তেজনার অর্থনৈতিক

পারিণতি হতে পারে। বিরোধ চলতে থাকলে বা বাড়তে থাকলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ব্যবসা গুলো তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

লোক-থেকে-লোকের বন্ধনের উপর প্রভাব: কানাডায় ভারতীয় এবং শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে, জনগণের মধ্যে-মানুষের সম্পর্ক, অভিযোগ এবং পরবর্তী পদক্ষেপের ফলে চাপা পড়ে যেতে পারে। এটি এই সম্প্রদায় গুলির মধ্যে বিভাজন এবং মেরুকরণ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: কানাডার অভিযোগ এবং পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বাইরেও প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নোটিশ দিতে পারে এবং সম্ভাব্য ভাবে জড়িত হতে পারে, বিশেষ করে যদি পরিস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

মীমাংসা বা মধ্যস্থতা: তৃতীয় পক্ষের দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যস্থতা এবং বিরোধের সমাধানের প্রচেষ্টা থাকতে পারে। এই প্রচেষ্টা উত্তেজনা কমাতে এবং একটি কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে।

কানাডায় শিখদের উপর প্রভাব: কানাডায় শিখ সম্প্রদায়, যেখানে একটি উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে, এই অভিযোগগুলির ফলস্বরূপ বর্ধিত তদন্ত এবং মনোযোগের সম্মুখীন হতে পারে। এটি ভারতের সাথে এর সম্পর্ক এবং এর রাজনৈতিক উদ্বেগ নিয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

রাজনৈতিক এবং জনমত: এই পরিস্থিতি মোকাবেলা কানাডার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এটি কানাডার রাজনীতিতে বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, এবং ভারতের প্রতি সরকারের পদক্ষেপ এবং অবস্থান সম্পর্কে জনমত পরিবর্তন হতে পারে।

কানাডার ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করা একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ যা দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পর্যন্ত ফলাফলের একটি পরিসীমা হতে পারে। পরিস্থিতির সমাধান নির্ভর করছে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং উভয় পক্ষের সংলাপে জড়িত থাকার এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের ইচ্ছার ওপর।

জাপানি নারীদের জাগিয়ে তুলছে দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্য

তামান্না-ই-জাহান

দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্কৃতি বলতেই আমাদের অনেকের চোখের সামনে স্কুইড গেম, প্যারাসাইট বা বিটিএসের নাম ভাসতে থাকে। অর্থাৎ, পূর্ব এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশটির কে-পপ ও কে-ড্রামা বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত। কিন্তু তাদের কথাসাহিত্যও গত ত্রিশ বছরে নতুন ধরনের সংবেদনশীলতা তৈরি করেছে। এসব লেখা কিছুটা ধীরে হলেও বিদেশিদের মুগ্ধ করছে, জোগাচ্ছে অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে প্রতিবেশী জাপানের নারীদের বলা যায় ঝাঁকুনি দিয়েই জাগিয়ে তুলছে কোরীয় সাহিত্য।

জাপানে দিনে দিনে দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্য ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে অনুবাদ। দক্ষিণ কোরিয় ঔপন্যাসিক চো নাম-জু ২০১৬ সালে ‘কিম জি-ইয়ং, বর্ন ১৯৮২’ নামের একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। এতে দৈনন্দিন জীবনে একজন নারী ঘরে-বাইরে কতভাবে বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হন, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে, যা সেক্সিজম নামে পরিচিত। সেক্সিজম বলতে সাধারণ অর্থে লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করাকে বোঝায়। চো নাম-জু’র উপন্যাসটি ২০১৯ সালে জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়। কিম জি-ইয়ংয়ের জাপানি সংস্করণের কাটতি এরই মধ্যে ২ লাখ ১০ হাজার কপি ছাড়িয়ে গেছে।

ওগাসাওয়ারা চিয়কি নামের এক জাপানি নারী উপন্যাসটি পড়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ব্রিটিশ সাময়ীকি দ্য ইকোনমিস্টকে বলেন, ‘কিম জি-ইয়ং, বর্ন ১৯৮২’ উপন্যাস পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। গল্পের নায়িকা কিম জি-ইয়ংয়ের মতো আমাকেও নিজ পরিবারে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। ভাইয়ের তুলনায় আমাকে কম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো।’ উপন্যাসটিতে কর্মক্ষেত্রের টয়লেটে গোপন ক্যামেরা সংশ্লিষ্ট অংশ পড়ে রীতিমতো শিউরে ওঠেন চিয়কি। এ যেন তাঁর নিজেরই গল্প। তাঁকেই কর্মক্ষেত্রে একই ধরনের বাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। চিয়কি বলেন, ‘এটাকে আমার একবারও ভিন দেশি গল্প বলে মনে হয়নি।’

জাপানে বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ বলতে প্রধানত পশ্চিমা সাহিত্যের অনুবাদ বোঝায়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য। তবে আশার কথা হলো জাপানে দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনুবাদ বাড়ছে। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্য জাপানি ভাষায় অনুবাদের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

২০২০ সালে সহন ওয়ান-পিয়ং নামের দক্ষিণ কোরিয়ার এক ঔপন্যাসিক প্রথম অ-জাপানি এশীয় লেখক হিসেবে জাপানি ‘বুকসেলার্স অ্যাওয়ার্ড’ পান। ‘আমন্ড’ উপন্যাসের জন্য এই সম্মান অর্জন করেন তিনি। ২০২২ সালে ‘কাউন্টারঅ্যাটাক অ্যাট থার্টি’ বইয়ের জন্য আবারও একই পুরস্কার পান এই ঔপন্যাসিক। এক শ্রমজীবী নারীর জীবন ঘিরে উপন্যাসের গল্প আবর্তিত হয়েছে।

অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে জাপানি গান, টিভি নাটক বিশ্বে জনপ্রিয় হতে থাকে, যা কোরিয়ান ওয়েভ বা হালিউ নামে পরিচিত। মূলত তখন থেকেই কে-পপ ও কে-ড্রামা বিদেশে পাড়ি দিতে থাকে। এর ফলে বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে থাকে দক্ষিণ কোরিয়া। সাম্প্রতিক জাপানি উপন্যাস বা কথাসাহিত্যকে হালিউর একটি শাখা বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এটা কে-পপ বা কে-ড্রামার তুলনায় কম পরিচিত হলেও সম্প্রতি সেই অচলায়তন ভাঙছে। ২০১৬ সালে ৫২ বছর বয়সী দক্ষিণ কোরীয় ঔপন্যাসিক হ্যান কাং তাঁর ‘দ্য ভেজেটেরিয়ান’ উপন্যাসের জন্য ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার পান। দোবারা স্মিথের ইংরেজি অনুবাদে এটি দ্রুত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই উপন্যাসে মাংস খাওয়ার মধ্যে যে এক ধরনের নৃসংশতা আছে, তা নিয়ে নানা প্লট তৈরি করেছেন এর মূল প্রোটাগনিস্ট। আধুনিক সিউলে বসবাসকারী প্রোটাগনিস্ট ইয়েং-হাই পেশায় পার্ট-টাইম গ্রাফিতি আর্টিস্ট। মাংস খাওয়া নিয়ে তাঁর সংবেদনশীলতা পাঠকদের দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে।

ইকোনমিস্ট জানায়, দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক উপন্যাস জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে কে-পপ তারকাদের একটা ভূমিকা আছে। বিটিএস ব্যান্ডের সদস্যরা কিম সু হিউনের ‘আই ডিসাইডেড টু লিভ অ্যাজ মি’ নামের একটি বই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্ট দিয়েছেন। তাঁরা আত্ম-উন্নয়নমূলক বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এর পর বইটি যথারীতি জনপ্রিয়। বইটির জাপানি ভাষার সংস্করণ ইতিমধ্যে ৫ লাখ ছাড়িয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য জাপানে হঠাৎ কেন জনপ্রিয় হচ্ছে-এমন এক প্রশ্নের জবাবে কিয়ুশু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরিয়ান স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টারের সুজিনো ইয়ুকি বলেন, ‘দেখুন কিছু সংকটের কারণে আমাদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হলেও জাপান-কোরিয়া কিন্তু যমজের মতো। তবে কোরিয়ার সাহিত্যে জাপানি সাহিত্যের তুলনায় রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বিষয়গুলো বেশ প্রকটভাবে হাজির থাকে। রাজনীতি বিমুখ জাপানি পাঠকদের মধ্যে এটা আলোড়ন তৈরি করেছে।’

‘কিম জি-ইয়ং’ অনুবাদক সাইতো মারিকো মনে করেন, এই জাতীয় উপন্যাস জাপানি নারীদের চারপাশের সবকিছু ‘নারীবাদী চোখ’ দিয়ে দেখতে উৎসাহিত করবে। কোরীয় সাহিত্যের আরেক জাপানি ভক্ত ইয়ানো মারিক মনে করেন, জাপানি নারীরা পুরুষতান্ত্রিকতার অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। পুরুষ আধিপত্য বা শ্রেষ্ঠত্ববাদ নারীদের কীভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ করে রাখে, তা তাঁরা এখনো সম্পূর্ণ বুঝে ওঠতে পারেননি।

মারিক জাপানি অনুবাদে সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার ‘মাই ক্রেজি ফেমিনিস্ট গার্লফ্রেন্ড’ নামের একটি উপন্যাস পড়েছেন। নারী-বিদ্বেষ নিয়ে ‘রিক্লেইম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ’ নামের একটি প্রবন্ধও পড়েছেন। প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়ায় এসব বিষয়ে এত সমৃদ্ধ উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে দেখে নিজ দেশের দৈন্যের কথা ভেবে কিছুটা হতাশা ও ক্ষোভ জানান তিনি।

সামছুদ্দীন মাহমুদের ‘মার্কিন মুলুকে’ গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কথাসাহিত্যিক সামছুদ্দীন মাহমুদের প্রকাশিত নতুন বই 'মার্কিন মুলুকে'র মোড়ক উম্মোচন করা হয় ফোবানার কাব্য জলসা মঞ্চে ২ সেপ্টেম্বর ডালাস, টেক্সাসে। মোড়ক উম্মোচন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি(এডমিন) প্রফেসর ডঃ বেনু কুমার দে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনি ইউএস এর প্রেসিডেন্ট রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী, ফোবানার সাবেক এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নাহিদুল হক চৌধুরী সোহেল, সাবেক ট্রেজারার ডঃ মোহাম্মদ আলী মানিক, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর, কাব্য জলসার প্রধান বিশিষ্ট লেখক ফরহাদ হোসেন, ফোবানার প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুবু রহিম, ডিউক খান, মহিউদ্দিন দুলাল, মোহাম্মদ মাওলা, বাবুল হাই, মোস্তফা আমিন খোকন, নুরুল হুদা, সাংবাদিক জুয়েল সাদাত,

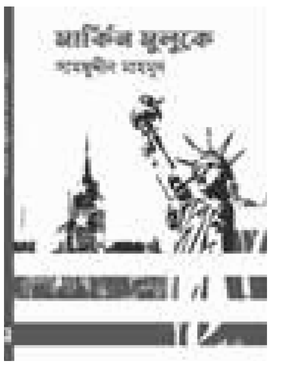

স্যাম রিয়া সহ অনেকে। মোড়ক উম্মেচন অনুষ্ঠানে প্রফেসর বেনু দে বলেন, প্রবাশে শত ব্যস্ততার মধ্যেও লেখালেখি করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। আর এই কাজটি সুচারুরুপে সম্পন্ন করছেন সামছুদ্দীন মাহমুদ। প্রবাশ জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা এই বই থেকে তিনি কিয়দংশ পড়ে শোনান এবং লেখকের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনি প্রেসিডেন্ট রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সামছুদ্দীন মাহমুদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান। সে আমার ছোট ভাই এর মতো। তার লেখা আগের দুটি বই 'জবা নামের মেয়েটি' ও 'অঝোর প্রেমের গল্প' আমি পড়েছি। অসাধারন তার লেখনি শক্তি। আমি তার সফলতা কামনা করি।

ফোবানার সাবেক এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নাহিদুল হক চৌধুরী সোহেল বলেন, ফোবানাতে এবারের সফল বইমেলা অনুষ্ঠান এবং সামছুদ্দীন মাহমুদ এর মতো মহুমাত্রিক লেখকের বই এর মোড়ক উম্মোচন প্রমান করে ফোবানা কেবল গান বাজনা নয়, কবি সাহিত্যিকদের মিলন মেলাও বটে। উল্লেখ্য এবারই প্রথম জাকজমকপুর্ণ ভাবে ফোবানা বইমেলা শুরু হয়।

সামার সেল! সামার সেল!
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
বিশেষ ছাড়
Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS
Global Tours & Travel
Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

মুক্তো

কাজী জহিরুল ইসলাম

এখনও কি আমি হয়ে উঠিনি সফেদ এক মুক্তো?
ঝিনুকের খোলসের ভেতরে নিজেকে তবে গুটিয়ে নেবার বুঝি হয়েছে সময়।

মাতৃঝিনুকের ওমে নিদ্রার ভেতরে কেটে যাবে কিছুকাল,

সমুদ্র-শৈবালে, অথবা সৈকতে, কোন এক দূর-সমুদ্রের
ঢেউয়ে ভেসে যেতে যেতে নরোম বালুতে, ফেনায়, কঙ্করে বাঁধা পড়ে যাবে,
থাকবে হয়ত পড়ে মৃত নিস্প্রাণ ঝিনুক-মাতা,
কেউ তুলে নেবে, খুলে নেবে মাতৃক্রোড় থেকে আমাকে সাগ্রহে;

পৃথিবীর কোন এক রূপবতী রমনীর উজ্জ্বল গ্রীবায়,
দাম্পত্য চিহ্নের সাক্ষী হয়ে
বসে থাকবো হয়তোবা কারো কম্পিত অনামিকায়,

এ-ও তো জীবন।

অথবা প্রাচীন মুক্তোলোভী ঝিনুক শিকারী এক তুলে নেবে
ঢেউ থেকে, হাওর, বিল কিংবা লেগুনের নীল জলরাশির গভীর থেকে,
ঘষে ঘষে ওরা আমাকে উজ্জ্বল করে তুলে দেবে
অতিসভ্য এক অলঙ্কার সভাকক্ষে,
বণিকের পছন্দের আকৃতিতে স্থির হয়ে যাবো একদিন,

সেই একই পরিণতি, কামতৃষ্ণ দম্পতির রমনদৃশ্যের
সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকা, নারীদের সুবাসিত কণ্ঠে দুলে দুলে।

কাব্যজ্ঞানী

সুমন শামসুদ্দিন

অষ্টঘাটে কষ্ট নিয়ে নষ্টপ্রহর বসে আছে,
ঘাটের কাছে ষাটের যুগের ঠাঁটের কবির দুঃখ যাচে!
বর্তমানের কাব্যযানে পুরষ্কারের ঝোলার গন্ধে,
প্রতিযোগী কবিরা সব সওয়ারী হয় খ্যাতির দ্বন্দ্বে!

ছন্দবিমুখ কাব্যবৃক্ষ লতায়-পাতায় ডালে ডালে,
ব্যাকরণের কার্যধারা ছিল যেন অন্ধকালে!
আধুনিকের অলংকারে চমৎকৃত বইয়ের সারি,
মুখের বুলি আগুন ঝরায় প্রশংসাতে মঞ্চ ভারী!

কি আসে যায় বিদ্যা লাভে কবিরা তো জন্মজ্ঞানী!
মাথায় থাকে মহাকাব্য, সব কবিরাই কাব্যধ্যানী!
কল্পতরুর আকাশ যেন কবির মনেই যাপন করে!
কাব্যভাষার প্রকরণে বৃথাই চর্চা সময় ধরে?

স্তাবকতার বর্ণলেপন কবির খাতার পাতা জুড়ে,
লেখনিটা রক্ত ঝরায় বিবাদ চলে কাব্যপুরে!

ফেরা হবে না

আবদুল বাতেন

পরদেশ পরকীয়া ফেলে, তোমার ফেরা হবে না আর
পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায়, পান্তা ইলিশের অমৃতে
ফেরা হবে না, কুহুতান কনসার্টে
ঝরঝর বর্ষার কদম ও কাশফুলের বিশুদ্ধ কবিতায়।

বর্ণিল বার, ক্লাব, থিয়েটারের আবেদন- উজ্জ্বলতা ঠেলে
কবিগান, যাত্রা পালা, টংগের চায়ের দোকানে
হবে না, হবে না তোমার ফেরা।

টসটসে তরুণীদের ক্লিভেজ আর ঊরুর ঝলকানি ফেলে
উতলা আলিঙ্গন, চুরমার করা চুমাচুমিকে সোজাসাপ্টা
জানিয়ে আলবিদা, শেষমেশ যেতে পারবে না-
ঘোমটা দেয়া, শ্যামাঙ্গিনী কোন কন্যার কাছে তুমি আর।

সহজ শব্দটির চেয়ে সহজ করে জেনেছি-
ডলারের দাপট ছেড়ে ফেরা হবে না তোমার
টাকা, রুপি কিংবা আর কোন মুদ্রার কাছে।

ফেরা হবে না, হবে না- প্রভাতফেরির প্রশান্ত ভোরে
বিজয় দিবসের দিগন্তছোঁয়া গৌরবে
ফেরা হবেনা, সবুজ পাসপোর্ট হাতে
প্রিয় মাতৃভূমি- মাতৃক্রোড়ে তোমার আজীবনের জন্য।

ভেজা আমব্রেলা

মুসান্না হাবিব

ঘোরে আর বেঘোরে
বিকালের রোদ যৌবনবতী হয়ে
ফেরে হৃদয়ের কার্ণিশে।

যশোর রোড থেকে
গিনেসবার্গের ভেজা আমব্রেলা
কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলাম
দমদমের শেষ প্রান্তে।

ফ্রাইংপ্যানে শুকিয়ে যাওয়া
গোধূলির রঙ ফিকে হয়ে উড়ে যায়
এয়ার ইন্ডিয়ার ডানায় ভর করে।

প্রেম তো এক ভার্জিন মোহিত
স্ট্রর চুমুকেই নিমিষে শেষ হয়ে যায়।

যথাবিহিত ভালোবাসা

সাজ্জাদুর রহমান

একটু যথাবিহিত ভালোবাসা পেতে
মৌণ বিছানার পাশে বসে থাকে পীড়িত সময়
হৃৎপিণ্ডের হাঁসফাঁস
আলিঙ্গন করে শিল্পের কারুকাজ ।

দুর্দান্ত দার্শনিক মগজের রেণুগুলো
মরে যায় ভোর অবধি
আরাধ্য জীবনের নদী পেরিয়ে
ক্লান্তির রহস্য জমে থাকে রজ্জুদেহে।

এই কর্পোরেট জীবন সোঁদা আঁশটে গন্ধে
চতুর মড়কের উনুনে দাহ্য হয়।

ভালোবাসার দূরারোগ্য আসবাব
জ্বলে জ্বলে রূপান্তরিত হয় ফণীমনসায়
অথৈ সমুদ্রে রংচটা ব্রীজের নিচে
হিমাচল দেহটাকে মনে হয় শর্করা তৈজস।

শুঁড়িখানা সংক্রান্ত

মৃধা আলাউদ্দিন

১-বিষ প্রয়োজন
শুঁড়িখানার নরম দেহ, কাবাব ভুনা, আদিরসের নিষ্প্রয়োজন
কান্নাভেজা জীবনে আজ আমার দেখি সবার আগে বিষ প্রয়োজন।

২-ব্যর্থ এ জীবন
সন্ধ্যা না ভাই, সমস্ত রাত গেলো আমার শুঁড়িখানায়
ব্যস্ত ছিলাম নগ্ন নারী, নর্তকীদের চুড়ি নাড়ায়।

৩-নেশা
নর্তকীদের নূপুর কিংবা ঢোলের ঢঙে যাচ্ছি নেশায় গড়িয়ে
রাত ফুরায়ে ভোর হয়েছে, কাঁপছি আমি; পড়ছে আলো ছড়িয়ে।

৪-শুঁড়িখানা
এখান থেকে আর যাব না পাখি কিংবা নরম তুলো
নদীর কাছে
শীৎকার এবং ষড়ৈশ্বর্য; শুঁড়িখানায় জোছনা-তারা
সবই আছে।

৫-শুঁড়িখানায়
মধ্য রাতে শুঁড়িখানায় এমন করে দিলে যখন হাত ছেড়ে
নীল ব্যথাতে বুকের ভেতর শব্দ হলো যেমন করে কাঠ চেরে...

৬-যৌবন
জীবন কেনো যায় না ধরা, যায় না ধরা; নারীর দেহ নদীরে
আমার কথা বলবো সবই শুঁড়িখানায় খোদারে পাই যদিরে।

ভাগ্যলক্ষ্মী

এনাম আনন্দ

যেদিক তাকাই- শুধুই দেখি
বিদঘুটে অন্ধকার ও প্রেতাত্মাদের অশুভ ছায়া!
পুষ্প-তনুরা অঙ্কুরের অপেক্ষায়
পথপানে চেয়ে- নির্দ্বিধায় কাটিয়ে দিচ্ছি যুগের পর যুগ।
হয়তবা একদিন- দীপ্তশিখা নিয়ে
টগবগিয়ে ছুটে আসবে কোনো পথিক, দূর হবে অন্ধকার,
খুলে যাবে ভাগ্যের দুয়ার।
আলোর তেজস্ক্রিয়তায় দৌঁড়ে পালাবে অশুভ ছায়া।
সে আশায়-
বিপুল মুগ্ধতা নিয়ে সংসার সাজাই, স্বপ্ন দেখি,
দেখি প্রেয়সীনির হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

সুখের স্বাক্ষর

শাহীনুল ইসলাম

আকাশ ওড়ছিল একটি পাখির ঝাপটানো ডানায়
মাটির বন্দুক ট্রিগার টিপে বেরিয়ে এল মানুষ

পালকের আন্ধারে ঢেকে গেল পৃথিবীময় সমস্ত সুখ
তারপর হতাশার রক্তে রঙিন হল প্রেম
আমরা মানুষের ইবাদত করতে করতে ভুলে গেলাম ঈশ্বর

যে ঘুমিয়ে ছিল সমুদ্র সুরের উত্তাল ঢেউ ঢেউ গানে
সেও আজ স্বাক্ষর দিচ্ছে একটুকরো সুখের জন্য।

মণি- মুক্তা

কাজী ইসলাম

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না আর! সোনায় ভরা মুক্তায়-মানিক্যে ভরা আঙ্গিনা খালি করে আরিফ সাহেব চলে এসেছেন। শুধুই চলেছেন। যে চলাকে তখন ভাবতেন ভবিষ্যত জীবনের উন্নতির পথের চলা।

লতাকুঞ্জের টানা বারান্দাটায় বসে আছেন আরিফ সাহেব, আঙ্গিনার দিকে মুখ করে। যে সোফাটায় বসে আছেন তিনি, সোফাটায় একসময় বসতেন উনার বাবা। তখন চমৎকার বাগান ছিল লতাকুঞ্জে। লতাপাতায় পত্রে পুষ্পে পল্লবে রঙিন হয়ে থাকতো বাড়িটা। তিনদিকে বাগান, একদিকে বারান্দা।মাঝে নিকানো পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা।

এখন বাগান নেই, আঙ্গিনা আর নিকানো নয়।বাগানে এখন কাঁটা গুল্মের ঝোপঝাড়। কাঁটা লতা উঠবে ঘরের দ্বার গুলায়। দীর্ঘ একটা শ্বাস পড়ে আরিফ সাহেবের।প্রবাস থেকে ফিরে অনেকটা জোর করেই, অনেকের মতের বিরুদ্ধে ঢাকার বাস ছেড়ে পৈত্রিক বাড়িতে পৈত্রিক ভিটেতে জীবনের শেষের দিনগুলি কাটাতে এসেছেন। যেখানে কাটিয়েছেন শৈশব-কৈশোর যৌবনের সেই সময়টা, সেই সময়-সেইটাই ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়।অতীতে ডুবে থাকতেই আজকাল ভালোবাসেন তিনি। সামনের দিকে আর তেমন কিছু নেই বলেই বোধহয় অতীতের স্মৃতির উজ্জ্বল ছবিগুলোর ওপরেই আলো ফেলে দেখতে থাকেন।

আজ একটা ছবি দেখছেন। তখন বাবা-মা দেশের বাড়ি লতাকুঞ্জে থাকেন। আরিফ সাহেব কর্মসূত্রে ঢাকায়। একদিন হঠাৎ কিসের যেন কিছু বাড়তি ছুটি পেলেন। তখনও প্রায় তরুণ আরিফ সাহেব। হঠাৎ বাবা-মাকে অবাক করা একটা খুশির আনন্দ দিতে ইচ্ছে করলো। স্ত্রী আর দুই বাচ্চা নিয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে বাড়ি চলে এলেন। পৌঁছুতে দুপুর তখন গড়িয়ে যাবার পথে। বাড়ি এসে দেখেন বাবা-মা গেছেন বাবার এক বন্ধুর ছেলের বৌভাতের অনুষ্ঠানে। ঘরগুলো তালাবন্ধ। বাসায় শুধু কাজের মেয়েটা আছে।কি আর করা! আরিফ সাহেব আর তার স্ত্রী বারান্দায় বসলেন। খোলা আঙ্গিনা পেয়ে ছেলে-মেয়ে দুটো শীতুল আর মিতুল তুমুল আনন্দে কলরোল তুলে ছোটাছুটি শুরু করলো।কিছুক্ষণ পর বাবা ফিরলেন একা। মা আরো কিছুক্ষণ বিয়ে বাড়িতে কাটিয়ে আসবেন। আঙ্গিনায় পা দিয়েই বাবা আনন্দে দিশেহারা হয়ে শীতুল, মিতুলকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, "যাই এক্ষুনি ওদের দাদিকে নিয়ে আসি।"

তখনও দেশে মোবাইল ফোন আসেনি।

পরে মা'র কাছে শুনেছিলাম বাবা ওখানে যেয়ে মা'কে বলেছিলেন, শিগগিরি চলো, তোমার বাড়ির আঙ্গিনা সোনা-দানা, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতে ভরে গেছে।"

কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ আরিফ সাহেবকে আবেশ বিহ্বল করে রেখেছিল অনেকক্ষণ।

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না আর! সোনায় ভরা মুক্তায়-মানিক্যে ভরা আঙ্গিনা খালি করে আরিফ সাহেব চলে এসেছেন। শুধুই চলেছেন। যে চলাকে তখন ভাবতেন ভবিষ্যত জীবনের উন্নতির পথের চলা।উন্নতি কি হয়েছে? ছুটতে ছুটতে একসময় দেখেন চলে গেছেন দেশ ছেড়ে।মধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে মহাকাশযান যেমন ধায় মহাশূন্য পানে, তেমনি ছুটেছেন তিনি। শীতুল, মিতুল থেকে গেছে বিদেশেই।তিনি জীবনের ধূসর অপরাহ্নের কালে ফিরে এসেছেন।

নরকতুল্য নগরে থাকতে না পেরে ফিরেছেন মফস্বলের পিতৃভিটেয়।সেই আঙ্গিনা এখনও আছে কিন্তু ফুলের বাগান আর নেই।আজ বিষণ্ন অপরাহ্নকালে মনে পড়লো সে দিনের কথা। আজ কোথায় সেই সব সোনা-দানা-মণি-মুক্তা-হীরে-জহরত!

বাবার সেই কথা, "তোমার আঙ্গিনা সোনা-দানা, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতে ভরে গেছে।"

"জীবনের খাঁটি সোনা-দানা ফেলে ছুটেছিলাম নকলের, ইমিটেশনের পেছনে।"

তাঁর মণি-মানিক্যরা আজ কোন সুদূর বিভুঁয়ে আলো ছড়াচ্ছে! দিনের আলো নিভে আসে, আরিফ সাহেবের আঙিনায় এখন আঁধার নামবে!

SHOWING IN THEATRES FROM 22 SEPTEMBER 2023

NY & NJ THEATRE LIST (FIRST WEEK)

1. JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS, **JAMAICA**
2. REGAL E-WALK STADIUM, **TIMES SQUARE** 3. REGAL UA KAUFMAN ASTORIA & RPX, **ASTORIA**
4. REGAL DEER PARK & IMAX, **DEER PARK**
5. CINEMARK WILLOWBROOK MALL + XD, **WAYNE** 6. AMC JERSEY GARDENS 20, **ELIZABETH**
7. REGAL COMMERCE CENTRE 18 & RPX, **NORTH BRUNSWICK**
8. REGAL HAMILTON COMMONS, **MAYS LANDING/ATLANTIC CITY**

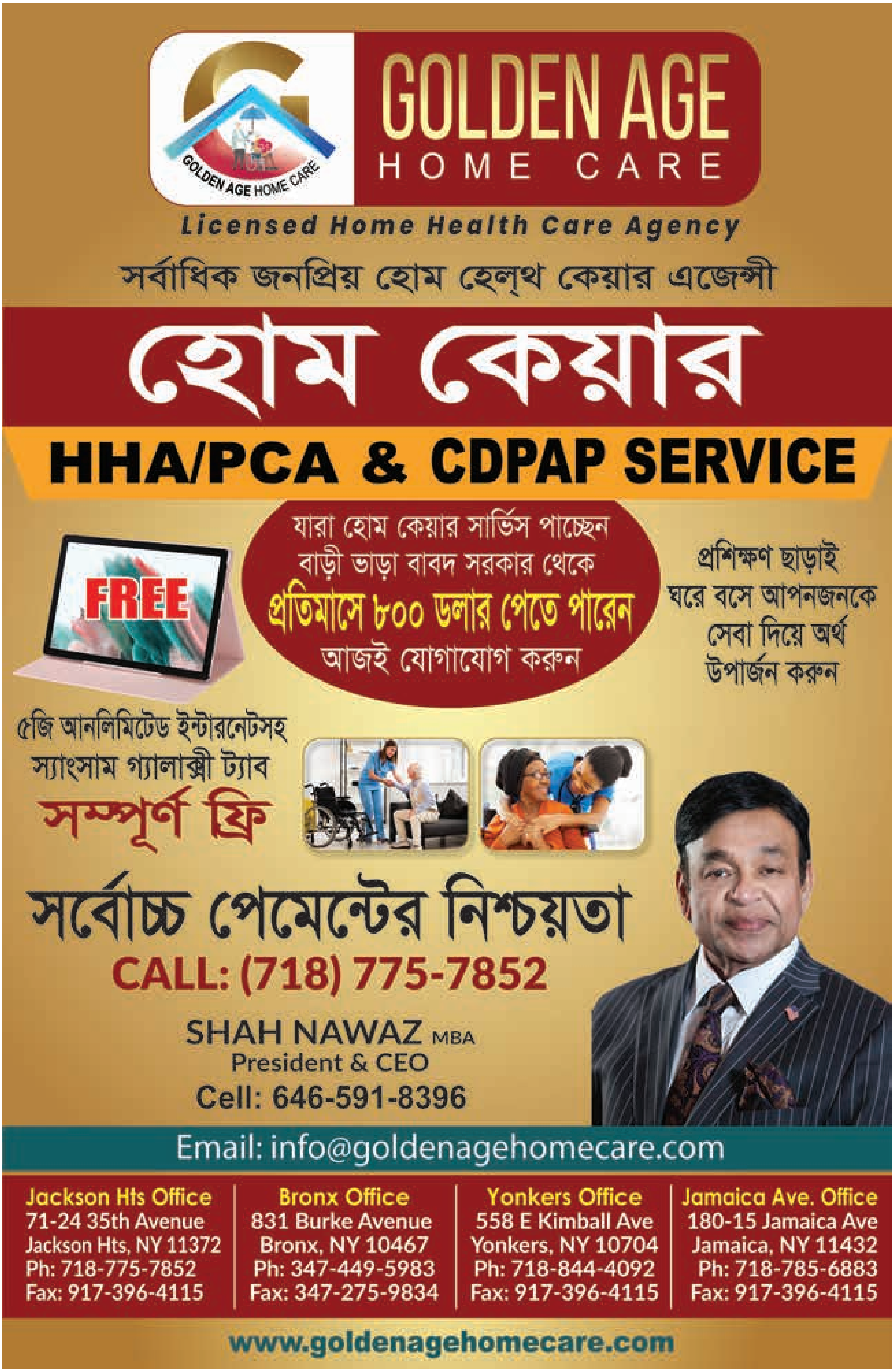
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

IFIC

BANGLADESHI IMMIGRANT DAY AND TRADE FAIR 2023

22 & 23 September, 2023
Time: 9:00 AM to 8:00 PM
New York Hilton Midtown
1335 6th Ave, New York, NY 10019
F Train 57 Street (6th Ave.)
www.ubbl.org | 347-656-5106

IFIC REMITTANCE Roadshow 2023
NEW YORK • USA

EVENT ATTRACTIONS
- IFIC BANK BOOTH
- ACCOUNT OPENING
- REMITTANCE RELATED SERVICE & SUPPORT
- EXPERT CONSULTANT
- NETWORKING
- OPEN FOR ALL NRBs

IFIC BANK,
the **Largest Banking Network** of **Bangladesh**
is arranging **4 Roadshows in New York for NRBs**

Queens, New York
Sunday, **24 September** 2023, **5.30** pm
LaGuardia Plaza Hotel,
New York

Jamaica, New York
Monday, **25 September** 2023, **5.30** pm
Taj Mahal Restaurant & Party Hall
148-01 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435

Bronx, New York
Wednesday, **27 September** 2023, **5.30** pm
Golden Palace Banquet Hall
1451 Unionport Road, Bronx, NY 10462

Brooklyn, New York
Thursday, **28 September** 2023, **5.30** pm
Radhuni Sweets & Restaurant
483 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218

YOU ARE INVITED

IFIC 1300+ SHAKHA UPASHAKHA

এজেন্ট নয়
রেমিট্যান্স পাঠাই
সরাসরি
আইএফআইসি
ব্যাংকে

উৎসব

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
21 September 2023, Thursday, Issue 340

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৬ আশ্বিন ১৪৩০, ৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ-এড

মূল্যবান সাফল্যগুলো শেয়ার করতে পেরে আমরা গর্বিত

এইচবি রিতা

এরিক অ্যাডামস

২০ মাস আগে যখন অ্যাডামস প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল নিউ ইয়র্কবাসী এবং নিউইয়র্ক সিটির কাজ সম্পাদন করা হবে। স্লোগান ছিল 'গেট স্টাফ ডান'। 'মেয়রস ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট'(MMR) অনুসারে অ্যাডামস প্রশাসন ঠিক সেইভাবেই কাজ করছে। যা নিউইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার মান এবং

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

নিউইয়র্কে আ.লীগ-বিএনপির সমাবেশ, বিএনপি কর্মী গ্রেপ্তার

প্রধানমন্ত্রীর আগমন

ইমা এলিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্কে আগমনে উপলক্ষে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা আনন্দ সমাবেশ করেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার বিকেল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শত শত নেতাকর্মীরা বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনালে জড়ো হয়ে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দিয়ে মুখরিত করে তোলেন বিমানবন্দর এলাকা। একই সময়ে বিমানবন্দরের টার্মিনালে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। রাত ৮টায় সকল কর্মকান্ড বন্ধে পুলিশি নির্দেশ অমান্য করায় একজন বিএনপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আনন্দ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামীলীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, আ.লীগ নেতা আব্দুল হাসিব মামুন, আশরাফুজ্জামান ও খোরশেদ খন্দকারসহ যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামীলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামীলীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের শত শত নেতাকর্মীরা উক্ত আনন্দ সমাবেশে যোগ দেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

ইঁদুরের কাছে হার মানা যাবে না

রোকেয়া দীপা

ইঁদুরের সাথে হেরে যেতে পারেন না নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস। সিটির এক নম্বর শত্রু ইঁদুর আর শত্রুর সহযোগিতাকারী প্লাস্টিকের আবর্জনা ব্যাগ। নিউইয়র্ক সিটিতে ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে নতুন নির্দেশ জারী করা হয়েছে। সিটির সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আবর্জনা ফেলার জন্য ঢাকনা সহ বিন ব্যবহার করতে হবে। আবর্জনা ফেলার জন্য কালো রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। এ নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে আসছে বছরের শুরু থেকেই।

সিটির স্যানিটেশন কমিশনার টিশকে পাশে নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আপার উয়েস্ট সাইডে সংবাদ সম্মেলন করেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

২০২২ সালে টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ অথরস (টিফা)-তে সাহিত্য সমাবেশে লেখকেরা। ছবি: কপিল দত্ত

টিফার স্মৃতি এবং আগামী উদযাপন

দেবাঞ্জনা মুখার্জি ভৌমিক

দিনটা ছিল দুহাজার বাইশ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিন। টরন্টো ডাউনটাউনের আকাশচুম্বী সারি সারি বাড়ির মাঝে অবস্থিত শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান টরন্টো হারবার ফ্রন্ট সেদিন মুখরিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় উচ্চারিত শব্দে। উচ্চারিত হয়েছিল সেই ভাষা যে ভাষার জন্য আজ থেকে একাত্তর বছর আগে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাণ দিয়েছিল তরতাজা যুবকরা। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো সেই একুশে ফেব্রুয়ারিতেই ইন্টারন্যাশনাল মাদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালিত হয় সারা পৃথিবী জুড়ে। তেতাল্লিশতম টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ অথারস-এর আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাই পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাথেই সমমর্যাদায় বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে আমরা দশ জন বাঙালি লেখক পোঁছে গেছিলাম সেদিন। উদযাপন করেছিলাম বাংলা ভাষা। হৃদয়ের অন্তস্হল থেকে যে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com